রুসিয়ার ইতিহাস।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

[পরিশিষ্ট সমেত]

কলিকাতা,
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাই
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—হ
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রি

২৫এ আষাঢ়,
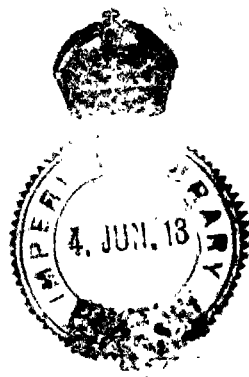
রুসিয়ার ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

রুসিয়ার বিবরণ।

তুরস্ক দেশের ন্যায় রুস সাম্রাজ্য কিয়দংশে ইউরোপে এবং কিয়দংশে এসিয়াতে স্থিত। এসিয়ার সমস্ত উত্তর ভাগ রুসিয়ার অধীন। বিভিন্ন-জাতীয় বহুসংখ্যক লোক এই দেশে ইতস্তত বাস করে। কিন্তু দেশটি অতি বৃহৎ বলিয়া লোক-বসতি ঘন না হইয়া বিরল। সেই সকল লোক গৃহ পালিত পশুগণের খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

সাইবিরিয়া নামক দেশটি এসিয়ার প্রায় সমস্ত উত্তর ভাগ নিজের সীমাবদ্ধ করিয়া আছে। এই সাইবিরিয়া রুসিয়ার অন্তর্গত। সাইবিরিয়া দেশটিতে শীতের প্রাদুর্ভাব অতিশয় বেশী। তত্রস্থ লোকেরা বড় গরিব। তাহারা পশুচর্ম্মে শরীর ঢাকে, এবং বেশীর ভাগই কুটীরে বাস করে। রুস-সম্রাট তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে যাহাদিগকে শত্রু বিবেচনা করেন, তাহাদিগকে এই ভয়ঙ্কর স্থানে নির্ব্বাসিত করেন।

ইউরোপ রুসিয়ার যে অংশ স্থিত, উহা খুব বৃহৎ। প্রায় আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের ন্যায় বড়। তা ছাড়া ইউরোপের প্রত্যেক রাজ্যের অপেক্ষা উহার পরিসর বেশী। উহার লোকসংখ্যা ৬,৩০,০০,০০০ ছয় কোটী ত্রিশ লক্ষেরও অধিক।

রুসিয়ার সম্রাট একজন যথেষ্ট ক্ষমতাশালী রাজা। তিনি তাঁহার ইচ্ছানুসারে প্রজাগণকে পালন ও শাসন করেন। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন আইন কানুন হইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা প্রজা-দিগের শাসন সম্বন্ধে অনেক সুনীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

সম্রাটের নানা স্থানে রাজ-অট্টালিকা আছে। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ সেণ্ট পিটার্সবর্গের রাজপ্রাসাদেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার অনেক সৈন্ত আছে। তিনি সর্ব্বদা বহু-সৈন্ত-মণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া কালক্ষেপ করেন।

মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ইউরোপের অন্তর্গত রুস রাজ্য, উত্তরে উত্তর বা ফ্রোজান সমুদ্র হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃতির পরিমাণ প্রায় ১০০০ এক হাজার ক্রোশ। রুসিয়ার পূর্ব্বসীমায় ইউরাল বা ঔরাল পর্ব্বত; পশ্চিম সীমায় ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগর, বল্‌টিক সাগর, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং তুরস্ক রাজ্য।

এই বৃহৎ রাজ্যের আব্‌হাওয়া নানারূপ। ফ্রোজান সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থল সকল বৎসরের মধ্যে নয় মাস কাল বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। রুসিয়ার মধ্যাংশে কানাডা রাজ্যের ন্যায় দারুণ শীত; দক্ষিণাংশের আব্‌হাওয়া উষ্ণ ও সুখকর। এখানে আঙ্গুর ও অন্যান্য নানারূপ সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়।

রুসিয়ার রাজধানীর নাম সেণ্ট পিটার্সবর্গ। উহা নিভা নদীর তীরে স্থাপিত। নিভা নদী ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরে প্রবাহিত হইতেছে। সেণ্ট পিটার্স-বর্গ সুন্দর নগর। এই নগরে যেরূপ নানাবিধ চমৎকার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও নাই। সেণ্ট পিটার্সবর্গে অনেক বড় বড় অট্টালিকা আছে। সেই সকল অট্টালিকাবাসীরা এত ধনী যে, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি দুই তিন শত ভৃত্য রাখিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অবশিষ্ট বিবরণ।

রুসিয়ার আর একটি প্রধান নগরের নাম মস্কাউ। উহার আয়তন প্রায় সেণ্ট পিটার্সবর্গের ন্যায়। উহা একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে সেখানে রুসের রাজারা বাস করিতেন। কিন্তু রুসেরা ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সসৈন্য নেপো-

লিয়ন বোনাপার্টকে সেখানে প্রবেশ-বাধা দিবার জন্য উহার অধিকাংশ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়াছিল। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত, সেখানে আর রাজধানী নাই। যাহাহউক, অন্যান্য লোকের থাকিবার নিমিত্ত মস্কাউ নগর পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

সেণ্ট পিটার্সবর্গে বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজদের জাহাজ সেখানে গিয়া শণ, লৌহ, চর্ম্ম, চর্ব্বি এবং অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্য আনয়ন করে। কিন্তু মস্কাউ নগর জলপথ হইতে অনেক দূরে থাকাতে কোন নৌ-বাণিজ্যের সুবিধা হয় না।

রুসিয়ার জার অর্থাৎ সম্রাটের ন্যায় পৃথিবীতে অন্য কোন রাজার নানাবিধ মনুষ্যের উপর আধিপত্য নাই। তাঁহার ইউরোপের অন্তর্গত রাজ্যের মধ্যে অন্ততঃ ৬০ যাট প্রকার বিভিন্ন জাতির বসতি আছে। উহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা কহে এবং বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার এসিয়ার অন্তর্গত রাজ্য মধ্যে ভিন্ন-জাতীয় লোকের সংখ্যা আরও বেশী। ইউরোপীয় রুসিয়ার উত্তর বিভাগে ল্যাপল্যাণ্ডার, সামইডেস্ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় মনুষ্য আছে। উহারা দেখিতে খর্ব্বাকার ও পাণ্ডুবর্ণ। উহারা অতি অসভ্য। যাহারা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করে, তাহাদের মৎস্যই এক মাত্র আহার। তাহারা এরূপ মৎস্যাশী যে, তাহাদের গাত্র হইতেও মৎস্যের গন্ধ নির্গত হয়। আমেরিকার উত্তর ভাগের এস্কুইমক্স ইণ্ডিয়ান জাতির সহিত ইহাদিগের সাদৃশ্য আছে।

শীতকালে ঐ সকল লোকের বড় কষ্ট হয়। উত্তর প্রদেশে চারি ভাগের তিন ভাগ সময়ে শীতের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সেখানে কখনও কখনও একাধিক্রমে ছয় মাস রাত্রি থাকে। কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকারেও তাহারা অভ্যাসবশতঃ তেমন কষ্ট অনুভব করে না। যদিও তাহারা লেখা পড়া জানে না, যদিও তাহাদের পুস্তকাদি নাই, তথাপি তাহারা মৌখিক গল্পে ও অন্যান্যরূপ রসিকতায় সুখে কাল যাপন করে।

ঐ সকল জাতির ইতিহাস নাই। তাহারা ইতিহাস রাখিবারও প্রয়োজন মনে করে না। এক বংশের পর এক বংশ যাইতেছে আর সেই সঙ্গে তাহাদের বংশানুক্রমিক ঘটনাও বিলুপ্ত হইতেছে। তাহারা যুদ্ধ-ব্যাপার

না অন্য কোন বিশেষ ঘটনা জানে না। যে সকল লোকের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে, উহারাও ঠিক সেইরূপে চলিতেছে। উহারা রুসীয় সম্রাটের শাসন স্বীকার করে, কিন্তু কখনও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কারণ, শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব বশতঃ সম্রাট সে প্রদেশে গমন করেন না।

ইউরোপীয় রুসিয়ার দক্ষিণ এবং পশ্চিম অংশে তাতার জাতীয় লোকেরা বাস করে। উহারা দ্রুতগামী অশ্বারোহণে বড় আমোদপ্রিয়। ডন নদীর সীমায় কসাক নামে এক জাতীয় লোকের বসতি; উহারাও অশ্বারোহণ-প্রিয়। তা ছাড়া উহারা বড় বড় বর্শা লইয়া শত্রুদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করে। উহাদের হস্ত-কৌশল এরূপ যে, দেড় শত হস্ত দূর হইতে শত্রুর প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিতে পারে।

ইহা ছাড়া রুসরাজ্যে য়িহুদী, পোল, জর্ম্মণ এবং গিপ্‌সি জাতির বসতি আছে। নগরবাসীরা ইচ্ছা ও সুবিধা মত জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে।

রুসিয়ার অন্তর্গত পোলণ্ডের সম্মুখস্থ প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর। তত্রস্থ লোকেরা স্ব স্ব প্রতিবেশীগণকে উৎপন্ন শস্য দিয়া সাহায্য করে। রুস রাজ্যের উত্তর ভাগ কেবল শীত-প্রধান নহে, উহার অধিকাংশ জলাভূমি এবং নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ। সেই সকল অরণ্যে বহুসংখ্যক হিংস্র জন্তু দেখা যায়। রুসেরা পশুলোমের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। তাহারা ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্য অন্য দেশে পশুলোম রপ্তানি করিয়া থাকে। তা ছাড়া তাহাদের দেশে যে প্রস্তুত পশুচর্ম্ম পাওয়া যায়, তাহার রং, গন্ধ এবং কোমলতা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের চর্ম্মে নাই। ঐ চর্ম্ম খুব উৎকৃষ্ট

তৃতীয় অধ্যায়।

পিটার দি গ্রেট।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে রুসিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। এক্ষণে ইহার ইতিহাসের কথা কিছু বলা উচিত। পূর্ব্বে রুসরাজ্য অসভ্যদিগের বাসভূমি ছিল। একশত বৎসরের কিছু অধিক হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সম্রাট পিটার দি গ্রেটের সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্বে রুসরাজ্য সভ্যজাতিদিগের রাজ্যের ন্যায় পরিগণিত হইতে পারে নাই।

পিটার দি গ্রেট একজন অদ্ভুত লোক ছিলেন। যদিও তিনি স্বীয় রাজ্যকে সভ্য পদবীতে স্থাপিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথাপি আপনাকে সভ্য ভব্য করিতে পারেন নাই। ফল কথা, কিয়দংশে তিনি অসভ্যের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন।

রুসিয়ার সম্রাটদিগকে জার (Czar) কহে। জার পিটার পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, জ্ঞান-শিক্ষার জন্য সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন প্রসিদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন নাই, কিম্বা কোন প্রাচীন ভাষা শিক্ষাতেও মনোযোগ দেন নাই।

পিটারের জ্ঞান-শিক্ষা অন্যরূপ ছিল। তা'র মধ্যে একটি এই ;—তিনি হলণ্ড দেশে গমন করিয়া, ছদ্মবেশে একজন নৌ-সূত্রধরের নিকট জাহাজ নির্ম্মাণ-কার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত, শিক্ষানবিশরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেখানে গিয়া যে বাড়ীতে অবস্থান করিতেন, সে বাড়ী আজিও আছে। তা'র পর তিনি ইংলণ্ডে গিয়া পুনর্ব্বার জাহাজ-নির্ম্মাণ-কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি অন্যান্যরূপ শিল্পকার্য্য ও অস্ত্র-চিকিৎসাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ফল কথা, যাহাতে তাঁহার এবং তাঁহার প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, এইরূপ কোন প্রকার জ্ঞান শিক্ষায় তিনি অবহেলা করেন নাই। তিনি বিদেশে এক বৎসরের কিছু অধিক কাল থাকিয়া

শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার ভগিনী রুসরাজ্যের সম্রাজ্ঞী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই বিরক্তিকর সংবাদে তিনি বাধ্য হইয়া সকল প্রকার কার্য্য-শিক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে মস্কাউ নগরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই ষড়যন্ত্রকারীদিগের কয়েক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিলেন এবং ভগিনীকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

তা'র পর, পিটার দি গ্রেটের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ-ব্যাপার এবং রাজ্য-শাসনে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই জন্য তিনি তাঁহার আরব্ধ শিল্পাদি কার্য্য-শিক্ষার পূর্ণ সীমায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। কিন্তু যতদূর শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নিষ্ফল হয় নাই। তাহার ফলে রুসিয়ার অনেক উন্নতি হইতে লাগিল।

পিটার প্রত্যহ প্রত্যূষে ৫টার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সমস্ত দিন রাজ্য-সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তা'র পর, রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম লাভ করিতেন। সে সময়ে তাঁহার নিকট তীব্র মদিরাপূর্ণ একটি বৃহৎ বোতল থাকিত। তিনি যে পর্য্যন্ত না জ্ঞানশূন্য হইতেন, ততক্ষণ পান করিতেন।

এই সুরাপান অভ্যাসের সহিত তাঁহার চরিত্রগত অত্যাচার, তাঁহার কি বন্ধু, কি শত্রু, সকলের পক্ষেই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। পিটার এক এক সময় দুঃখ করিয়া বলিতেন যে, তিনি রুসরাজ্যের অনেক দোষ সংশোধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিজের বেলা পারেন নাই।

পিটারের নিকট যাহারা অপরাধী হইত, তিনি তাহাদিগকে স্বয়ং বেত্রাঘাত করিতেন। সামান্য লোকের কথা দূরে থাক, রুসরাজ্যের প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগকেও পিটারের বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত। এমন কি, সময়ে সময়ে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ক্যাথারাইনের পৃষ্ঠেও সেই বেত্র সবলে নৃত্য করিত। তবু ক্যাথারাইন্ স্বামীর নিকট সর্ব্বদা দোষের উপযুক্ত শাস্তি পাইতেন না। হাজার হৌক্, রাজার রাণী কি না!

কেহ কেহ বলেন, পিটার দি গ্রেট গোপনে গোপনে তাঁহার পুত্রকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিহত করিয়াছিলেন। পিটারের অনেক দোষ ছিল, অনেক অত্যাচার ছিল; তথাপি তাঁহার নাম রুসিয়ার সমস্ত সম্রাটের

অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এরূপ হইবার কারণ এই, তিনি প্রজাগণের মঙ্গল সাধনের জন্য বহু দিন ধরিয়া কঠিন পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পিটার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী জারেদের অপেক্ষা রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

পিটার দি গ্রেটের উত্তরাধিকারিগণ।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে, ৫৩ বৎসর বয়সে পিটার দি গ্রেট প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী ক্যাথারাইন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ক্যাথারাইন জনৈক দরিদ্র গ্রাম্য লোকের কন্যা। কিন্তু তাঁহার রূপ অতিশয় অপরূপ ছিল। এই রূপের বলেই তিনি পিটার দি গ্রেটের সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। রাণী ক্যাথারাইন্ দোষে গুণে জড়িত ছিলেন। দোষের মধ্যে সুরাপানটাই বেশী। রাণী ক্যাথারাইন প্রায় দুই বৎসর কাল রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন।

পরে রাজপৌত্র দ্বিতীয় পিটার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দ্বিতীয় পিটার ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রী এন্ আভানয়না রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। আভানয়না উচ্চদরের রাণী ছিলেন, এবং অনেকগুলি প্রশংসার কার্য্যও করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশংসিত কার্য্য সমূহের মধ্যে তুষার-প্রাসাদ (Palace of Ice) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই তুষার-প্রাসাদ দেখিতে বড় মনোহর। একটি বরফময় হ্রদের মধ্যস্থলে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাষ্ঠ এবং প্রস্তরের পরিবর্ত্তে উহার ছাদ, ভিত্তি, গৃহ সমস্তই বৃহৎ বৃহৎ বরফ খণ্ডে গঠিত হইয়াছিল। খাট, পালঙ, মেজ প্রভৃতি সমস্ত আসবাবও বরফের। রাত্রিকালে যখন উহার মধ্যে আলো দেওয়া হইত, তখন দেখিলে বোধ হইত, সমস্ত প্রাসাদটি যেন অনন্ত হীরকে ঝক্‌মক্ করিতেছে।

এন্ আভানয়নার পর রাজকুমারী এলিজাবেথ সিং[illegible] উত্তরাধি-

কারিণী হন। এলিজাবেথ পিটার দি গ্রেটের কন্যা। তিনি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারূঢ় হইয়া ২২ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তা'র পর ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় পিটার রুসিয়ার রাজা হন। পিটার দি গ্রেটের ন্যায় ইঁহারও পত্নীর নাম ক্যাথারাইন। কিন্তু পতিপত্নী একসঙ্গে দীর্ঘকাল রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারেন নাই। এমন শুনিতে পাওয়া যায়, রাণী ক্যাথারাইন একাকিনী রাজ্যপ্রয়াসিনী হইয়া, স্বামীকে ষড়যন্ত্রে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিয়াছিলেন।

কিন্তু যদিও রাণী ক্যাথারাইন এরূপ অত্যাচারিণী ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজ্যশাসনী বুদ্ধি বিশেষ প্রখরা ছিল। এই বুদ্ধিবলেই তিনি পৃথিবীর অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ রাজারাণীদের মধ্যে অন্যতরা উপযুক্তা বলিয়া গণ্যা হইয়াছেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে রাণী ক্যাথারাইন তুরস্কদিগকে স্বরাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদ্যপি তিনি তাহা করিতে পারিতেন, তাহাহইলে তাঁহার রাজ্য, ভূমধ্যস্থ সাগর হইতে উত্তর সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

রাণী ক্যাথেরাইনের মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র পল্ ৪৩ বৎসর বয়ক্রমে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। মাতার ন্যায় পলের কার্য্যকরী রাজবুদ্ধি আদৌ ছিল না। তা ছাড়া তিনি একরোকা ও অস্থিরচিত্ত ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে দুরন্ত পাগল বলিত। পলের চরিত্র ক্রমে ক্রমে সকলের পক্ষে এরূপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন।

সম্রাট পলের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেকজান্দার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সম্রাট ১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত-রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার সম্রাট নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন সসৈন্যে মস্কাও নগরে প্রবেশ করাতে রুসেরা বারুদে অগ্নি দিয়া উহা ভস্মীভূত করিয়াছিল। সেই সূত্রে নেপোলিয়নের সৈন্যগণ একবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

পলের তৃতীয় পুত্র দ্বিতীয় আলেকজান্দার ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃ-

সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার সময়ে রুসিয়ায় নানাবিধ শিল্প-কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র এডিনবরার ডিউক আল্‌ফ্রেড আরনেষ্ট আল্‌বার্টের সহিত রুসিয়ার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের একমাত্র কন্যা মেরী আলেকজান্দ্রোব্‌নার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। সেণ্ট পিটার্সবর্গের "উইণ্টার প্যালেস" (Winter Palace) নামক রাজপ্রাসাদে এই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

সে বৎসর দ্বিতীয় আলেকজান্দার রাজশকটে আরোহণ করিয়া, ভ্রমণ করিবার সময়, নিহিলিষ্টদিগের দ্বারা ডিনামাইট নামক বারুদপূর্ণ ব্যোম যন্ত্রের আঘাতে নিহত হইয়াছেন। রুসিয়ায় পূর্ব্বে নিহিলিষ্টদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। দ্বিতীয় আলেকজান্দারের সময় হইতেই উহাদিগের দল বল বৃদ্ধি হইতেছে। উহাদিগের মূলমন্ত্র মনুষ্যমাত্রেই সমান। মনুষ্যের আবার মনুষ্য রাজা কি? হয় সকল মনুষ্যই রাজা, নয় সকলেই প্রজা—অর্থাৎ সকলেই একরূপ। এইজন্য উহারা রাজহত্যা-ব্রতে ব্রতী হইয়াছে।

রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট, দ্বিতীয় আলেকজান্দারের পুত্র। ইনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তৃতীয় আলেকজান্দার নাম ধারণ করিয়াছেন। পিটার দি গ্রেট হইতে রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট পর্য্যন্ত সকলেরই ভারত অধিকার করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা দ্বিতীয় আলেকজান্দার মধ্য এসিয়ার মার্ভ প্রভৃতি অনেক স্থান যুদ্ধে অধিকার করিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে ইনি পিতৃপথাবলম্বী হইয়াছেন। আজ আমরা যে ইংরাজ-রুস-যুদ্ধের আয়োজন দেখিতেছি, ইহার সূত্রপাত পিটর দি গ্রেট করিয়া গিয়াছেন। গত ৩০এ মার্চ্চ রুসিয়ার অন্যতর সেনাপতি কমারফ, সহকারী সেনাপতি আলিখানফের সহিত পাঁজদে, এপ্রিল মাসে মারুচক প্রভৃতি আফগানরাজ্যভুক্ত কয়েকটি স্থান রুসিয়ার অধীন করিয়াছেন। পাঁজদের যুদ্ধের সময় রুসীয়দের হস্তে দশ হাজার আফগান সৈন্য নিহত হয়। এই যুদ্ধের প্রধান গোলযোগ রুসিয়া ও আফগানস্থানের সীমা নির্দ্ধারণ লইয়া। ইংরেজ পক্ষ হইতে স্যার পিটার্স লম্‌স্‌ডেন মধ্যস্থ হইয়া বিবাদী ভূমির বিবাদ মিটাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যে কিছুই

হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত ভয়ানক গোলযোগ চলিতেছে। ভবিষ্যতে যে কি হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। তবে সিংহ ভল্লুকের যুদ্ধনীতির ব্যাপার দেখিয়া আমাদের মনে বিপদের আশঙ্কাটাই জাগিতেছে। আজ কয়েক মাস ধরিয়া উভয় পক্ষে যেরূপ যুদ্ধের আয়োজন, সন্ধিপ্রস্তাব ও সন্ধিভঙ্গ হইয়া আসিতেছে, সে সকল বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিবার স্থান নাই। পাঠকগণ সমস্ত সংবাদ পত্রেই সে বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিতেছেন বলিয়া আমরা উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহি। তবে, যে সকল বিষয় সংবাদপত্রে প্রায় পাওয়া যায় না, উহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। ইহাতে রুসিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ই লিখিত হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

রুসিয়ার আয়তন।

পূর্ব্বে রুসিয়ার ভৌগলিক বিবরণ সংক্ষেপে এক প্রকার বলা হইয়াছে। এক্ষণে উহার বিষয় অন্য স্থান হইতে আরও কিছু বলা যাইতেছে।

পিটার দি গ্রেটের রাজসিংহাসনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ইউরোপে রুসিয়া রাজ্য বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিল না। পিটরের সময় হইতেই রুসিয়ার নাম ও প্রভাব যথেষ্ট বাড়িয়া আসিতেছে। ক্রমে ক্রমে রুসিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী অনেক পরকীয় রাজ্য পূর্ণরূপে ও খণ্ডরূপে দখল করিয়াছে। সুইডেন, পারস্য, তুরস্করাজ্যের অনেক অংশ রুসিয়ার কবলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পোলণ্ডরাজ্যও এক্ষণে রুসিয়ার অধীন। রুসিয়া ইউরোপের একার্দ্ধ অংশ লইয়াছে। সমস্ত উত্তর-এসিয়া এবং অধিকাংশ মধ্য-এসিয়াও রুসিয়ার দেহপুষ্টি করিতেছে। আমেরিকার কিয়দংশও রুস-সম্রাটের দখলে ছিল, কিন্তু উহা তিনি অপরকে বিক্রয় করিয়াছেন। যাই হউক, তবু রুসিয়ার আয়তন এত বড় যে, সে সসাগরা পৃথিবীর সাত ভাগের এক ভাগ অধিকার করিয়া আছে। ফল কথা,

রুস্-সম্রাটের ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোন রাজাই এত বড় ভূখণ্ডের অধিপতি নহেন।

রুসিয়ার সীমানির্দ্ধারণ সূক্ষ্মরূপে হইবার নহে। তবে ভৌগলিকেরা মোটামুটি করিয়া এইরূপ সীমা-মীমাংসা করিয়াছেন। যথা—

রুসীয় পোলণ্ড এবং বল্‌টিক্ সাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের সহিত ইউরোপীয় রুসিয়ার পরিমাণ ২,০৭৮,৬৪৬ বর্গ মাইল। নব জিমৃলা দ্বীপ ব্যতীত ফ্রোজন ও প্রশান্ত সাগরস্থিত দ্বীপাবলীর সহিত রুসরাজ্যভুক্ত সাই-বিরিয়া প্রদেশের পরিমাণ প্রায় ৪,৮৬৬,৯৪৩ বর্গ মাইল। যদিও নব জিমৃলা দ্বীপের দক্ষিণাংশ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি উহার পরিমাণ ৮৩,০৭১ বর্গ মাইল। এইরূপে সমগ্র রুসিয়া রাজ্যের পরিমাণ-ফল প্রায় ৭,০২৮,৫৬১ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ১,৩৬৫,৮১১ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান উত্তরাংশে এবং ৫,৬৬৩,৭৪৬ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান দক্ষিণাংশে অবস্থিত।

ইউরোপীয় রুসিয়াতে যে সকল প্রদেশ সম্বৃক্ত হইয়াছে, তাহারা এই ;— নিজ রুসিয়া, (কখন কখন মস্কভি নামেও অভিহিত) ; ডন্ কসাকদের রাজ্য ; কৃষ্ণ সাগরের তটস্থ ভূমিখণ্ড ; তাতারদের সম্বন্ধযুক্ত কাজান ও অষ্ট্রাকান প্রদেশ ; বায়ারমিয়া ; লাপ্‌লণ্ড, ইঙ্গ্রিয়া, কেরিলিয়া, ফিন্‌লণ্ড, অষ্ট্রো-বোথিনিয়া, এস্থোনিয়া, লিভোনিয়া, আবো এবং আলাউদ দ্বীপপুঞ্জ ও ডেগো, ঈসেল প্রভৃতি দ্বীপ এই সকল পূর্ব্বে সুইডেনের অধিকারভুক্ত ছিল, এক্ষণে রুসিয়ার। এক সময়ে পোলণ্ড রাজ্য নিম্নলিখিত স্বাধীন গবর্ণমেণ্টগুলিতে বিভক্ত ছিল, যথা—ভিটেস্ক, মোঘিলেভ, মিন্স্ক, বলিনিয়া, গর্ডনো, ভিল্‌না, পোডোলিয়া, বিয়ালিষ্টক্ এবং ওয়ারসা, এহেন পোলণ্ডের অধিকাংশ স্থান এক্ষণে রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত। ক্রিমিয়া, ক্ষুদ্র তাতার, বিশ্বারাবিয়া, এবং তুরস্কদের নিকট জয়লব্ধ মল্ডাভিয়ার কিয়দংশ এবং তুরস্ক, পারস্যরাজের নিকট হইতে জয়লব্ধ জর্জিয়া ও ককেসস্ পর্ব্বতমালার অন্তর্গত ককেসীয় প্রদেশ এক্ষণে রুসাধিপতির অধিকৃত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লোকসংখ্যা!

১৭৭০ খৃঃ বিশ্বারাবিয়া রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, লোকসংখ্যা ...	৫০০,০০০
১৭৭১ খৃঃ ক্রিমিয়ারাজ্য (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রুসরাজ্যভুক্ত হয়) লোকসংখ্যা	৪৬০,০০০
১৭৮৫ খৃঃ জর্জ্জিয়া (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রুসরাজ্যভুক্ত হয়) লোকসংখ্যা	৪০০,০০০
১৭৮৫ খৃঃ ক্ষুদ্র পোলণ্ড এবং উক্রেইন, লোকসংখ্যা ...	৬,৫০০,০০০
১৭৯৪ খৃঃ লিথুয়ানিয়া ও পোডলিয়া প্রভৃতি স্থানের সহিত পশ্চিম-রুসিয়া, লোকসংখ্যা	৮,৫০০,০০০
১৭৯৫ খৃঃ কৌরলণ্ড, লোকসংখ্যা	৪০০,০০০
১৮০৩ খৃঃ লেস্‌ঘিস্‌ ও ককেসীয়প্রদেশ, লোকসংখ্যা ...	৩০০,০০০
১৮০৯ খৃঃ ফিন্‌লণ্ড্‌, লোকসংখ্যা	১,৪০০,০০০
১৮১৩ খৃঃ শিবন্বন্‌, লোকসংখ্যা	১৪০,০০০
১৮১৫ খৃঃ (১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত) পোলণ্ড্‌ রাজ্য, লোকসংখ্যা	৪,০০০,০০
১৮২৭ খৃঃ এরিভান্‌ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান, লোকসংখ্যা ...	১৫০,০০০
১৮২৯ খৃঃ তুরস্কীয় আর্‌মেনিয়া, লোকসংখ্যা	৫০০,০০০
সমষ্টি	২৩,২৫০,০০০

সমগ্র রুসিয়ার লোকসংখ্যা সঠিক্‌ জানা যায় নাই। কেহ বলেন, ৫,০০,০০,০০০ পাঁচ কোটি, কেহ বলেন, ৬,১০০,০,০০০ ছয় কোটি দশ লক্ষ। শেষের সংখ্যা ম. হুওতের মন্টিবরন্‌ নামক পুস্তকের নূতন সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়। পিটার পার্লির মতে ৬,৩০,০০,০০০ ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষেরও বেশী*। কাহার মতে আবার ৫৫,৩৪০,০০০ পাঁচ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার। এই শেষের হিসাব মত রুসরাজ্যান্তর্ভুক্ত লোকদিগকে

* এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায় দেখ।

ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইলে, নিম্নলিখিতরূপ বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

রুসীয় গ্রীক্ চার্চ্চ	লোকসংখ্যা ...	৪৫,০০০,০০০
৭২ সম্প্রদায়ভুক্ত রাস্কলুইক্স্ ...	,, ...	৩৫০,০০০
ইউনাইটেড্ গ্রীক ও ইউনাইটেড্ আর্ম্মেনীয় সমেত		
রোমান্ কাথলিক ...	,, ...	৩,৫০০,০০০
স্বতন্ত্র আর্ম্মেনিয়ান্ ...	,, ...	২৫০,০০০
অস্বর্গ কন্ফেসন্ সম্প্রদায় (প্রোটেষ্টাণ্ট)	,, ...	২,০০০,০০০
রিফর্ম্মড্ চার্চ্চ সম্প্রদায়	,, ...	৫৪,০১০
মোরিভিয়ান্	,, ...	১০,০০০
মেনোনাইট্	,, ...	৬,০০০
মুসলমান	,, ...	২,৫০০,০০০
য়িহুদী	,, ...	৬২০,০০০
বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী (লামা-উপাসকসম্প্রদায়)	,, ...	৩০০,০০০
ভারতবর্ষীয় (ফেটিচিজ্ম (?) উপাসকসম্প্রদায়)	,, ...	৬০০,০০০
পুত্তলপূজক	,, ...	১৭০,০০০
	সমষ্টি	৫৫,৩৪০,০০০

জেনেরাল আলেক্জান্দার ডি কিরীফ বলেন, এক্ষণে জারের প্রজাসংখ্যা ১০,০০,০০,০০০ দশ কোটি। প্রয়োজন হইলে সকলেই যুদ্ধ করিতে পারে।

রুসিয়া এদিকে যে সকল পররাজ্য অধিকার করিয়াছে, সেই সেই স্থলে দাস-ব্যবসায় ছিল না, বা যাহা ছিল, তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। রুসিয়ার অধিকৃত অন্যান্য স্থানের যে সকল অংশে দাসব্যবসায় আজিও প্রচলিত আছে, তত্তাবৎ স্থানের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সংখ্যা ৭,৫০,০০০ এবং কৃতদাস-গণের সংখ্যা ৩৬,০০০,০০০। সম্ভ্রান্ত-প্রজাগণের) রাজকর নাই। তাঁহারা যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হন না বা তজ্জন্য রাজদণ্ড পান না।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য যে দরবার হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রজাগণ অস্ত্রধারণ করিবার আদেশ পাইয়াছিল। ৬,৪৩,

১৩৫ ব্যবসায়ী, ৬৩,৮৯,২৭৯ রাজভূতিভুক্ত কৃষক, ১০,১১৩,১৭৭ সাধারণ কৃষক, ১,০৭৭,৬৩৬ রাজপরিবারগণের মসহারা সংগ্রহকারী কৃষক, ১,১০,৪৫৩ স্বাধীন ব্যক্তি। সে সময়ে সর্ব্বশুদ্ধ ১,৮৩,৩১,৬৮০ জন লোক যুদ্ধার্থে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।

রুসিয়াতে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটি লোক-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণী—জমিদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্তগণ; দ্বিতীয় শ্রেণী—ব্যবসায়ী, নাগরিক, বেসরকারী কর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মযাজক; তৃতীয় শ্রেণী—কৃতদাস, সৈনিক, নাবিক ও স্বাধীন শিল্পকর।

সপ্তম অধ্যায়।

রুসীয় গবর্ণমেণ্ট।

রুসিয়া রাজ্য স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত। জারের হস্তেই রাজ্যের সমস্ত আইন কানুন; তাঁহার অধীনে রাজকার্য্যনির্ব্বাহক সভা আছে। সেই সভা কার্য্যবিশেষে নানা ভাগে বিভক্ত। কিন্তু কোন সভারই ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। জারের আজ্ঞানুসারে সকলকেই কার্য্য করিতে হয়। এই সকল সভার প্রথমটির নাম রাজ্যের রাজকীয় মন্ত্রিসভা (Imperial Couicil of State)। উহা চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া কেবল একজন (General President) সাধারণ সভাপতির অধীনে কার্য্য করে। দ্বিতীয়টি প্রিন্সপাল ষ্টাফ্ বা এটাট্ মেজর (Principal Staff or Etat Major); এই সভায় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ও সেনাবিভাগীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৃতীয়টি কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যবস্থাপক সভা (Executive Senate) ; ইহা আট ভাগে বিভক্ত। এই আট ভাগে তিনটি কার্য্য হইয়া থাকে—রাজাজ্ঞা পালন হইল কি না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা এবং রাজ্যসম্বন্ধীয় তদারক। চতুর্থটি ধর্ম্মসভা (Holy or Governing Synod), ইহাতে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা হয়।

রুসিয়ার কার্য্যনির্ব্বাহক সভাগুলি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগ সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় বিভাগ নিম্নলিখিত হিসাবে—

১ম, বৈদেশিক কার্য্যনির্ব্বাহক মন্ত্রিসভা (Ministry for Foreign Affairs)। ২য়, সামুদ্রিক মন্ত্রিসভা (Ministry of the Marine)। ৩য়, অভ্যন্তরীণ-কার্য্য-নির্ব্বাহক মন্ত্রিসভা (Ministry for International Affairs) বা হোম ডিপার্টমেণ্ট (Home Department),ইহার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহক ফৌজদারী আদালত (Executive Police) সংযুক্ত আছে। ৪র্থ, সাধারণ শিক্ষাসভা (Ministry of Public Instruction); এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ বিদ্যালয়, শিক্ষাসমিতি এবং ধর্ম্মের বিষয় আলোচিত হয়। ৫ম, রাজস্ব, ব্যবসা ও শিল্পকার্য্যসভা (Ministry of Finsnce, Trade, and Manufactures)। ৬ষ্ঠ, বিচারসভা (Ministry of Justice)। এই সকল বিভাগের যে কোন কর্ম্মচারী জার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন, তাঁহাকেই স্ব স্ব কার্য্যের দায়িত্ব বুঝাইয়া দেন।

বড় দুঃখের বিষয় যে, রুসিয়ার ন্যায় সর্ব্ববৃহৎ রাজ্যের রাজশাসন বড় স্বেচ্ছাচারপূর্ণ। এক ব্যক্তির হস্তে সর্ব্বপ্রকার ভার থাকিলে বাস্তবিকই বড় গোলযোগ ঘটে। একজন মানুষ হাজার বিজ্ঞ হইলেও সর্ব্ববিধ কার্য্য সু-শৃঙ্খল ও ন্যায়রূপে করিতে পারে না। রুসিয়ার দশাও তাই। কেবল জার (সম্রাট্) যাহা করিবেন, তাহাই ঠিক্, কাজে কাজে রাজ্যশাসনের প্রতি সূক্ষ্মরূপে দৃষ্টি পড়ে না। সম্রাট্ মন্দকে ভাল বলিলেন, কাজেই তা ভাল হইল; আবার ভালকে মন্দ বলিলেন, কাজেই মন্দ হইল। এইরূপ স্বেচ্ছায় কার্য্য করিলে আলোক আঁধার দুইই দেখা যায়। আর এক কথা, সংবাদপত্র রাজা প্রজা ও দেশের উন্নতির মূল। উহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত হইয়া বেশীর ভাগে সকলের মঙ্গল সম্পাদনই হইয়া থাকে, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, রুসিয়াতে যে সকল সংবাদপত্র আছে, সেগুলির কোন ক্ষমতাই নাই, সাক্ষীগোপাল—কলের পুতুল। রুসরাজের ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে চালিত হইতে হয়। রাজ্যে রাজকর্ত্তৃক একটা অন্যায় বা ভ্রমাত্মক কার্য্য হইল, সে কথা কাহারও সাধ্য নাই যে মুখ ফুটিয়া বলে। সংবাদ পত্রসম্পাদকদিগকে মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিতে হয়। এই সকল অন্তরায় থাকাতে রুসগবর্ণমেণ্টের প্রজাপালন, রাজ্যশাসন সকলই যেন বিভ্রাটের ছায়া।

যে সকল বিচারার্থী—কি রাজধানীর কি গ্রামের · সকলকেই স্বয়ং সম্রাটের নিকট·আবেদন করিতে হয়। স্বয়ং সম্রাট্ সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা অথচ একাকী সকল কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। এইজন্য অনেক ব্যক্তিকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। যাহারা দূর হইতে আসে, তাহাদের আরও কষ্ট। কার্য্য-সূত্রবশতঃ প্রত্যেক বিভাগে প্রজাগণকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। ঐ সকল বিভাগে ঘুস্ লওয়ার বড় বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ঘুস্ না দিলে কোন ব্যক্তি শীঘ্র সম্রাটের নিকট যাইতে পারে না, কাজেই দায়ে পড়িয়া রাজকর্ম্মচারী-দিগকে ঘুস্ দিতে হয়। রুসিয়ার গবর্ণমেণ্ট্ আফিসগুলিতে প্রজার সর্ব্বনাশ মূলক ঘুস্ লইবার যেরূপ অত্যাচার, পৃথিবীর অন্যান্য কোন স্থানেই তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। রুসীয় গবর্ণমেণ্ট আফিস্গুলিতে এরূপ উৎকোচ প্রচলনের প্রধান কারণ, রাজকর্ম্মচারীরা অল্প হারে বেতন পান, সুতরাং রাজার অবিচারে ও অত্যাচারে প্রজার সর্ব্বনাশ হয়। এমন কি, রুসীয় ধর্ম্মাধিকরণেও (আদালতে) এই উৎকোচরূপ অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যে সকল বিচারপতি রাজাজ্ঞায় বিচারকার্য্যের ভার পাইয়াছেন, তাঁহারাও ঘুস্ খাইয়া দোষীকে নির্দ্দোষী ও নির্দ্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া গুরুতর দণ্ড প্রদান করেন। ঘুসের অত্যাচারে অনেক সময় অনেক নিরীহ ব্যক্তিকেও প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হয়। লাএল সাহেব তদীয় "রুসচরিত্র" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "রুসিয়ার রাজকীয় ক্যাবিনেট কাউন্সেল হইতে সামান্য থানা পর্য্যন্ত সকল স্থানেই ঘুস্ ও অত্যাচারের বাড়াবাড়ি। এই সকল রাজকীয় কার্য্যালয়ে প্রত্যহ যে সকল উৎকোচ গ্রহণ ও অত্যাচার ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রতিদিন নোট-বুকে লিখিয়া রাখিলে এক বৎসরে একখানা বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে।" বিসপ্ জেম্স্ সাহেবও এই কথা বলেন। তাঁহার মতে "রুসিয়ায় সম্রাট স্বেচ্ছাচারপরতন্ত্র রাজা হওয়াতে প্রত্যেক রাজ কার্য্যালয়ে উৎকোচ গ্রহণ ও অত্যাচারে এত বেশী যে, শুনিলে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। রুসিয়ায় এই সকল কুপ্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।" এক্ষণে আবার এই সকল কুরীতি কুনীতি এতদূর বদ্ধমূল হইতেছে যে, রুসিয়ায় যতকাল স্বেচ্ছাচারী রাজা থাকিবেন, ততকাল ইহার মূলোৎপাটন হইবে না।

রুসীয় সম্রাটের রাজনীতি ও শাসননীতির দোষে অনেক সময়ে প্রজাগণকে যার-পর-নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। রাজা সকল সময়ে সকল কার্য্য স্বয়ং দেখিতে পান না, সুতরাং রাজকর্ম্মচারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া এক একটা ভয়ানক অন্যায় কার্য্য করিয়া বসেন। সময়ে সময়ে এইরূপ অন্যায় কার্য্যের ফলভোগও তাঁহাকে করিতে হয়। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে; —প্রথম আলেকজান্দার এক সময়ে সাইবিরিয়ার গবর্ণর জেনেরেল স্পিরাংস্কী (General Speranskii)র কথায় ৫০০ সাইবিরীয় প্রজাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা ভাবিয়াছিল, সম্রাট সুবিচার করিবেন, কিন্তু এক্ষণে অন্যায়রূপে কারারুদ্ধ হওয়াতে সকলেই সম্রাটের উপর বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। অন্যান্য প্রজারাও রাজার এই গর্হিত কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইয়া, ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যদ্যপি সম্রাট আজফ সমুদ্রস্থ টেগানরগ্ নামক দ্বীপে স্বাভাবিক মৃত্যুমুখে পতিত না হইতেন, তা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ষড়যন্ত্রীদের হস্তে নিহত হইতে হইত।

রুসিয়ার সম্রাটদের এইরূপ ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারিতা দোষেই নিহিলিষ্টদিগের দল সৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদের কথা বলা হইয়াছে। এই দলে স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকার লোকই আছে।

অষ্টম অধ্যায়।

সূক্ষ্মশিল্প।

যে দেশের লোকদের সর্ব্বদাই রাজার মুখ চাহিয়া চলিতে হয়, অনেক সময়েই তাহাদের আত্মোন্নতির ব্যাঘাত ঘটে। আত্মোন্নতির ব্যাঘাত ঘটিলে স্বদেশের উন্নতিরও অনেক ক্ষতি হয়। রুসিয়ার সাধারণ লোকের ও দেশের এইরূপ ব্যাঘাত ও ক্ষতি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং রাজা স্বেচ্ছাচারী হওয়াতে সাধারণ প্রজাবর্গের মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া যায়। সম্রাট যাহা নিজে পসন্দ করেন, সেইরূপ দ্রব্যেরই প্রয়োজন, অনুসন্ধান ও

প্তানী হয়। তা' ছাড়া প্রায় অন্য নূতন বা প্রয়োজনীয় সামগ্রী রুসিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য রুসিয়ায় এখনও, অনেক প্রয়োজনীয় শিল্প সামগ্রীর অভাব রহিয়াছে। রাজার অনুৎসাহে বৈদেশিক বাণিজ্য রুসিয়া দেশে তত পসার বৃদ্ধি করিতে পারে নাই। রুস সম্রাটের রাজ-সভায় মন্ত্রী প্রভৃতি যে সকল অমাত্যবর্গ থাকেন, সূক্ষ্মশিল্প বিষয়ে তাঁহাদেরও তত জ্ঞান নাই। যত টুকু আছে, তা'ও আবার রাজার ইচ্ছার সহিত না মিশিলে কোন কার্য্যেরই হয় না। পূর্ব্বে পিটার দি গ্রেট ছদ্মবেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া স্থূলশিল্প ও সূক্ষ্মশিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ মনোযোগ দিয়াছিলেন এবং কার্য্যেও যেরূপ কতকটা পরিণত করিয়াছিলেন, সেই প্রথা যদি আজিও পরবর্ত্তী সম্রাটদিগের দ্বারা চলিয়া আসিত, তাহা হইলে রুসিয়া আজ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নতিশীল রাজ্যের শিল্পকার্য্যের সহিত টক্কর দিতে পারিত। রুসিয়াবাসী ধনিগণ ভূমি সম্পত্তি লইয়াই ব্যস্ত। তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আজ কাল শিল্প-সামগ্রীর উন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগ দিতেছেন। মধ্যবিত্ত লোকেরা এখনও অনেক দূরে পড়িয়া আছে। দরিদ্রদের তো কথাই নাই। তাহারা চালিত না হইলে চলিতে পারে না, কারণ তাহাদের নিতান্ত অর্থাভাব। ফল কথা, যত দিন স্বয়ং সম্রাট না এ বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন, তত দিন শিল্পের উন্নতি কোন মতেই হইতে পারিবে না।

নবম অধ্যায়।

সৈন্য ও রণতরী।

রুস-সম্রাটের ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোন রাজার সৈন্য-সংখ্যা প্রচুর নহে। এই অপর্য্যাপ্ত সৈন্যবলেই রুসরাজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিকারী। রুসের সৈন্য দেখিয়া ইউরোপের অন্যান্য রাজারা রুসরাজের সহিত লড়াই ঝগড়া করিতে বড় সাহসী হন না। এই সৈন্য-সংখ্যার পরাক্রমেই রুসিয়ার ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের পথ প্রায় বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই

রুসের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানির ভাগই বেশী। কাহারও কাহারও মতে রুস-সম্রাটের সৈন্যসংখ্যা দশ লক্ষ, কাহারও মতে বা আট লক্ষ। ইহার মধ্যে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সর্ব্বদা রুসিয়ার সীমা রক্ষার জন্য নিযুক্ত আছে। বাকী সাড়ে আট লক্ষ সৈন্য তবে কি করে?—কারণ আছে। রুসরাজ অপরাপর রাজাদের যে সকল রাজ্য যুদ্ধক্ষেত্রে জয় করিয়া নিজের করিয়া লইয়াছেন, সেই সকল রাজ্য শত্রুভীতি হইতে নির্ব্বিবাদে রাখিবার জন্য এ হেন প্রকাণ্ড সৈন্যমণ্ডলীর প্রয়োজন। রুসরাজ যে সকল রাজ্য স্ববশে আনিয়াছেন, তত্রস্থ লোকদিগকে মনে তেমন বিশ্বাস করেন না—বিশ্বাস করেন, এই দশ লক্ষ সেনার অস্ত্রমুখে।

রুসীয় গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। সেনা-বিভাগে প্রতি মাসে যেরূপ অর্থ ব্যয় হয়, তাহা তুলনায় অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক সৈনিকের বেতন ও রসদ অন্যান্য দেশের প্রত্যেক সৈনিকের অপেক্ষা পরতায় কম হইলেও রুসিয়ার পক্ষে বেশী। রুসীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ক্রীত-দাসেরা রাজার তরফে কৃষিকার্য্য করে। কিন্তু রাজার আদেশে তাহারা সকলে যুদ্ধ-বিদ্যাতেও শিক্ষিত। তাহারা সচরাচর যেরূপ 'ভাতা' ও মাহি-য়ানা পায়, তাহা রুসিয়ার অন্য কোন স্বাধীন কৃষকের পক্ষে হইলে বড় কষ্ট-কর হইয়া উঠে। কিন্তু ঐ সকল রাজভৃত্য অভ্যাস বশতঃ ঐরূপ সামান্য অবস্থাতে থাকিয়াও বেস্ বলিষ্ঠ ও হৃষ্ট পুষ্ট হয়। অল্প পাইয়া, অল্প খাইয়া এরূপ পররাজ্য আক্রমণকারী সৈন্য কোন দেশে দেখা যায় না। তবে তা'দের একটি আশা থাকে, যখন তাহারা অন্য কোন রাজার রাজ্য জয় করিতে পারে, তত্রস্থ লুণ্ঠিত দ্রব্য হইতে সকলেই কিছু কিছু পুরস্কার পায়। যাহা হউক, প্রথম নিকোলাস্ (প্রথম আলেক্জান্দার) ভূপতির সময় হইতে রুস সৈন্যদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ডদেশে খন বিভাগ এবং পারস্য ও তুরস্কের রাজভাণ্ডার হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে যে টাকা রুস্ রাজভাণ্ডারে জমা হইয়াছিল, এক্ষণে সেই টাকাতেই রুস সৈন্যগণের গ্রাসাচ্ছাদনের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সেই টাকা দেশের রাজপথ, সেতু, জলাশয়, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতিতে ব্যয়িত হইতেছে।

পিটার দি গ্রেটের পূর্ব্বে রুসিয়ায় উচ্চদরের নৌ-বিদ্যা প্রচলন ছিল না। তিনি হলণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে গিয়া স্বয়ং উক্ত হিতকরী বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই রুসিয়াতে রণতরীর সৃষ্টি হয়। এক্ষণে রুসিয়া রণতরীর বলে বলীয়ান্ হইয়া জলযুদ্ধেও ইতস্ততঃ অগ্রসর হইতেছে। এক্ষণে রুসিয়া তরফে বল্টিক সাগর ও কৃষ্ণসাগরে ম্যান্ অব ওয়ার, ফ্রিগেট, করভেটী, ব্রিগ, স্কুনার, কটার, ইয়াচ, ষ্টিমার এবং অন্যান্য জলযানের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

দশম অধ্যায়।

পুলিষ, পোষ্টাপিস ইত্যাদি।

আমাদের দেশেও পুলিষের যেরূপ অত্যাচার, রুসিয়াতেও সেইরূপ। বিশেষতঃ রুসিয়া পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের নিকটে বৈদেশিকদিগকে সময়ে সময়ে বড় কষ্ট পাইতে হয়। রুসীয় পুলিষগুলি কেবল চোর ধরিবার জন্য নয়, সেখানে রাজনীতিরও চর্চ্চা হইয়া থাকে। পুলিষের লোকসংখ্যাও অনেক। প্রত্যেক বড় বড় সহর, বিভাগ এবং উপবিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক স্থলেই এক একটি করিয়া পুলিষ-আপিস আছে। সেই সকল পুলিষ সর্ব্বদা নগরবাসীদিগের কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখে; বিশেষতঃ বৈদেশিক লোকদিগের উপর উহাদের দৃষ্টি অচল। ডাক্তার লায়াল দেখিয়াছিলেন, মস্কাউনগরে এক জন হেড পুলিষ-মাষ্টার, একজন পলিটিক্যাল অফিসার, তিন জন উচ্চ শ্রেণীর পুলিষ-মাষ্টার, ২০ জন ইনেস্পেক্টার এবং প্রত্যেক ইনেস্পেক্টারের সহিত দুই জন সার্জ্জন, ৮৮ জন সব-ইনেস্পেক্টার এবং তাহাদিগের সহিত প্রয়োজনীয় লোক জন, ১০৮০ জন গোয়েন্দা এবং ২০০ শতের অতিরিক্ত কনেষ্টবল্ ছিল। ঐ সকল পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কসাক এবং জেন্দারমিস্ লোকের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। সে সময়ে মস্কাউনগরে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক ছিল। তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাসনের

জন্য মস্কাউনগরের পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা অতিরিক্ত। তথাকার পুলিষের লোকেরা প্রজা-রক্ষণের ভার-রক্ষার ভান করিয়া জবরদস্তীতে অর্থ ভক্ষণ করিত। প্রজারা প্রাণের দায়ে ঐ সকল ধুরন্ধরকে ঘুস দিয়া ঘুসির ঘা এড়াইত। মস্কাউ পুলিষের বড় বড় কর্ম্মচারীরা বৎসরে কেবল ১৫০ টাকা বেতন পাইত। সেই বেতনে আবার ঘোড়ার খোরাক এবং পোষাকের খরচ যোগাইতে হইত। কাজেই ঘুসের বাড়াবাড়ি হইত। লায়াল সাহেব যাহা দেখিয়া গিয়াছেন, রুসিয়ায় আজিও তাহা বর্ত্তমান।

রুসিয়া যেন ঘুসের দেশ! আপিসে আপিসে ঘুস, কথায় কথায় ঘুস! সেখানকার পোষ্ট আপিসেও চিঠি পত্রের সঙ্গে ঘুসের চলন! আমাদের এখানে রেলওয়ে, জেটিতে, আদালতে, পুলিষে এবং অন্যান্য কার্য্যে অনেককে ঘুস দিয়া স্বকার্য্য-সাধন করিতে হয় বটে, কিন্তু রুসিয়ায় কিছু বাড়াবাড়ি। ঘুস দাও, তোমার পত্রখানি শীঘ্র গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইবে, নহিলে হয়ত পত্রের কোন খবরই পাওয়া যাইবে না। রুসিয়ার কষ্টম-হাউসে মাল আমদানী ও রপ্তানীর ঘুস বড় চড়া।

একাদশ অধ্যায়।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজকগণ।

রুসিয়ার সম্রাট খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। প্রোটেষ্টাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক, গ্রীক চর্চ্চ, প্রিস্‌বেটিরিয়ান্ প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায়ে খৃষ্ট ধর্ম্ম বিভক্ত। রুসিয়াধিপতি এবং তাঁহার রুসীয় প্রজাগণ গ্রীক-চর্চ্চ-মতাবলম্বী। গ্রীক চর্চ্চের মধ্যে সমাধিস্থ ব্যক্তিগণকে পূজা করিতে পারা যায় না, কিন্তু সেই সকল ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রতিমূর্ত্তিকে পূজা করা যাইতে পারে। গ্রীক চর্চ্চের মূল বিশ্বাস, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের সহিত বড় বিভিন্ন নহে; কিন্তু ক্রিয়া-কলাপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রুসীয় গির্জ্জায় ভজনার সময়ে কোনরূপ বাদ্যযন্ত্র বাদন করা নিষিদ্ধ। কেবল খৃষ্টীয় পুরোহিতেরা ভজনার সময় উচ্চ গম্ভীর স্বরে বাইবেল সূত্র

পাঠ করেন। কোন পর্ব্বাহে, কি কোন বিশেষ ধর্ম্মকার্য্যের সময়ে রুসিয়ার খৃষ্টানগণ খুব জাঁকজমকের সহিত ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া ভজনা করে। রোমান ক্যাথলিকেরা সে জাঁকজমকের সহিত টক্কর দিতে পারে না। যদিও অন্যান্য গ্রীকচর্চ্চ মতাবলম্বীরা কনস্তান্তিনোপলের পেত্রিয়াককে তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম-সমাজপতি বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু রুসীয়েরা তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে রুসের রাজাই তাহাদের ধর্ম্মসমাজপতি। খৃষ্টীয় পুরোহিতেরা দুই ভাগে বিভক্ত—গার্হস্থ্য (Secullar) এবং কৌমারব্রতী (Monastic)। রোমীয় চর্চ্চেও এই দুইটি বিভাগ আছে। গৃহস্থ পুরোহিতেরা সংসার-ধর্ম্মও করে এবং ধর্ম্মযাজনও করে। কৌমারব্রতীরা যাবজ্জীবন অবিবাহিতাবস্থায় থাকিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় কালক্ষেপ করে। কৌমারব্রতাবলম্বী খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীরা উচ্চ দরের জ্ঞান ও সদাচরণবিশিষ্ট না হইলে এই উচ্চ পদ হইতে বিচ্যুত হয়। চির-কুমার-ব্রতধারীদিগের মধ্য হইতে উচ্চ দরের ধর্ম্মযাজকদিগকে গ্রহণ করা যায়; এবং তাঁহাদিগকে ক্ষমতানুসারে মেট্রোপলিটান্, আর্ক-বিশপ, বিশপ, আর্কি মণ্ড্রাইট বা য়্যাবট, হিগোমিনস্ বা প্রায়ার এবং মঙ্ক প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মযাজকদিগের সংখ্যা বেশী। তাঁহাদিগের মধ্যে আঞ্চলিক পুরোহিত বা পোপেরা পরিগণিত। রুসিয়ার সাধারণ ধর্ম্মযাজকেরা প্রায় মূর্খ ও অলস এবং কতকটা কৃষিকার্য্যের জ্ঞান ব্যতীত অন্য বিষয়ে জ্ঞানশূন্য। উহারা প্রায় সমাজের সহিত মিশ্রিত হয় না। ক্রীতদাসগণের উপরেই আধিপত্য করে। রুসিয়ার পৌরহিত্য পদ বংশানুক্রমিক হইয়া থাকে। গৃহস্থ ধর্ম্ম-যাজকের বিবাহ করে, কিন্তু যদি কাহারও পত্নীবিয়োগ হয়, তবে তাহাকে জীবনের অবশিষ্ট কাল একাকী অতিবাহিত করিতে হয়। রুসিয়ার ধর্ম্মযাজকেরা রাজার নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হয়। তা ছাড়া তাহারা পরলোকগত সন্ন্যাসী-দের সমাধি-মৃত্তিকা বা ছবি লইয়া ধনী ব্যক্তিদিগের বাটী গিয়া প্রসাদ স্বরূপ অর্পণ করে, এবং তৎপরিবর্ত্তে কিছু কিছু অর্থ পায়। লোকের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু হইলে, তাহার আত্মীয়েরা মঙ্গল লাভের আশায় ঐ সকল ধর্ম্মযাজককে কিছু কিছু দর্শনি দিয়া থাকে। রুসিয়ার ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু না জানুক, কিন্তু আত্মগৌরবের জন্য বড় লালায়িত। ধর্ম্মযাজকেরা মুখে যেরূপ

ধর্ম্মের ভান করে, মনে তেমন নয়। উহাদের ন্যায় রুসিয়ার সাধারণ লোক-দিগেরও ধর্ম্মবিশ্বাস মৌখিক। এক জন ধর্ম্ম-যাজকের বক্ষঃস্থলে সিভিল অর্ডারের "জেণ্টিল্ সোসাইটি" (Genteel Society)র পদক দেখিলে রুসেরা তাহাকে যত দূর খাতির করে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তা'র সিকিও নহে।

আজ পর্য্যন্ত রুসিয়াতে রুসীয়-গ্রীকচর্চ্চের অনুমোদিত ধর্ম্মের কোনরূপ মতভেদ হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ, রাজশাসন। রাজার আইনে এরূপ লিখিত আছে যে, কোন দেশীয় রুস সাইবিরিয়াতেও নির্ব্বাসিত হইয়া যার পর নাই কষ্টভোগ করিলেও স্বেচ্ছায় এই ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিবে না। এক সময়ে এই ধর্ম্মের কতকগুলি লোক র‍্যাসকল্নিক্স্ অর্থাৎ ধর্ম্মান্তরগ্রাহী হইয়া ধর্ম্মদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু রাজ-প্রতাপে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ডাক্তার ম্যাক্মিচেল্ এই বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, তদানীন্তন রুস-সম্রাট্ ঐ সকল ধর্ম্মদ্রোহীদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া নিজের অনিষ্ট-চিন্তা করিয়াছিলেন। এই জন্য তাহাদিগকে যমালয় স্বরূপ সাইবিরিয়ার অভেদ্য অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ-গর্ভে চিরকালের ন্যায় আটক রাখিয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

চলিত মুদ্রা ও রাজস্ব।

রুসিয়া রাজ্যে সোণা রূপার খনি থাকিতেও টাকার চলনটা বড় ভাল নয়। স্বর্ণ-মুদ্রা তো দেখাই যায় না। রুবল নামে এক প্রকার রৌপ্য-মুদ্রার চলন আছে। ঐ রুবল যেমন পূরা আকারে চলে, সেইরূপ আবার আধ সিকি দশা ও বিশাভাগেও রাজ্যময় চলিত হয়। বাজার-ভাও বুঝিয়া কখন একটি রুবলের মূল্য আমাদের টাকার হিসাবে ২৶১০ পড়তায় বাড়িয়াছিল, কখন আবার ১।১০ পড়্তায় কমিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে একটি রুবলের মূল্য ১৸০ টাকা। রুবল মুদ্রা রৌপ্য ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট কারেন্সি নোটরূপেও ব্যবহৃত হয়। প্রথমে যখন রুবল-নোট-প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল, তখন

রাজার মৎলব ছিল যে, রূপার রুবলের মত নোটেরও মূল্য সমান থাকিবে, কিন্তু প্রজা সাধারণে রূপার বদলে কাগজ দেখিয়া নোট গ্রহণে বড় সম্মত হইল না। সুতরাং কম দরে চলিতে লাগিল। একখানা রুবল নোটের মূল্য একটা রৌপ্য রুবলের সিকি মূল্যে দাঁড়াইল। তা' ছাড়া এক্‌শ্চেঞ্জের দর বুঝিয়া রুবল নোটের মূল্য কম বেশী হয়। যাহা হউক, মোটের উপর একখানা রুবল নোটের মূল্য সচরাচর আমাদের ।৶১০ দরে বিক্রয় হয়। রুসিয়াতে একটি রূপার সিকি রুবলে একখানা রুবল-নোট পাওয়া যায়।

কোপেক্ নামে এক প্রকার তাম্র-মুদ্রারও প্রচলন আছে। ১০০ কোপেকে একখানা রুবল নোট পাওয়া যায়। রুসিয়ায় রুবল অপেক্ষা কোপেকের চলনই বেশী। রুসীয় টাঁকশালে এক সময়ে প্লাতিনা ধাতুর মুদ্রা তৈয়ার হইয়াছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই হঠাৎ ঐ ধাতুর মূল্য হ্রাস হওয়াতে মুদ্রারও দর কমিয়া গিয়াছিল। এইজন্য এক্ষণে প্লাতিনা-ধাতু-মুদ্রার আর প্রচলন নাই।

রুসিয়ায় যত সংখ্যক ব্যাঙ্ক নোট চলিতেছে, উহার মূল্য ১,০০,০০,০০,০০০ এক শত কোটি রুবল অর্থাৎ আমাদের পৌনে দুই শত কোটি টাকা। সেণ্ট্-পিটার্সবর্গের এসাইনেশিওনই ব্যাঙ্ক (Assignattionnoi Bank) হইতে রুবলনোটের আদান প্রদান হয়।

সাইবিরিয়া প্রদেশে ঔরাল পর্ব্বতের খনিতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। ঐ সকল স্বর্ণখনির কতকগুলি রুস গবর্ণমেণ্টের খাসে এবং অপরগুলি অন্যান্য সওদাগরের দখলে আছে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ঔরাল পর্ব্বতের সমস্ত খনি হইতে ১২১ মোণ ৴৪ সের স্বর্ণ উঠিয়াছিল; উহার মূল্য ৬০,০০,০০০ ষাট লক্ষ টাকা।

রুসিয়ার অন্তর্গত কলিভানোভস্‌ক্রেসেঙ্ক্‌স্ এবং ষ্টারশ্চিঙ্ক্‌স্ নামক দুইটি স্থানে যে সকল রৌপ্য-খনি আছে, তন্মধ্যে ১২টি খনি রুস গবর্ণমেণ্টের নিজের। ঐ ১২টি খনি হইতে ১২০০ শত পাউণ্ড্ বা ইংরেজি ৪৩,২০০ তেতাল্লিশ হাজার দুই শত পাউণ্ড বা বাঙ্গালা ৫২৩৴৫ পাঁচ শত তেইস্ মোণ পাঁচ সের রৌপ্য উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া ৩৮,০০০ আটত্রিশ হাজার পাউণ্ড্ সীস ধাতু পাওয়া যায়। ঔরাল পর্ব্বতে ছয়টি এবং অণ্টাই পর্ব্বতে একটি রাজকীয় তাম্রখনি আছে। ঐগুলি হইতে ৫২,০০০ হাজার পাউণ্ড্ তাম্র উঠিয়া

থাকে। তা ছাড়া ২৭টি বেসরকারি খনি হইতে ১৫১,০০০ পাউড্ তাম্র উৎপন্ন হয়। উহা হইতে শুল্ক স্বরূপ ২০,৮০০ পাউড্ গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী লৌহখনিগুলি হইতে বাৎসরিক ২,০০০,০০০ পাউড্ লৌহ উৎখাত হয়। বেসরকারী খনিগুলি হইতে রুসীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর ১,২০০,০০০ রুবল শুল্ক প্রাপ্ত হন। সকল প্রকার খনিতে ১৬০,০০০ এক লক্ষ ষাট হাজার মজুর খাটে। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে সমস্ত খনির কার্য্য অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও স্বতঃ পরতঃ বিলক্ষণ লাভ করিতেছেন। বেসরকারী খনিব্যবসায়ীগণকে পরিশ্রমের মূল্য দিয়া মজুর খাটাইতে হয়, কিন্তু রুসীয় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসিত লোকদিগের দ্বারা অধিকাংশ খনিকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। কয়েদীদের মোটামুটি ভাতেপোড়া গোছের যৎকিঞ্চিৎ আহার দিয়া নিজের লভ্যাংশটা বেস্ বুঝিয়া লন।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রুসরাজ্যের বাৎসরিক রাজস্ব ৪৫০,০০০,০০০ পঁয়তাল্লিশ কোটি রুবল বা ৭৮,৭৫,০০,০০০ আটাত্তর কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা আদায় হইত। এক্ষণে একশত কোটিরও বেশী হইয়াছে। ক্রীতদাসদের মাথাগুন্তি কর (Capitation tax)*, সরকারি কৃষকদের খাজনা (*Obrok*), সুরা ও লবণের একচেটিয়া ব্যবসা, কষ্টম হাউস্, খনি, টাঁকশাল, ষ্টাম্প, ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য শুল্ক হইতে এই রাজস্ব আদায় হয়। এই টাকা হইতে সরকারি কর্জ্জ করা টাকার সুদ ৪০,০০০,০০০ চার কোটি রুবল বা তদপেক্ষা বেশী রুবল প্রতি বৎসর খরচ হইয়া যায়। অবশিষ্ট টাকা রাজকার্য্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যয়িত হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্যবসায়, বাণিজ্য ও উৎপন্ন দ্রব্য।

রুসিয়ায় বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য, দুই প্রকার বাণিজ্যই দেখা যায়,

* ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রুসগবর্ণমেণ্ট ক্রীতদাসত্ব-প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে ২,০০,০০,০০০ দুই কোটি ক্রীতদাস মুক্তিলাভ করিয়াছে।

তবে অন্তর্বাণিজ্যাপেক্ষা বহির্বাণিজ্যই বেশী। রুসিয়া যে সকল দেশের সহিত বাণিজ্য করে, তন্মধ্যে গ্রেট বৃটনই প্রধান। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রুসিয়াতে সর্ব্বশুদ্ধ ৮,৭৩,৩৪,৪৮০ টাকার দ্রব্য আমদানি হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক গ্রেট্ বৃটন হইতেই ৩১৭,১৫,৮৩০ টাকার সামগ্রী; বাকি টাকার জিনিষ অন্যান্য দেশ হইতে। সেই বৎসরের রুসীয় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ৮,৬০,৬২,৬৭০ টাকা, তন্মধ্যে গ্রেট বৃটনে ৪০,১,৩০,৩৯০ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। গ্রেট বৃটন হইতে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কাপড়, তুলামিশ্রিত পশম, দড়ির জন্য মোটা সূতা, তুলার জিনিষ, কাফি, নীল, সীসধাতু, মসলা, চিনি, রেশম, তামাক, সুরা, পশমী জিনিষ এবং ঔষধের গাছগাছড়াই প্রধান। রুসিয়া হইতে ঐ দ্বীপে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ধাতুভস্ম, পশুলোম, বাহাদুরী কাষ্ঠ,পাট, শোণ, চর্ম্ম, লৌহ, তিসি, মাদুর, জাহাজের পালের কাপড়, পশম, ক্যাম্বিস্, সাবান্, মোমবাতি, ধাতুর তার, পটাশ, পশম-জমানো কাপড়, লবণজারিত মৎস্য ও মাংস, মৎস্যশিরিশ ও চর্ব্বিই প্রধান। বিশেষতঃ এক চর্ব্বির রপ্তানিতে রুসিয়ার অপরাপর রপ্তানি দ্রব্যের অর্দ্ধেক লাভ হয়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মাশুলে রুসীয় গবর্ণমেণ্ট ৩,৪৮,৬৪,২০০ টাকা পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে এক গ্রেট বৃটন হইতেই ১,১৬,-৯৯,৮৬০ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছিল। রুসিয়ার যে সকল বন্দর হইতে মাল আমদানি ও রপ্তানি হয়, তাহাদের মধ্যে বল্টিক সাগরে, সেণ্টপিটার্সবর্গ, রিভেল এবং রিগা; শ্বেত সমুদ্রে, আর্কেঞ্জেল এবং কৃষ্ণসাগরে ওডেসা বন্দর। সেই সকল বন্দরে বিদেশীয়েরা কেবল বহির্বাণিজ্য করিতে পায়, কিন্তু অন্তর্বাণিজ্য দেশীয়দিগের একচেটিয়া। গ্রেট্ বৃটনের সহিত রুসিয়ার বাণিজ্য-সম্বন্ধ বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইয়াছে। এরূপ হইবার কারণ এক্ষণে রুসিয়া, আমেরিকা এবং তুরস্কের সহিত প্রচুর পরিমাণে মাল আমদানি ও রপ্তানি করিয়া থাকে। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া এবং হলণ্ড প্রভৃতির সহিতও রুসিয়ার বাণিজ্য সম্বন্ধ বৃদ্ধি হইয়াছে। বহির্বাণিজ্য ব্যতীত রুসিয়ার অন্তর্বাণিজ্য বড় কম নহে। রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে দেশীয়েরা মাল আমদানি ও রপ্তানি করিয়া থাকে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অন্তর্বাণিজ্যের জন্য বল্টিক্ সাগরে ১১২৫ এবং কৃষ্ণসাগরে ৪৩১৬ খানি বাণিজ্যপোত ছিল। সেই বৎ-

সরে বৈদেশিক মাল খালাস করিবার জন্য রুসিয়া ৯৪২ খানি জাহাজ রাখিয়াছিল।

পূর্ব্বে রুসিয়ায় বৈদেশিকেরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে পাইত, কিন্তু এক্ষণে শুল্ক দিতে হয়। রুসিয়ায় দেশীয় সওদাগরেরা মূল ধনের তারতম্যে তিন ভাগে বিভক্ত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যে সকল সওদাগরের প্রত্যেকের পঞ্চাশ হাজার রুবল মূলধন ছিল, তাহাদের সংখ্যা ১৪৯৭। উহারাই প্রথম শ্রেণীর সওদাগর। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক সওদাগরের মূলধন ২০ হাজার রুবল। উহাদের সংখ্যা ৩৯৯৮। এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক সওদাগরের মূলধন ৮ হাজার রুবল। উহাদের সংখ্যা ৬৮,২১২। ঐ সকল সওদাগরের মধ্যে ৭৫২৫ জন য়িহুদী এবং ১০৫০ জন মুসলমান ছিল। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে সওদাগরের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৬১ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের মধ্যে রুসিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ১৮৭০—১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চুয়ান্ন হইতে একানব্বই কোটি টাকার জিনিষ আমদানি ও পঞ্চান্ন কোটি হইতে ছিয়ানব্বই কোটি টাকার জিনিস রপ্তানি হইয়াছিল। রুসিয়ায় রেলওয়ের বিস্তার হওয়াতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা খুব বাড়িয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৫,০০০ পনর হাজার মাইল রেলপথ খোলা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আরও বেশী হইয়াছে। বিশেষতঃ ভারতাক্রমণের অভিপ্রায়ে রুস্-রেলওয়ে আফগানিস্তানের সীমা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রুসীয় টেলিগ্রাফ্ লাইন ৬০,০০০ ষাট্ হাজার মাইল বিস্তৃত হইয়াছিল; এক্ষণে আরও অগ্রসর হইয়াছে।

এইবার রুসিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয় কিছু বলা যাউক। রুসিয়ায় অন্যান্য দেশের ন্যায় বহুপূর্ব্বে ব্যবহারিক শিল্পের (Manufacture)এর চলন হইয়াছিল, কিন্তু পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে জার প্রথম ইভান্ ও দ্বিতীয় ইভানের রাজত্বকালে রুসিয়া স্বাধীন হইয়াছিল বলিয়া উক্ত উভয় জার স্ব স্ব সময়ে রুসিয়ার উন্নতির জন্য জর্ম্মণি, নিদারলণ্ড ও ইতালী দেশ হইতে ভাল ভাল শিল্পকর আনাইয়াছিলেন। ঐ সকল শিল্পী রাজাজ্ঞায় মস্কাউ, ইয়ারোস্লা, স্মলেন্স্ এবং কীব নামক নগরগুলিতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া-

ছিল। তৎকালে ঐ সকল স্থানের কারখানায় পশমী কাপড়, লিনেন্ কাপড়, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তৈয়ার হইত। কিন্তু রমানফ্ পরিবারের সিংহাসনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হওয়ায় এবং সুইডেন ও পোলণ্ডের রুসিয়ার প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, রাজ্যশাসন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং সে সময়ে রুসিয়ার নবজাত ব্যবহারিক শিল্পেরও সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। এইরূপে কিছুকাল গেলে পর পিটার দি গ্রেটের সময় হইতে পুনর্ব্বার রুসীয় শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসমেত ৩১৫০টি কারখানা ছিল। সেই সকল স্থানে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কারিকর ও মজুর খাটিত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া ৫২৬৯টি হইয়াছিল। ঐ সকলের কারিকর ও মজুরের সংখ্যা ২৩১৬২৪। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ৬,৮৫৫টি কারখানা ছিল এবং উহাতে ৪,১২,৯৩১ মজুর খাটিত। ঐ সময়ে রুসিয়ায় পশমী জিনিষের ৬১৬, রেসমী জিনিষের ২২৭, তূলার জিনিষের ৪৬৭, লিনেন কাপড়ের ২৬৭, চর্ব্বি গলাইবার ৫৫৪, মোমবাতি তৈয়ার করিবার ৪৪৪, সাবান তৈয়ার করিবার ২৭০, ধাতুর তার তৈয়ার করিবার ৪৮৬ এবং চামড়া তৈয়ার করিবার ১৯১৮টি কারখানা ছিল। কারখানা সম্বন্ধে মস্কাউ নগর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। তার নীচে ব্লডিমির, নিজনী নবগরদ, সরাটোব্ এবং সেণ্ট পিটার্সবর্গের খ্যাতি ছিল। এক্ষণে এই সকল কল কারখানার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, সুতরাং মজুরের সংখ্যাও তদুপযুক্ত বাড়িয়াছে। রুসিয়ার কারখানাগুলিতে কয়েক প্রকার লৌহকার্য্য, পালের কাপড়, থলে, চর্ম্ম, শোণ ও পাটের পর্দ্দা ব্যতীত প্রায় অন্যান্য সামগ্রী তেমন উৎকৃষ্ট নয়। খোলাভাঁটির মদের দৌলতে ২৭ কোটি রুবল উপার্জ্জিত হয়। তন্মধ্য হইতে রুসীয় গবর্ণমেণ্ট শুল্কস্বরূপ ৯ কোটি রুবল পাইয়া থাকেন। রুসিয়ায় মদ ও মদের ব্যবসাতে খুব ঘুষ ও ঘুষি চলে।

মস্কাউ প্রদেশে রেশম ও তূলার কতকগুলি কারখানা আছে। সেখানে কতকটা কার্য্যসিদ্ধিও হইয়া থাকে। ইংলণ্ড এবং ফরাশি প্রভৃতি দেশ হইতে ভাল ভাল শিল্পকরেরা সেখানে আসিয়া সূক্ষ্ম-শিল্পের বিশেষ উন্নতি করিয়াছে।

পিটার্সবর্গ নগরের সহর তলীতে কতকগুলি বড় বড় রাজকীয় কল-কার-

খানা আছে। সেই সকল কারখানায় গবর্ণমেণ্ট তরফের মজুরেরা কাজ করে। ঐ সকল কারখানায় কাচ ও চীনা বাসনের কার্য্য বেশীর ভাগে হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে একটি কারখানায় দুইটি বৃহৎ দর্পণ প্রস্তুত হইয়াছিল। একখানি দর্পণ টৌরিডার রাজপ্রাসাদে এবং অপরখানি অপ্‌স্লি হাউসে ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন কর্ত্তৃক উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ দুই-খানি বৃহৎ দর্পণের মধ্যে একখানির দৈর্ঘ্য ১৯৪ ইঞ্চ এবং প্রস্থ ১০০ ইঞ্চ। তত বড় আয়না পৃথিবীর আর কোথাও নাই। আলেকজান্দ্রাস্কি জাবদ নামক স্থানের কারখানাটি খুব বড়। ঐ কারখানায় যেমন জিনিষপত্র প্রস্তুত হয়, তেমনি ঐ সকল জিনিষপত্র প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদিও ঢালাই হয়। অধি-কন্তু সেখানে খেলিবার তাসও তৈয়ার হয়। ঐ তাস বিক্রয় করিয়া বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা লাভ হয়। সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে ৩৪ ভাষ্ট´* (রুসীয় পথমান বিশেষ) দূরে কোল্‌পিংসই গ্রামে জাহাজ তৈয়ার করিবার একটি বৃহৎ কার-খানা আছে। উহাতে ইংলণ্ডের ন্যায় পোত-নির্ম্মাণের ভাল ভাল জিনিষ তৈয়ার হয়।

রুসিয়ায় লৌহের কারখানার সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। উহার কতক-গুলি সরকারী ও কতকগুলি বেসরকারী। ঐ সকল কারখানায় যুদ্ধাস্ত্র ও ছুরি, কাঁচি, কাঁটা প্রভৃতি সকল প্রকার লোহার জিনিষ প্রস্তুত হয়। সাই-বিরিয়ার সীমান্তে একাটারিনবর্গ নগরের নিকট ইয়াকড্‌লেফ্ পরিবারের লৌহ-কারখানাটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। উহাতে প্রত্যহ ছয় হাজারের অতিরিক্ত মজুর কাজ করে।

রুসিয়ার আরমেনীয়, বুকারীয় এবং য়িহুদীরা প্রধানতঃ তদ্দেশজাত বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া চীন, পারস্য, এসিয়ামাইনর প্রভৃতি দেশে বিক্রয় করে।

পূর্ব্বে ভল্‌গা নদীর উত্তর তটস্থ মকারিফ নগরে যথাসময়ে একটি বৃহৎ মেলা হইত। ঐ মেলাতে চারি দিকের লোক আসিয়া স্ব স্ব দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিত। কিন্তু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে, ঘটনাক্রমে হউক, বা কাহার ইচ্ছাক্রমেই হউক, তত্রস্থ বাজারের বহুসংখ্যক গৃহ অগ্নিযোগে ভস্মীভূত হওয়াতে ঐ মেলা এখন নিজনী নবগরদ নামক নগরে হইয়া থাকে। রুসিয়ায় দুইটি

* ইংরাজি দেড় মাইলে এক ভার্ষ্ট´ (Verst) হয়।

নবগরদ নগর আছে—একটি বৃহৎ নবগরদ, একটি নিজনী-(Nijni)-নবগরদ অর্থাৎ ছোট নবগরদ। নিজনী নগর পিটার্সবর্গ হইতে ৭৫০ মাইল এবং মস্কাউ হইতে ২৬০ মাইল দূরে, ভল্‌গা এবং ওকা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নিজনী-নবগরদ নগর যে স্থানে অবস্থিত, সেখানে চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা হয়। রুস সম্রাট পিটার দি গ্রেট এক সময়ে ঐ নগরেই রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

নিজনী-নবগরদ নগরে দেশীয় ও বিদেশীয় ক্রেতা বিক্রেতাদের জন্য সারিবন্দি বাজার আছে। প্রতি বৎসর আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে দুই মাস কালব্যাপী একটি মহামেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলাতে চীন, ভারতবর্ষ, তাতার, পারস্য, সার্কেসিয়া, আর্মেনিয়া, বুকারিয়া, তুরস্ক, গ্রীস, ইতালী, পোলণ্ড, জর্ম্মণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আসিয়া-মাইনর প্রভৃতি দেশের বণিকগণ স্ব স্ব দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, দীর্ঘশ্মশ্রুযুক্ত রুসীয়দের সহিত মিশিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সেই মেলাতে বিদেশীর সংখ্যা ১,৩০,০০০ এবং দেশীয়দের সংখ্যা ২৫,০০০ মাত্র হয়। রুসীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ১,০০,০০,০০০ রুবলে ঐ মেলাভূমির বাজার প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হয় নাই। কেন না প্রতি বৎসর সেই স্থান হইতে ৭।৮ লক্ষ রুবল ভাড়া পাওয়া যায়। নিজনী-নবগরদ হইতে অনেকগুলি ষ্টীমার ভল্‌গা নদী বাহিয়া অস্ত্রাকান এবং কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানে মাল মসলার নেওয়া দেওয়া করে।

তিব্বতের সমতল প্রদেশের সীমান্তে লডক নামক স্থানেও একটি বৃহৎ মেলা হয়। নিজনী-নবগরদ হইতে তাতারদেশীয় বণিকেরা সেই মেলায় আসিয়া বস্ত্র বিক্রয় করে। চীনের বণিকেরা চৈন চা-র বিনিময়ে সেই সকল বস্ত্র ক্রয় করে। রুসিয়াবাসীরা সেই চা বিক্রয় করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে যে চা যায়, তদপেক্ষা এই চা উৎকৃষ্ট।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পুস্তক ইত্যাদি।

রুসিয়ার সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, প্রথমে ডাক্তার বাউরিং সাহেবের মন্তব্যটির প্রতি মনোযোগ করা উচিত। তিনি রুসীয় সাহিত্য-সার-সংগ্রহ (Russian Anthology) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিযাছেন, "রুসীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে যে সমস্ত গ্রন্থ বাহির হয়, তাহাতে জাতীয় উন্নতির বিষয় বড় লেখা থাকে না।" রুসরাজ্যে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে যাহা কিছু পাঠক পাওয়া যায়। যদিও অনেকগুলি দেশীয় গ্রন্থকার, সম্রাট কিম্বা ধনীদিগের অনুগ্রহভোগী, তবু তাঁহাদের পরিশ্রমানুসারে অর্থ লাভ হয় না। দেখিতে গেলে রুসিয়ার গ্রন্থকারেরা প্রায়ই সাধারণ লোকদিগের নিকট উৎসাহ পান না। আবার এ দিকে জ্ঞানচর্চ্চার তেমন প্রখর স্রোতঃ না থাকাতে, কোন কোন গ্রন্থকার অপরের নিকট সাহায্য পাইয়াও, উচ্চদরের চিন্তাশক্তিপূর্ণ পুস্তক লিখিতে পারেন না। যদিও লোমনসফ, মূরভিপ, করমজিন্, পৌস্কিন্* প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা রুসিয়ার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত, তথাপি তাঁহাদের গ্রন্থগুলি আজিও যেন চিন্তা ও ভাষার শৈশবাবস্থার পরিচয় দিতেছে। অধিক সংখ্যক পুস্তকই জর্ম্মণ ও ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদিত। ঐ সকল পুস্তকের কাটতি বড় কম। করমজিনের "রুসিয়ার ইতিহাস" রুসরাজ্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত ও আদৃত। কিন্তু যেকালে সে পুস্তকখানিরও গ্রাহকসংখ্যা কম, তখন অন্যে পরে কা কথা? উক্ত ইতিহাস ১৮১৮ ও ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা মুদ্রিত হইয়া কেবল চারি শত ছয় জন গ্রাহকের হাতে পড়িয়াছিল। ঐ গ্রাহকদিগের মধ্যে ৫ জন পাদরি, ৪০ জন সওদাগর, ও ৩ জন কৃষক; বাকী ৩৫৮ খণ্ড অবশ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই খরিদ করিয়াছিলেন। বহু দিনে ঐ ইতিহাস দুই বারে

---

* ব্রিউয়ার সাহেব বলেন, কবিবর পৌস্কিন্ রুসীয় বায়রন্।

১,৫০০ খণ্ড প্রকাশিত হইয়া বিক্রীত হইয়াছিল। ইহারই নাম রুসীয় সাহিত্যের উৎসাহ!

রুসীয় মুদ্রাযন্ত্রে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হয়, তস্তাবতের পাণ্ডুলিপি অগ্রে রুস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পঠিত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ছাপিবার হুকুম হইলে ছাপ, নতুবা ছাপাইয়া রাখ। বৈদেশিক গ্রন্থাদিও বিনা জামিনে রুসিয়ার সীমায় প্রবেশ করিতে পারে না। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ব্যবহার্য্য পুস্তকও বিনা পরীক্ষায় রুসিয়ার মুখ দেখিতে পায় না। বিশেষতঃ যে সকল বিদেশীয় গ্রন্থে রুসিয়ার প্রতি অল্পমাত্র তীব্র কটাক্ষের চিহ্ন থাকে, কাহার সাধ্য যে, সে সকল তথায় লইয়া যায়?

যে কোন রুসীয় গ্রন্থকার গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে রাজা বা রাজ্য-সংক্রান্ত উচিত কথা লিখিতে গিয়া স্বাভিমত প্রকাশ করেন, তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া ত দূরের কথা, তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য সাইবিরিয়াতে গিয়া বাস করিতে হয়। রুসিয়ার সর্ব্বপ্রধান কবি আলেক্জান্দার পৌস্কিনকে এইরূপে সম্রাট প্রথম আলেক্জান্দার কর্ত্তৃক নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সকল কারণেই রুসিয়ায় রাজভয়ে ভাল ভাল পুস্তক প্রচারিত না হইয়া জঞ্জালের ভাগই বেশী। তবে যে সকল গ্রন্থ কেবল বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়, তাহাদেরই বিনা বিঘ্নে বংশ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রুসিয়ার বৈজ্ঞানিক সভাগুলি হইতে ফরাসী ও শ্লাভনিক ভাষায় অনবরত দেখা দিতেছে। ঐ সকল গ্রন্থ গুণের ও গৌরবের বটে।

যাই হউক, রাজদৌরাত্ম্যে ভীত হইয়া রুসিয়ার গ্রন্থকারেরা যেমন স্বাধীন-মত-পূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে পারেন না, তেমনি কিন্তু অন্যরূপ ভাল গ্রন্থও সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়। ম. সফিকফ্ রুসীয় পুরাতত্ত্বসম্বন্ধীয় একটি রচনাতে লিখিয়াছিলেন, যখন ১৫৫১ খৃঃ অব্দে রুসিয়ায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের আরম্ভ হয়, তখন হইতে ১৮১৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রুসরাজ্যে রুসো-শ্লাভনিক ভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৮০,০০০ আশী হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাক্তার গ্রানৃভিল বলেন, এক্ষণে ঐরূপ গ্রন্থের ধারাবাহিক সংখ্যা অনেক হইয়াছে।

সেণ্ট পিটার্সবর্গের ছাপাখানাগুলিতে ছাপিবার জন্য যে সকল সীসার অক্ষর ব্যবহৃত হয়, উহা অতি উৎকৃষ্ট। রুসীয় অক্ষরনির্ম্মাতাদিগকে তজ্জন্য

যথেষ্ট প্রশংসা করা উচিত। এ বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, জর্ম্মণি আধুনিক সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য রাশি রাশি অক্ষর ঢালাই করিতেছে, কিন্তু রুসীয় মুদ্রাক্ষরের নিকট চমৎকারিত্বে দাঁড়াইতে পারে না। তাহা ছাড়া জর্ম্মণির লিপজিগ্ নগরে হাজার হাজার পুস্তক ছাপিবার জন্য যে কাগজ প্রস্তুত হয়, তা'ও রুসীয় কাগজ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? রুসেরা অন্যান্য দেশের লোকের ন্যায় কাগজ ব্যবহার করিতে জানে না। সম্প্রতি কৃষিগেজেটে কাগজ ব্যবহার সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। উহা এই;—"আপাততঃ ইউরোপে কাগজ প্রস্তুত সম্বন্ধে একটি * * * হিসাব সংগৃহীত হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবী মধ্যে ৩,৯৮৫টি কাগজ প্রস্তুত করা কল; তাহাতে প্রতিবৎসর ২ কোটী ৩৮ লক্ষ মণ কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহার অর্দ্ধেক ছাপার জন্য ব্যবহার হয়, অপর অর্দ্ধেক অন্য কাজের জন্য। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে কেবল ছাপার জন্য ২৮ লক্ষ মণ কাগজ বাড়িয়াছে। মাথাপিছু কত কাগজ খরচ হয়, তাহারও হিসাব বাহির হইয়াছে। ইংরজে পাঁচ সের আড়াই পোয়া; মার্কিন্ পাঁচ সের এক ছটাক; জর্ম্মণ চারি সের; ফরাসী তিন সের আড়াই পোয়া; ইতালী ও অস্ট্রিয়াবাসী এক সের আড়াই পোয়া; স্পেন্ দেশের লোক আড়াই পোয়া; রুস আধ সের; এবং মেক্সিকো দেশীয় লোক এক সের।" এই হিসাব-তালিকায় রুসেরাই সকলের নীচে দাঁড়াইতেছে। বিদ্যাচর্চ্চার দৌড় খুব যে!

সেণ্ট পিটার্সবর্গের পুস্তকের দোকানগুলির অপেক্ষা মস্কাউ নগরের দোকানগুলি বেস্ পরিপাটী; পুস্তক সাজাইবার কেতাও বেস্। ইংলণ্ডের লণ্ডন নগর, ফ্রান্সের পারিস নগর এবং অস্ট্রিয়ার ভিয়ানা নগরের পুস্তকের দোকানগুলি যেমন রাস্তার সঙ্গে সমান জমি, কিন্তু মস্কাউ নগরের পদ্ধতি আর এক রকম। সমস্ত দোকান দোতালার উপর। অত্রস্থ কোন কোন পুস্তকের দোকানে রুস গ্রন্থকারগণের নামতালিকা আছে। সেই সকল গ্রন্থকারের নামাবলী একত্র ছাপাইলে আট পেজী ফর্ম্মার দুই শত পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক হইতে পারে। অন্যান্য দেশের বড় বড় নগরে ফরাসী, ইতালীয়, জর্ম্মণ ও ইংরেজি ভাষার পুস্তক যে পরিমাণে পাওয়া যায়, রুসিয়ার বড় বড়

নগরেও সেই পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু রুসদের অজ্ঞতা প্রযুক্ত আজিও সেরূপ হইতে পারে নাই।

রুস-গবর্ণমেণ্টের কড়া মেজাজে পড়িয়া কখন কখন গ্রন্থকারদের ছাপা বহি জলসহি হয়। আজ কাল রুসরাজ্যে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হয়, গ্রন্থকার ও পুস্তকবিক্রেতাদের উপর তাহার দায়িত্ব সম্পূর্ণ। অনেক পুস্তক-বিক্রেতা রাজভয়ে স্বাধীনভাবে পুস্তক বিক্রয় করিতে পারে না। কোন কোন দোকানদার পুস্তকের দোকান খুলিয়া লোক্‌সানের উপর লোক্‌সান সহে। কেহ বা বিরক্ত ও ভীত হইয়া অপর কোন সাহসিক লোককে দোকান আধা-দরে বেচিয়া ফেলে। কখন কখন দোকানদারদের প্রতি এরূপ কঠিন রাজাজ্ঞা হয় যে, উহাদের মধ্যে কতকগুলি লোককে বহুমূল্যের নূতন চক্‌চকে গ্রন্থরাশি জলন্ত অগ্নির মুখে আহুতি দিতে হয়। অনেক টাকার জিনিষ পোড়াইয়া দোকানদারকে দেউলিয়া হইতে হয়। কি বিভ্রাট!

এত কষ্টে পড়িয়াও পেটের দায়ে অনেক দোকানদার পুস্তক বিক্রয় করে। সেণ্ট পিটার্সবর্গ এবং মস্কাউ নগরের মধ্যে ও সহরতলীতে যে সকল ধনী ও জমীদার বাস করেন, তাঁহাদেরই দ্বারা উহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। রুসীয় ধনী ও জমীদারদের মধ্যে অনেকে পুস্তক পাঠ অপেক্ষা আলমারি সাজাইয়া রাখিতে ভালবাসেন। যদি এই সখটুকুও না থাকিত, তা' হইলে রুসিয়ায় পুস্তক ব্যবসায়ের বড় ব্যাঘাত ঘটিত। ঐ সকল বড় বড় লোকের নিকট পুস্তকবিক্রেতারা সময়ে সময়ে এক এক খোকে অনেক টাকার পুস্তক বেচে। *

রুসীয় ধনী পাঠকেরা গ্রন্থের মধ্যে উপাখ্যানটাই বেশী পড়েন। ফরাসী ভাষার আদিরসাক্রান্ত পুস্তকগুলাও তাঁহাদের পক্ষে সংক্রামক রোগ। ইংরেজি হইতে ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত অদ্ভুত রসের উপন্যাস পড়া ঐ সকল লোকের বড় ভাল লাগে। কিন্তু অস্তরূপ অনুবাদিত পুস্তক ভাল হইলেও, রুসীয় সম্রান্তদের কাছে "আঃ ছ্যা!" হইয়া পড়ে।

---

* রুসিয়ার রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারাইনের এক জন প্রিয়পাত্র এক সময়ে এক জন পুস্তক-বিক্রেতাকে বলিয়াছিলেন, "নীচে বড় বড় ও উপরে ছোট ছোট সুন্দর পুস্তকরাশিতে আমার জন্য একটী পরিপাটী গ্রন্থমন্দির (Library) সাজাইয়া দাও।" আজ কাল অনেক শৌখীন ধনী ও জমীদার, পুস্তকবিক্রেতাদের এই ধরণের হুকুম দিয়া থাকেন।

এক্ষণে আমরা সেণ্টপিটার্সবর্গ, মস্কাউ ও অন্যান্য স্থানের কতকগুলি সাময়িক ও সংবাদপত্রের তালিকা দিতেছি।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে—

১। জর্নাল ডি সেণ্ট পিটার্সবর্গ পলিটিক্ এট্ লিটারেরি Journal de St. Petersbourg Politique et Litteraire)। সপ্তাহে তিন বার ফরাসী ভাষায় ছাপা হয়। রাজকীয় সংবাদপত্র।

২। দি ইনভালিড (The Invalid)। রুসীয় ভাষা, প্রাত্যহিক, সমর-সংক্রান্ত বিষয় লিখিত হয়।

৩। সেণ্ট পিটার্সবর্গ-গেজেট (Gazette of St. Petersburg)। রুসীয় ও জর্ম্মণ ভাষায় সপ্তাহে দুই বার স্বতন্ত্র মুদ্রিত হয়। বিজ্ঞান বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। রুস্ গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টা।

৪। সিনেট গেজেট (Gazette of the Senate)। রুসীয় ভাষা; সাপ্তাহিক। ইহাতে সিনেটের আইন কানুন প্রকাশিত হয়।

৫। জর্ণাল অব কমার্স (Journal of Commerce)। রুসীয় ও জর্ম্মণ ভাষা। সপ্তাহে তিন বার প্রকাশিত হয়।

৬। দি নর্দার্ণ বী (The Northern Bee)। সাহিত্য ও রাজনীতি-বিষয়ক সংবাদপত্র; সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হয়।

৭। দি পেট্রিয়ট্ (The Patriot)। রুসীয় ভাষা। রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক। পাক্ষিক।

৮। আর্চ্চিভ্স অব্ দি নর্থ (Archives of the North)। রাজনীতি, ইতিহাস ও লোকবিজ্ঞানমূলক। পাক্ষিক।

৯। স্লাভোনিয়ান্ (Slavonian)। সাহিত্য ও যুদ্ধসংক্রান্ত। পাক্ষিক।

১০। ন্যাশন্যাল মিসেলেনি (National Miscellany)। ইতিহাস, সাহিত্য ও লোকবিজ্ঞানসম্বন্ধীয়। রুসীয় ভাষা। মাসিক।

১১। রেজিষ্টার অব্ ডিস্কভারিজ (Register of Discoveries)। প্রাকৃতিক ইতিহাস, শারীর বিদ্যা ও কিমীয় বিদ্যাবিষয়ক।

১২। জর্ণাল অব্ মেনুফেক্চরস ও কমার্স (Journal of Manufac-

tures and Commerce)। রাজস্ব-সচিব কর্ত্তৃক প্রতিমাসে প্রকাশিত। ইহাতে জাতীয় শিল্পের আবিষ্কার, পরীক্ষা, ব্যবস্থা ও নিয়ম সকল যথাযথ বিবৃত হয়।

১৩। গেজেট অব্ কমার্স (Gazette of Commerce)। সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত। রুস ও জর্ম্মণ ভাষা। ইহাতে বিদেশীয় ও স্বদেশীয় বাণিজ্যের বিষয় লিখিত হয়।

১৪। জর্ণাল অব্ দি মাইনিং কোর্স্ (Journal of the Mining Corps)। রুস ভাষা।

১৫। জর্ণাল অব্ দি মিনিষ্টার্ অব্ পব্লিক্ ইন্‌ষ্ট্রক্‌সন্ (Journal of the Minister of Public Instruction)। রুস ভাষা।

১৬। জর্ণাল অব্ ওয়েজ এণ্ড্ কমিউনিকেসন্‌স্ (Journal of Ways and Communications)। ফরাসী ও রুস ভাষা।

১৭। সেণ্ট পিটার্স্‌বর্গার্ জীটং (St. Petersburger Zeitung)।

১৮। নবয় ব্রিমিয়া (Novoy Bremya)। রুস ভাষা।

১৯। নিবস্তি (Nevosti)।*

২০। স্বিয়েৎ (Suiett)।

২১। অফিসিয়াল্ মেসেঞ্জার (Offical Messenger)।

মস্কাউ নগর হইতে—

২২। দি মস্কাউ গেজেট (The Moscow Gazette)। রুস ভাষা।

২৩। দি মস্কাউ কুরিয়ার (The Moscow Courier)।

২৪। দি মস্কাউ টেলিগ্রাফ (The Moscow Telegraph)।

২৫। দি কুরিয়ার অব্ ইউরোপ্ (The Courier of Europe)।

২৬। দি জর্ণাল অব্ এগ্রিকল্‌চর (The Journal of Agriculture)। ত্রৈমাসিক। ইহা অতি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র।

২৭। দি জর্ণাল অব্ ফিজিক্স্ (The Journal of Physics)। মাসিক পত্র।

---

* আজকাল এই সংবাদপত্রখানায, যাহাতে রুস ইংরেজে শীঘ্র যুদ্ধ বাধে, তাহাই দিনরাত্রি লিখিত হইতেছে।

২৮। দি জর্ণাল অব্ ফ্যাশন্‌স্ (The Journal of Fashions)।

২৯। দি রেসিং ক্যালেণ্ডার বা আমেচিয়র্স মেগেজিন্ (The Racing Calender or Amateur's Magazin)।

অন্যান্য স্থান হইতে—

৩০। ওয়ারসা হইতে টাগ্‌ব্লাট্ (Tagblatt)।

৩১। ফিন্‌লণ্ড হইতে ফিন্‌লণ্ড (Finland)।

৩২। হেল্‌সিংফর্স হইতে ডাগ্‌ব্লাড্ (Dagblad)।

৩৩। লেম্বর্গ হইতে প্রেগলণ্ড (Przegland)।

৩৪। টিফ্‌লিস্ হইতে কাব্‌কাজ (Kabkaz)। ইহাতে রাজকর্ম্মচারী প্রিন্স্ দণ্ডকফ্ কর্সাককের রাজকার্য্যের বিষয় লিখিত হয়।

এতদ্ব্যতীত রুসরাজ্যে আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র আছে। সকলেই একযোগে একস্বরে ইংরেজের বিরুদ্ধে রুসিয়াকে উত্তেজিত করিতেছে। সকলেরই ইচ্ছা, রুসভল্লুক বৃটিশসিংহকে পরাজিত করিয়া ভারত আক্রমণ করুন। আজ কাল এই সকল সংবাদপত্রে যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক অন্যায় কথা লিখিত হইতেছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সাধারণ শিক্ষা।

কৃষক, ক্রীতদাস ও সাধারণ ব্যক্তি এই তিন ভাগে রুসিয়ার প্রজাগণ বিভক্ত। তন্মধ্যে কৃষক ও ক্রীতদাসের সংখ্যা চারি ভাগের তিন ভাগ অপেক্ষাও বেশী। উহারা সকলেই কৃষি ও মজুরের কার্য্য করে। গবর্ণমেণ্ট হইতে বিদ্যা শিক্ষার উৎসাহ পায় না। কেবল কোন কোন স্থলে দুই এক জন পরহিতৈষী বেসরকারী ধনী ব্যক্তি ঐরূপ লোকদের জন্য নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহাদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা দেন। কিন্তু ঐরূপ হিতৈষী

ধনীদিগের সংখ্যা এত অল্প যে, তদ্দ্বারা শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সুফল ফলে না। সুতরাং, রাজ্যের বার আনা অপেক্ষা বেশী লোক চিরমূর্খ। মূর্খের অশেষ দোষ, শিক্ষা দিলেও শিখিতে চায় না। শিক্ষাদাতাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। ডাক্তার লায়াল রুসিয়ায় অবস্থানকালে দেখিয়াছিলেন, এক জন ধনশালী ব্যক্তি তাঁহার অধীনস্থ মজুরদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য, ল্যাঙ্কাস্টেরিয়ান্ ধরণের একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল।

ঐ সকল লোকের কথা ছাড়িয়া দিলে সাধারণ বিদ্যা-শিক্ষার চলনটা কেবল ধনী ও ধর্ম্ম-যাজকদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। ধনী সম্ভ্রান্তেরা বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া স্ব স্ব সন্তানগণকে লেখা পড়া শিখান। দরিদ্র সম্ভ্রান্তেরা সাধারণ শিক্ষাগারে স্ব স্ব সন্তানদিগকে, বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠাইয়া থাকেন।

সমস্ত রুসরাজ্য সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে সাত ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগের প্রধান নগরে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয় এই;—পিটার্সবর্গ, মস্কাউ, উইল্‌না, ডরপাট, খারকব্, কাজান্ এবং ফিন্‌লণ্ডের অন্তর্গত হেল্‌সিন্‌ফর্স। এতদ্ব্যতীত পোলণ্ড প্রদেশ রুসিয়ার অন্তর্গত হওয়ায় ওয়ার্সার বিশ্ববিদ্যালয়টি অষ্টম স্থানীয় হইয়াছে। ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্ম্মণ-প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসা-শাস্ত্র, ব্যবহার-শাস্ত্র (আইন) ও দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। রুসীয় গবর্ণমেণ্টের কঠিন শাসনে অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে সকল রূপ বিদ্যা শিখাইতে পারেন না। রুসিয়ার যে কয়েক প্রকার বিদ্যার অনুশীলন হয়, তন্মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের কলই বেশীর ভাগে দেখা যায়। ঐ আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া প্রত্যেক বড় বড় নগরে গবর্ণমেণ্টের তরফে এক একটি ব্যায়াম ও প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ ধরণের বিদ্যালয়গুলিতে ৪৬০৮ চারি হাজার ছয় শত আট জন অধ্যাপক ও শিক্ষক, ৮০,০০০ আশী হাজার ছাত্র এবং ৮,০০০ আট হাজার ধাত্রী ছিল।

রুসিয়ার ধর্ম্মসক্রান্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৪৯৮ এক হাজার চারি শত আটানব্বই। উহাতে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫৫,০০০ পঞ্চান্ন হাজার। এই

হিসাবে ঐ রাজ্যে ধর্ম্ম ও সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে ১,৫০,০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারও হয় কি না সন্দেহ। গড়ে প্রতি ৪০০ চারি শত লোকের মধ্যে এক জনের শিক্ষালাভ হয়। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় আছে। সেখানে কেবল সৈনিক, নাবিক, ইঞ্জিনিয়র এবং চিকিৎসকেরাই শিক্ষা লাভ করেন। সাধারণ শিক্ষা সচিব এবং রুসীয় গ্রীক ডাইরেক্টিং সাইনট্‌দের অধীনে ব্যায়াম-বিদ্যালয়, ধর্ম্ম-বিদ্যালয়, এবং সাধারণ বিদ্যালয়গুলি চালিত হয়; কিন্তু সাময়িক বিদ্যালয় প্রভৃতি চারি প্রকার বিদ্যালয়ের ভার যুদ্ধ-মন্ত্রী এবং হোম-ডিপার্টমেণ্ট-মন্ত্রীর হস্তে থাকে।

রুসীয় আদালতে ফরাসী ভাষা প্রচলিত। যদিও রুসিয়ায় সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার চর্চ্চা নাই, কিন্তু যাহারা শিক্ষা করে, তাহারা কেবল নিজের রুসীয় ভাষা নয়, জর্ম্মণ ও ফরাসী ভাষাতেও বেস্ ব্যুৎপন্ন হয়।

ষোড়শ অধ্যায়।

রাজদণ্ড।

রুসীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া গুরুতর দোষীদিগকে ছাড়িয়া দেন। ইহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। ঐ সকল দোষীরা আবার অত্যাচার করে, সুতরাং প্রজাদের বড় ক্ষতি হয়। এক সময়ে রুসিয়ার রাণী এলিজাবেথ ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রশংসা পাইবার জন্ম খুনীদিগকেও বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। এইরূপ রুসিয়ার অন্যান্য সম্রাটেরাও কখন কখন করিয়া থাকেন। ইহাতে লোক-সাধারণের নিকট প্রশংসা পাইবার পরিবর্ত্তে অখ্যাতিই লাভ করিয়া থাকেন।

এক দিকে এইরূপ হয়, অন্য দিকে আবার আর এক রূপ। রুসিয়ায় দুই প্রকার ভয়ানক রাজদণ্ড প্রচলিত আছে;—বেত্রাঘাত ও সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন। বেত্রাঘাত এত কঠিন যে, অনেক সময়ে যন্ত্রণায় অপরাধীদের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন, সাধারণ দণ্ডের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু বিচারের দোষে নির্দ্দোষীদিগকেও নির্ব্বাসিত হইতে

স্থল। দণ্ডিত ব্যক্তিরা দুরন্ত সৈনিকদিগের দ্বারা পশুবৎ নিপীড়িত হইয়া পূর্ণ শীতের সময় সাইবিরিয়ায় রাজদণ্ড ভোগ করিতে যায়। বোধ হয়, অনবরত পায়ে হাঁটিয়া এক হাজার ক্রোশ গমন করিলেও তত কষ্ট হয় না, যত কষ্ট রুসীয় গবর্ণমেণ্টের বেত্রাঘাতে ও অস্ত্রাঘাতে হইয়া থাকে। সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত অপরাধীদিগের মধ্যে সৈনিকদের পীড়নে অনেক ব্যক্তিকেই পথিমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করিতে হয়। একখানা কাপড় দিয়া অপরাধীদের চক্ষু ও মুখ ঢাকা দেওয়া হয়।

মর্টন বলেন, রুস রাজ্যের অন্তর্গত ওডেসা নগরের কারাগারে এক সময়ে রুস গবর্ণমেণ্ট ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিলেন। নিকোলাস্ বা প্রথম আলেক্জান্দার বর্ণা আক্রমণের সময় হুকুম দিয়া দুই জন ইংরেজ-চিকিৎসককে ধৃত করিয়া, ওডেসার কারাগারে রাখিয়াছিলেন, পরে তাঁহা-দিগকে দারুণ শীতের সময় সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে উহাঁরা পীড়িতাবস্থায় অনাচ্ছাদিত শরীরে ও নগ্ন-পদে তথায় গমন করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ক্লার্ক বলেন, যে সময়ে তিনি রুসিয়ায় গিয়াছিলেন, সে সময়ে সম্রাট পল সিংহাসন ভোগ করিতেছিলেন। পল ভয়ানক দুরন্ত ও পাগল রাজা ছিলেন। তিনি জোর করিয়া প্রজাদিগকে সং-সাজার মত পোষাক পরিতে আজ্ঞা করেন। অনেকে উহা পরিধান করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হয়। তা' ছাড়া আরও অনেক ভদ্র ও ইতর লোককেও ঐ দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। এই জন্য কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ সেণ্ট পিটার্সবর্গের রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে নিহত করিয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

রাজদত্ত গৌরব-চিহ্ন ও উপাধি।

অন্যান্য সভ্য দেশে যেমন রাজোপাধির চলন আছে, রুসিয়াতেও সেইরূপ দেখা যায়। রুসিয়ার রাজোপাধি সমরসংক্রান্ত ব্যক্তিদিগকেই অধিক পরিমাণে দেওয়া হইয়া থাকে। এক জন সিভিলিয়ানের অপেক্ষা এক জন মিলিটারী কর্ম্মচারীর রাজদত্ত উপাধির সম্মান বেশী, এই জন্য সিভিলিয়ানেরাও যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্য-ভার পাইবার চেষ্টা করেন। রুস গবর্ণমেণ্টের এ ফিকির মন্দ নহে। এক উপাধির তারতম্য দেখাইয়া দেশময় যুদ্ধ-নীতি শিক্ষার বেশ ফাঁদ পাতিয়াছেন। আমাদের ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উপাধি দেওয়া দূরে থাকুক, ভারতবর্ষীয়দিগকে ভলন্টিয়ারও করিতে চাহেন না। ইহাতে রাজার রাজ্য-রক্ষার সুবিধা বই অসুবিধা নাই, তবু কেন ইংরেজরাজ ভয় করেন, বলিতে পারি না। যাহা হউক, এই সমর সঙ্কটের সময় ভারতবর্ষীয়েরা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী লর্ড ডফারিণের নিকট ভলন্টিয়ার হইবার যেন একটু আশা পাইতেছেন। ঈশ্বর আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

ইউরোপীয় ও আসিয়িক রুসিয়া, ফিনলণ্ডের গ্রাণ্ড ডচি এবং ককেসীয় শাসন-বিভাগ ব্যতীত ৬ ষাটটি গবর্ণমেণ্টে বিভক্ত। এই সকলের উপর সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট। জার (Czar) উহার সর্ব্বময় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তিনি যেমন রাজকর্ম্মচারিগণকে নিজে নিযুক্ত করেন, সেইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে গৌরবসূচক উপাধিও দিয়া থাকেন।

ক্লার্ক বলেন, রুসিয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি প্রধান অর্ডার (Orders) বা রাজদত্ত সম্মানসূচক উপাধি আছে। ঐ উপাধিগুলির প্রত্যেকের অপর কয়েকটি করিয়া শাখা উপাধি আছে। রুসীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা রাজদত্ত উপাধি পাইবার যোগ্য, তাঁহারা চতুর্দ্দশ শ্রেণীতে বিভক্ত, ঐ সকল লোক শ্রেণ্যনুসারে 'প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সম্মানপ্রাপ্ত' ইত্যাদি রূপে গণ্য

হইয়া থাকেন। ঐ চতুর্দ্দশ শ্রেণীর প্রথম ৮টির উপাধি বংশানুক্রমিক। উহা নূতন লোকে পায় না। বাকী ৬টি শ্রেণীর উপাধি ব্যক্তিগত; কিন্তু বংশ-গত নহে। যে সর্ব্বোচ্চ ছয়টির উপাধির কথা বলা হইল, উহার প্রথম ও দ্বিতীয়টি কেবল রাজ্যের উচ্চদরের কর্ম্মচারীরাই পাইয়া থাকেন। এই দুইটি উপাধির প্রথমটি যাঁহাকে দেওয়া হয়, তাঁহাকে "হাই একসেলেন্সি" (High Excellency), এবং দ্বিতীয়টি যাঁহাকে দেওয়া হয়, তাঁহাকে কেবল "একসেলেন্সি" (Excellency) গৌরবার্থসূচক শব্দ প্রয়োগে সম্বোধন করিতে হয়। অবশিষ্ট উপাধিধারিগণের গৌরব-সূচক সম্বোধন শব্দ "নোবল্‌নেস্" (Nobleness)। যে ব্যক্তি যেরূপ রাজদত্ত উপাধিধারী, তাঁহাকে পত্র লিখি-বার সময় সতর্ক হইয়া পত্রের শিরোনামে ও সম্বোধনপদে উপাধির সেইরূপ কথাগুলি লিখিয়া দিতে হয়। ডাক্তার লায়ালের "রুস-ভ্রমণ" পুস্তকের (২য় খণ্ড) ৪৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এক সময়ে রুসিয়ার পোষ্ট আফিস্-গুলিতে চিটিপত্র গ্রহণের বিষম কায়দা ছিল। যে লোকের নামে পত্র লিখিত হইত, যদি উহাতে তাহার উপাধি (Title) না থাকিত, তাহা হইলে কোন পোষ্ট আফিস ঐ পত্র গ্রহণ করিত না। সে দিন এখন আর নাই।

ডাক্তার ক্লার্ক (L. L. D.) সাহেবের মতে রুসিয়ায় সর্ব্বোচ্চ দরের ছয়টি রাজদত্ত উপাধি (Orders) আছে, কিন্তু ডাক্তার রাজা স্যার শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর (Kt. Mus. Doc.) প্রণীত "অর্ডারস্ অব্ নাইটহুড্" (Orders of Knighthood) নামক পুস্তকের ২য় খণ্ডে লিখিত আছে যে, তথায় নয়টি সর্ব্বোচ্চ রাজদত্ত উপাধির প্রচলন দেখা যায়। সেই নয়টি উপাধি (Orders) এই;—১, সেণ্ট্ এণ্ড্রুর উপাধি (Order of St. Andrew); ২, সেণ্ট্ ক্যাথারাইনের উপাধি (Order of St. Catherine); ৩, আলেক্‌জান্দার নিউস্কির উপাধি (Order of Alexander Newsky [বা Nevskoi]); ৪, সেণ্ট্ এনের উপাধি (Order of St. Ann); ৫, সেণ্ট্-জর্জ্জের সামরিক উপাধি (Military Order of St. George); ৬, সেণ্ট ব্লডিমিরের উপাধি (Order of St. Vladimir); ৭, সেণ্ট্ জনের উপাধি (Order of St. John); ৮, শ্বেত ঈগলের উপাধি (Order of the White Eagle) এবং ৯, সেণ্ট ষ্টানিস্‌লেয়সের উপাধি (Order of St.

Stanislaus)। এই সকল উপাধিধারীরা সচরাচর "নাইট" (Knight) বলিয়া অভিহিত হন।

নিম্নে ঐ ছয়টি উপাধির বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে ;—

রুস সম্রাট সমস্ত রুসীয় উপাধির গ্রাণ্ড্ মাষ্টার, কিন্তু "সেণ্টক্যাথারাইন্" উপাধিটি কেবল স্ত্রীলোকদের জন্য বলিয়া তিনি উহার গ্রাণ্ড্ মাষ্টার নন। রুসিয়ার গ্রাণ্ড্ ডিউক্‌গণ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় "সেণ্ট এণ্ড্রু", "আলেক্‌জাণ্ডার নিউস্কি", "হোয়াইট্ (শ্বেত) ঈগল" এবং "সেণ্ট এন্" উপাধির নাইট (Knight) হন। অন্যান্য রাজবংশীয়েরা নির্ব্বাচিত হইয়া ঐ সকল উপাধি পাইয়া থাকেন। গ্রাণ্ড ডচেসেরা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হইবার সময় "সেণ্ট ক্যাথারাইন্" উপাধি পান, কিন্তু অন্যান্য ডচেসেরা বেশী বয়স না হইলে পান না।

"সেণ্ট এণ্ড্রু" উপাধিধারী নাইটগণের নির্ব্বাচন অনুসারে উপাধিদান-সভার এক জন চান্সেলর নিযুক্ত হন। তা ছাড়া ঐ সভায় এক জন ধনাধ্যক্ষ এবং এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ থাকেন। ঐ তিন জন কর্ম্মচারী রাজসভা হইতে নির্ব্বাচিত হন। উঁহাদের দ্বারা উপাধিদান-সভার সমস্ত কার্য্যের নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হয়। ঐ উপাধিদান-সভা (Chapter) একটি মহৎ কার্য্যে ব্রতী। উহার ২,০০,০০০ দুই লক্ষ রুবলের একটি ফণ্ড আছে। সেই অর্থ হইতে সেণ্ট্ পিটার্সবর্গের রাজকীয় বিদ্যালয়ে দরিদ্র রাজবংশীয়া বালিকারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। তা' ছাড়া অন্যান্য দরিদ্র সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারীরাও সেখানে শিক্ষিতা হন। রুসরাজ্ঞী এই মহৎ কার্য্যের প্রতিষ্ঠাত্রী।

যে সকল মেম্বরের বংশগত মর্য্যাদা আছে, তাঁহাদিগকে বংশানুক্রমিক উপাধি দেওয়া হয়; কিন্তু ক্রীতদাসগণকে ব্যক্তিগত উপাধি দেওয়া যায়। বান্‌কীরগণ ব্যক্তিগত সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হন। রুসীয় সওদাগরেরা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল হইতে বংশগত উপাধি পাইয়া আসিতেছেন।

যে সকল উপাধিধারীরা মসহরা (পেন্সন) পান, তাঁহাদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। যাঁহারা মসহরা পান না, তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। প্রত্যেক উপাধিযোগ্য ব্যক্তিকে উপাধির শ্রেণী অনুসারে অর্থ দিয়া উপাধি লাভ করিতে হয়। উঁহাদের প্রদত্ত অর্থ রুসিয়ার খাজনাখানায় জমা হয়।

সেণ্ট্ এণ্ড্রু রুস-সাম্রাজ্যের পরম হিতৈষী মহাপুরুষ। মস্কোভী জন-শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সেণ্ট এণ্ড্রু, নবগরদনিবাসী স্লাভোনীয়দের নিকট সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার গৌরবার্থ তন্নামে এই উপাধি সৃষ্ট হয়। সেণ্ট এণ্ড্রু উপাধি রুসরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানসূচক। সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ না হইলে এই উপাধি কেহই পায় না। এই উপাধির সহিত আলেক্‌জান্দার নিউস্কি, সেণ্ট্ এন্ এবং সেণ্ট ষ্টানিস্‌লেয়স্ উপাধিও একত্রে প্রদত্ত হয়।

"সেণ্ট্ এণ্ড্রু" উপাধিলাভার্থী নাইট্‌কে ২৪০টি রৌপ্য রুবল ফী দিতে হয়। এই উপাধিধারী দ্বাদশ জন সাধারণ মেম্বর এবং তিন জন পাদরী মেম্বর বাৎসরিক ৬,০৯২ রুবল মসহারা ভোগ করেন।

এই উচ্চতম উপাধির পদক বা ভূষণ অনেক দিন ধরিয়া অনেক রকমের হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহার আকার ক্রুশের ন্যায় হইয়াছে। সেই ক্রুশপট্টের উপরে নীল মিনা নির্ম্মিত সেণ্ট এণ্ড্রুর প্রতিমূর্ত্তি। সেণ্ট্ এণ্ড্রুর উভয় হস্তে "*Sanctus Andreas Protector Russiœ*" পদস্থিত বাক্যগুলির প্রথম অক্ষর *S. A. P. R.* লিখিত। তা ছাড়া তিনটি রাজমুকুটের সহিত সাম্রাজ্যের ঈগল পক্ষীর উপর সেই মূর্ত্তি সংস্থাপিত। আশমানী ও নীল রঙের চওড়া ফিতা দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বাম দিকের উরুসন্ধি পর্য্যন্ত উত্তরীয়ের ন্যায় ঝুলাইয়া, তদুপরি এই পদক ব্যবহার করিতে হয়।

সেণ্ট্ এণ্ড্রু ক্রুশধারী নাইটগণের তফ্‌তাদার সবুজ মখমলের এক প্রকার ঝোব্বা আছে, কোন উৎসবের সময় বা নিমন্ত্রণ-সভায় এই পদক বক্ষোলগ্ন করিয়া গমন করিলে সেই গৌরব-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়। তা ছাড়া তাঁহাদের বক্ষোদেশের দক্ষিণাংশে আর একটি স্বর্ণনক্ষত্রপদক থাকে। সেই পদকের উপর সাম্রাজ্যের দুইটি ঈগল পক্ষী অঙ্কিত এবং রুস ভাষায় "বিশ্বাস ও রাজভক্তির জন্য" পদটি লিখিত থাকে।

সেণ্ট ক্যাথারাইনের উপাধি।

(THE ORDER OF ST. CATHERINE.)

১৭১৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর পিটার দি গ্রেট্ কর্ত্তৃক এই উপাধি সৃষ্ট হইয়াছিল। এই উপাধির দুইটি শ্রেণী আছে। রাজপরিবারস্থা নারীগণ

ব্যতীত, কেবল অপর দ্বাদশটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণীর ভাগ্যে এই উপাধি ঘটিয়া থাকে।

সেণ্ট্ ক্যাথারাইন উপাধির দ্বিতীয় শ্রেণীর পদক বিদেশীয় উচ্চপদস্থা রমণীরা পাইয়া থাকেন। উহার সংখ্যা ৯৪টি। তা ছাড়া রাজবংশীয়া নারীরাও এই উপাধি পাইয়া থাকেন।

এই উপাধি-পদকের আকার অষ্টকোণবিশিষ্ট নক্ষত্র। ইহার মধ্যস্থল লোহিত বর্ণ। মধ্যস্থলে রুসীয় রাজমুকুট অঙ্কিত আছে। রাজমুকুট বেষ্টন করিয়া প্রতিপাদ্য শ্লোক (Motto) লিখিত থাকে। বামবক্ষে এই উপাধি-পদক ধারণ করিতে হয়।

রুসীয় আইনানুসারে এই উপাধিধারিণী স্ত্রীলোকেরা প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রথম পিটারের মুক্তি এবং রাজপরিজনের সহিত বর্ত্তমান সম্রাটের কুশল প্রার্থনা করেন। এই সকল নারী স্ব স্ব ব্যয়ে অসভ্যদিগের হস্ত হইতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণকে উদ্ধার করেন। সেণ্ট্ ক্যাথারাইন্ ইন্ষ্টিটিউ-শনের কার্য্য-নির্ব্বাহ-ভার এই সকল নারীদের হস্তে অর্পিত হয়।

প্রতি বৎসর ২৫এ নবেম্বর এই উপাধির বাৎসরিক উৎসব হয়।

আলেক্জান্দার নিউস্কির উপাধি।

(THE ORDER OF ALEXANDER NEWSKY.)

এক সময়ে রুসিয়ার অন্তর্গত নবগরদ নগর ইয়ারোস্লার পুত্র আলেক্-জান্দারের অধীনে ছিল।

১২৪০ খৃষ্টাব্দে নবগরদ নগর লইয়া আলেক্জান্দারের সহিত সুদি, ফিন্, সুইড এবং লিভোনীয় ও জর্ম্মণ নাইট্দিগের যুদ্ধ ঘটে। সুইড্গণ বলপূর্ব্বক নিভা নদীর নিকট পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু ইয়ারোস্লার পুত্র আলেক্জান্দার ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সে সময়ে তিনি রুসগণের নিকট "নিউস্কি" (Newsky) এই নব নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পিটার দি গ্রেট্ নিভা নদীর তীরে নব রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবর্গ নগর স্থাপনের সময় এই মহাপুরুষের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া-

ছিলেন। নিউস্কির নামে তিনি একটি উপাধি সৃষ্টি করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মনের চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। যাই হৌক, তাঁহার পত্নী রাণী ক্যাথারাইন্ স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ক্যাথারাইন্ এই উপাধি সৃষ্টি করিয়া তদীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু মেসিকফ্‌কে সর্ব্বাগ্রে ইহা দ্বারা গৌরবিত করিয়াছিলেন। এই উপাধি-দান-কার্য্য ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিলে হইয়াছিল।

আলেকজান্দার নিউস্কির উপাধিপদক লাল মিনা করা অষ্ট কোণাকার। প্রত্যেক কোণে এক একটি করিয়া স্বর্ণ ঈগল পক্ষী উপবিষ্ট। ইহার মধ্যভাগে শাদা মিনার কার্য্য। সে স্থানে অশ্বপৃষ্ঠে সেণ্ট্ আলেকজান্দার নিউস্কির প্রতিমূর্ত্তি। রুস-ভাষায় পদকের প্রতিপাদ্য শ্লোক "আমাদের পিতৃভূমির গুণজন্য" লিখিত থাকে।

সিভিল ও মিলিটারী উভয় শ্রেণীতেই এই উপাধি বর্ত্তে। ইহার আর শ্রেণীবিভাগ নাই। সামরিক বিষয় সম্বন্ধে যাঁহারা মেজর-জেনেরেল (Major-General), তাঁহারাই এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই উপাধিপ্রাপ্ত নাইটের সংখ্যা কেবল বার জন। উহার মধ্যে পাঁচ জন পাদরী ও সাত জন অপর মেম্বর। এই বার জন নাইট বৎসরে ৭০১৪ রুবল ও ৮ কোপেক বৃত্তি পান।

৩০এ সেপ্টেম্বর এই উপাধির সাম্বৎসরিক উৎসব হয়।

সেণ্ট্ এনের উপাধি।

(THE ORDER OF ST. ANN.)

এই উপাধি পূর্ব্বে হলষ্টীন্ স্লেস্উইগ্ পরিবারের ছিল। সম্রাজ্ঞী এন্ এবং তৃতীয় পিটারের কন্যা ডচেস্ এন্ পেট্রোনার সম্মানার্থ ডিউক চার্লস্ ফ্রেডরিক্ কর্ত্তৃক (১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি) কীল (Kiel) নগরে সৃষ্ট হইয়াছিল।

প্রথমে এই উপাধির একটি শ্রেণী ছিল, ও পনর জন নাইট এই উপাধিপদক পাইতেন। এই উপাধির সৃষ্টিকর্ত্তা চার্লস্ ফ্রেডরিকের পুত্র সম্রাট তৃতীয় পিটার রুসিয়ায় এই উপাধি আনয়ন করেন। রুস্-সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়

ক্যাথারাইনের রাজত্বকালে গ্রাণ্ড্ ডিউক্ এই উপাধির বিতরণকর্ত্তা ছিলেন। এই গ্রাণ্ড্ ডিউক্ই পরে সম্রাট প্রথম পল্ নাম ধারণ করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পল রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া হলষ্টীন্-স্লেস্উইগ্ পরিবারের এই উপাধিকে রুসীয় উপাধি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। পূর্ব্বে ইহার শ্রেণী-বিভাগ ছিল না, কিন্তু সম্রাট পল্ কর্তৃক বিদেশীয় ও দেশীয়দের জন্য ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। আরও তিনি আদেশ দিলেন যে, সেণ্ট্ এণ্ড্রুর উপাধিপদকধারীরা সেণ্ট এনের উপাধি-পদকও ব্যবহার করিতে পারিবেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট প্রথম আলেক্জান্দার আবার ইহাতে চতুর্থ শ্রেণী যোগ করিলেন। ঐ শ্রেণী কেবল সামরিক লোকদের জন্য হইল। চতুর্থ শ্রেণীর মেম্বরেরা স্ব স্ব তরবারির মুষ্টিস্থানে উপাধিপদক ব্যবহার করিবার আদেশ পাইলেন।

১৩ ই ও ১৪ ই ফেব্রুয়ারি এই উপাধির বাৎসরিক উৎসব হয়।

এই উপাধিপদকের মধ্যস্থলে সেণ্ট্ এনের নামের আদ্য অক্ষর ও নক্ষত্র অঙ্কিত থাকে। ইহার প্রতিপাদ্য শ্লোক "ঈশ্বরভয়, ন্যায় ও বিশ্বাসের বন্ধুগণের প্রতি" (Amant. just. piet. fidem.)।

যে সকল বিদেশীয় ব্যক্তি রুসীয় রাজসরকারে কার্য্য করেন না, অথচ উপযুক্ত,"সেণ্ট এন্" উপাধি বেশীর ভাগ তাঁহাদিগকেই দেওয়া হইয়া থাকে।

সেণ্ট জর্জ্জের সাময়িক উপাধি।

(THE MILITARY ORDER OF ST. GEORGE.)

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৬এ নবেম্বরে (কেহ কেহ বলেন, ৭ই ডিসেম্বরে) রুসসম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারাইন্ কর্তৃক এই উপাধি সৃষ্ট হয়। সৈন্য ও নৌবিভাগীয় উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণকে গুণের পুরস্কার দিবার জন্য এই উপাধির সৃষ্টি। ইহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে মেজর জেনেরলেরাই কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাইট্ হইতে পারেন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদক কেবল কর্ণেলদের প্রতিই বর্ত্তে।

সেণ্ট জর্জ্জ উপাধি পাইবার নিমিত্ত কাহাকেও ফী দিতে হয় না। এই উপাধিধারিগণের সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক বৃত্তি ১০৯৭১ রুবল।*

যে দিবস এই উপাধি সৃষ্ট হয়, প্রতি বৎসর সেই দিবস ইহার উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের সময় কেবল জেনেরেলদিগকে সমপরিচ্ছদে উপস্থিত হইতে হয়, অন্যান্য মেম্বরদের পক্ষে সে নিয়ম নাই।

সেণ্ট ব্লডিমিরের উপাধি।

(THE ORDER OF ST. VLADIMIR.)

১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর (কাহার কাহার মতে ৪ঠা অকৃটোবর) মহারাণী দ্বিতীয়া ক্যাথারাইন্, তাঁহার সাম্বৎসরিক রাজ্যাভিষেক মহোৎসবের সময়ে মহাপুরুষ ব্লডিমিরের নাম স্মরণার্থ এই উপাধির সৃষ্টি করেন। ব্লডিমির ৯৭৬ খৃঃ অব্দে রুসিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া রুসদের নিকট ধর্ম্ম-প্রচারক (Apostle) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট প্রথম পল তাঁহার রজত্ব সময়ে এই উপাধির প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র আলেক্জান্দার সেণ্ট জর্জ্জ উপাধির সহিত পুনর্ব্বার ইহা প্রচার করিয়া যান।

যে সকল ব্যক্তি দেওয়ানী ও যুদ্ধবিষয়ে এবং সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞানে বিশেষ পরাকাষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদিগকে এই উপাধি অর্পিত হয়। এই উপাধি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতি বৎসর উপাধিদান-সভা হইতে একদিন এই উপাধি বিতরিত হয়। এই উপাধিপদকে হীরকাদি মণ্ডিত থাকে না। সেণ্ট-ব্লডিমির-উপাধি-পদকের এক পৃষ্ঠে এই উপাধি সৃষ্টির তারিখ রুসীয় ভাষায় লিখিত থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাধিধারীরা বেণীর ভাগ দক্ষিণ বক্ষে একটি নক্ষত্র-চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন। বক্ষের মধ্যস্থলে ৪খানি পত্রে (S, R. K. W.) অর্থাৎ সেণ্ট ব্লডিমির দি এপসোল লিখিত থাকে। উপাধি-পদকের মধ্যস্থলস্থ বেষ্টনীতে রুস ভাষায় লিখিত থাকে—"উপযোগিতা সম্মান ও গৌরব"। ২৭এ সেপ্টেম্বর এই উপাধির বার্ষিক উৎসব হয়। যদি এই উপাধিধারী কোন নাইটের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী স্বামীর মৃত্যুর পর এক বৎসর কাল পুরা মসহরা পান।

সেণ্ট জনের উপাধি।

(THE ORDER OF ST. JOHN.)

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথমতঃ পোলণ্ডে এই উপাধির সৃষ্টি হয়। প্রথম পলের সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া এক্ষণে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। এক শ্রেণী গ্রীক চর্চ্চ এবং অপর শ্রেণী রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য। এক্ষণে প্রথম শ্রেণীর উপাধিধারী নাইটের সংখ্যা ৯৮টি, কিন্তু পূর্ব্বে ৩৯৩টি ছিল। তাহা ছাড়া এতৎ সম্বন্ধীয় গ্রাণ্ড ক্রসের নাইটের সংখ্যা ৩২টি পর্য্যন্ত হইত।

শ্বেত ঈগলের উপাধি।

(THE ORDER OF THE WHITE EAGLE.)

চতুর্থ ব্লডিমিরের সময়ে জর্জ্জ অসিলিন্স্কি সাধারণ তন্ত্রের পোলণ্ড রাজ্যের চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি টেনেকৃজিনের সেনারি (seignory) প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কাউণ্ট বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি রুসিয়ার সম্রাট এবং পোপকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে কুমার (Prince) বলিয়া অভিহিত করেন। যাই হউক, তিনি এই উপাধি পাইতে না পাইতেই আপন ইচ্ছায় "নিষ্কলঙ্ক কুমারী" (Immaculate Vergin) নামে একটি উপাধি সৃষ্টি করিলেন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে অষ্টম পোপ আর্ব্বান এই উপাধির ব্যবস্থা অধিকতর পাকা করিলেন। এক্ষণে এই উপাধি "শ্বেত ঈগলের উপাধি" (Order of the White Eagle) নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার কেবল একটি শ্রেণী আছে।

এই উপাধির সনন্দ পত্র সর্ব্বদা জার কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। রুসদের জন্য রুসীয় ভাষায় এবং পোলদের জন্য পোল এবং রুসীয় উভয় ভাষায় এই সনন্দ লিখিত হইয়া থাকে। অন্যান্য রুসীয় উপাধিগুলি কেবল খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে প্রদত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এই উপাধি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও পাইয়া থাকেন। পারসিয়ার শাহ এবং অন্যান্য প্রাচ্য রাজারা রুস সম্রাটের নিকট হইতে এই উপাধি পাইয়াছেন। এই উপাধির ফী ১৫০ রুবল।

সেণ্ট ষ্টানিস্‌লেয়সের উপাধি।

(THE ORDER OF THE ST. STANISLAUS.)

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে ষ্টানিস্‌লেয়স্‌ অগষ্টস্‌ পনিয়াটস্‌কি, তাঁহার বন্ধু এবং সিংহাসনাধিকারীদিগের জন্য এই উপাধির সৃষ্টি করেন। তিনি তদীয় রাজ্যের পরম হিতৈষী মহাপুরুষ সেণ্ট্‌ ষ্টানিসলেয়স্‌ এবং আপনার নামে ইহা প্রচলিত করেন। এই উপাধির নাইট সংখ্যা ১০০ শত নির্দ্ধারিত আছে। ইহা ছাড়া বিদেশীয়েরাও এই উপাধি স্বতন্ত্র পাইয়া থাকেন। ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণী অনুসারে নাইট্‌গণকে, ৯০।৩০ বা ১৫ রুবল ফী দিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর ৩০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬০ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ৯০ জন নাইট্‌ ১৪২, ১১৪ এবং ৮৫ রুবল বাংসরিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। যাঁহারা যখন নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীতে উত্থিত হন, তখন উচ্চ শ্রেণীর বৃত্তি পাইবার মধ্যসময়ের মধ্যে কোনরূপ বৃত্তি পান না। যে সকল উপাধিধারী সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহারা আর বৃত্তি পান না। উপাধিধারীদের বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর পর এক বৎসর কাল পূরা মসহারা পাইয়া থাকেন। উপাধিধারীর মৃত্যু হইলে উপাধি-পদক অবশ্যই সম্রাটকে ফিরাইয়া দিতে হয়; না দিলে উহার মূল্য ফেরত দিতে হয়। ২৩এ এপ্রেল, বা ৭ই মে এই উপাধির বার্ষিক উৎসব হয়।

গত ২০ এ এপ্রেল সেণ্টপিটার্সবর্গের "সেণ্টপিটার্সবর্গার জীটঙ্গ্‌" নামক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান রুস সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্দার, জেনেরল কমারফের নিকট সেণ্ট্‌ জর্জ্জ উপাধির অনেকগুলি পদক (Crosses) পাঠাইয়াছেন। তাঁহার যে সকল সৈন্য খুস্ক নদী-তটে আফগান-দিগের সহিত যুদ্ধকালে যৎপরোনাস্তি বীরত্ব দর্শাইয়াছে, তাহাদিগকে ঐ পদকগুলি দেওয়া হইবে। তা ছাড়া রুস-সেনাপতিকে বলা হইয়াছে, অন্যান্য বীরগণের নাম লিখিয়া শীঘ্রই যেন সম্রাটের নিকট পাঠান হয়। জেনারেল কমারফ আফগান-যুদ্ধে জয়লাভ করাতে, সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি হীরকমণ্ডিত তরবারি পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিয়া-ছেন। তাহার পর তারের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, এই সকল পারিতোষিক-প্রদান-ব্যাপার সমাধা হইয়া গিয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্যবহারিক শিল্প (INDUSTRIAL ART) ; স্থপতি (ARCHITECTURE) ; ভাস্করীয় কার্য্য (SCULPTURE) ; সূক্ষ্মশিল্প (FINE ART), ইত্যাদি।

রুসসাম্রাজ্যে ব্যবহারিক শিল্পের অভাব নাই। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ সহ উহার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ।

এই মহানগর রুসিয়ার রাজধানী। সুইডেনের অধিপতি একাদশ চার্ল্‌সের সময় কতকগুলি সুইড্‌ সৈন্য নিভা নদীর তীরে নিষ্কর ভূমি পাইয়াছিল। তখন ঐ স্থান অস্বাস্থ্যকর ছিল। এক্ষণে সেই স্থানেই বর্ত্তমান মহানগর সেণ্ট্‌ পিটার্সবর্গ স্থাপিত আছে। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে বল্টিক্‌ সমুদ্রতটে পিটার দি গ্রেট রুস-সাম্রাজ্যের একটি নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তথায় তিনি এই উদ্দেশে প্রথমে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই গৃহটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। আজিও পর্য্যটকেরা উহা দেখিতে পায়। তাহার উপরিভাগে এক্ষণে ইষ্টকরাশি রহিয়াছে। সময়ে কত পরিবর্ত্তন ঘটে। যে স্থান এক সময়ে অতিসামান্য ছিল, আজ তথায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার স্বরূপ সেণ্ট্‌ পিটার্সবর্গ শোভা বিস্তার করিতেছে। ক্রমে ক্রমে যেমন রাজার পর রাজা হইতেছেন, সেইরূপ সেণ্ট্‌ পিটার্সবর্গের শোভার পর শোভা বাড়িতেছে। এই জন্য কলিকাতার ন্যায় সেণ্ট্‌ পিটার্সবর্গেরও নাম হইয়াছে "প্রাসাদ-নগর" (The City of Palaces.)।

সেণ্ট পিটার্সবর্গে কেবল সম্রাটভবনের সৌন্দর্য্য নয়, অপরাপর ধনীদেরও মনোহর অট্টালিকাশ্রেণীর শোভা ক্রীড়া করিতেছে। চারি দিকে সুবিস্তৃত রাজপথ। প্রত্যেক রাজপথের দুই পার্শ্বে বড় বড় অট্টালিকা। রুসগবর্ণমেণ্টের আদেশে কুশ্রী ও অস্বাস্থ্যকর গৃহ রাখিবার যো নাই। রাজাজ্ঞায়

প্রত্যেক গৃহস্বামীকে প্রতিবৎসর একবার করিয়া বাড়ী মেরামৎ ও চুণকাম করিতে হয়। অট্টালিকাশ্রেণী যদিও ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু সর্ব্বদা সুধাধবলে ধবলিত থাকায় সুন্দর দেখায়। রাজপুতানার জয়পুর নগরও এই ধরণের রাজধানী, তবে ইষ্টকের বদলে প্রস্তরের বাড়ীই যথেষ্ট।

নিভা নদী ও তাহার শাখা-নদীগুলি কর্ত্তৃক কতিপয় দ্বীপ সৃষ্ট হইয়াছে। সেই সকল দ্বীপের উপর সেণ্ট্ পিটার্সবর্গ রাজধানী নির্ম্মিত। এই নগর দ্বাদশ-পল্লী বা মহল্লায় বিভক্ত। সেণ্ট্ পিটার্সবর্গের পরিধি ৯ ক্রোশ এবং ব্যাস ৩ ক্রোশ। প্রত্যেক পল্লী বা মহল্লার সীমা শাখানদী বা খালের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। সুতরাং লোকজনের গতায়াতের জন্য সেতুর সংখ্যা সত্তরটি। তন্মধ্যে অর্দ্ধেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত, বাকি অর্দ্ধেকগুলির কতক-গুলি লৌহ ও কতকগুলি কাষ্ঠগঠিত। প্রতিবৎসর বসন্তকালে লাডোগা হ্রদ হইতে রাশি রাশি বরফ ভাসিয়া আসিয়া নিভা নদীতে জমাট হইয়া পড়ে, এইজন্য ঐ নদীর উপর কোন স্থায়ী থেমো বা পিল্পে-পুল (Pillar bridge) নির্ম্মিত হয় নাই। সকলের যাওয়া আসার জন্য উহার উপর দোল-পুল (Hanging bridge) আছে। টেমৃস্ নদীর উভয় পারে যেমন লণ্ডন নগর অবস্থিত, সেইরূপ নিভা নদীরও উভয় তটে সেণ্ট্ পিটার্সবর্গ নগর দাঁড়াইয়া আছে। গ্রীষ্মকালে ঐ নগরের দুই তীরস্থ দুই অংশ এক করিবার জন্য তিনটি বৃহৎ বৃহৎ ভাসা-পুল (Pontoon bridge) নির্ম্মিত হয়। ঐ তিনটির মধ্যে যেটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতু, তাহার দৈর্ঘ্য ১২৫০ এবং বিস্তার ৬০ ফুট, নাম "ইস্‌হাক্ সেতু" (Isaac Bridge)। অপর দুইটির মধ্যে একটির নাম "ট্রয়েস্কয় সেতু" (Troitskoi Bridge), দৈর্ঘ্য ২৪৫৬ ফুট; অপরটির নাম "ভস্‌ক্রেসেন্‌স্কয় সেতু" (Voskresenskoi Bridge), দৈর্ঘ্য ১২৬০ ফুট। ঐ তিনটি সেতুর উপরিভাগে বড় বড় তক্তা পাতা, দুই দিকে মানু-ষের যাতায়াতের জন্য পদপথ (Foot-path) এবং স্থিরভাবে ভাসিয়া থাকিবার জন্য বড় বড় লৌহ-খোল (Pantoon) গুলি নঙ্গর করা থাকে। নিভা নদীর উপর ২৪৫৬ ফুটের অপেক্ষা দীর্ঘাকার সেতু নাই, কিন্তু ঐ নদীর এক এক স্থলের বিস্তার ৩৫০০ ফুট পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইউরোপের কোন রাজধানীই নিভার ন্যায় মনোহর নদীতটে স্থাপিত নয়।

বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে সেণ্ট পিটার্স্বর্গের সেতুগুলির যেমন প্রয়োজন হয়, শীতকালে তেমন নয়। শীতের সময় নিভা ও তাহার শাখানদীগুলি জমাট বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তখন তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া পারাপার হওয়া যায়। কেবল নদী নয়, তখন পথ ঘাট সমস্তই বরফে ঢাকিয়া যায়।* পথে গাড়ী চলে না, নদীতে নৌকা চলে না। তখন লোকেরা নৌকার ন্যায় এক প্রকার চক্রহীন গাড়ী (Sledge) ব্যবহার করে। রুসিয়ায় বল্গা হরিণ নামে এক জাতীয় হরিণ আছে। বল্গা হরিণ, মানুষ বা বড় বড় কুকুরে ঐ সকল নৌকা টানিয়া লইয়া যায়। প্রকৃতির কাণ্ড অদ্ভুত! জলে স্থলে নৌকা চলে!

গ্রীষ্মের সময় বরফ গলিয়া যায়, সুতরাং তখন ঠেলাগাড়ীর (Sledge)এর ব্যবহার বন্ধ হয়। তখন পথে ড্রস্কি (Drosky) † নামক চারি চাকার ঘোড়ার গাড়ী চলে। প্রকৃত নৌকা জলে ভাসে।

সেণ্ট পিটার্স্বর্গের রাস্তাগুলি বড় ভাল নয়। প্রত্যেক রাস্তায় পাথরের টুকরা বিছাইয়া দেওয়া হয়। শীত ও গ্রীষ্মকালে বরফ ও জলের সঙ্ঘর্ষণ জন্য রাস্তা বন্ধুর হইয়া পড়ে। গাড়ী ও লোকের যাতায়াতের বড় সুবিধা হয় না। সম্রাট প্রথম আলেক্জান্দার এক বার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি তত্রস্থ রাস্তাগুলি দেখিয়া আসিয়া স্বীয় রাজধানীর দুর্দ্দশা মোচনে মন দিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা সেণ্ট পিটার্স্বর্গের পথে পথে ফুট-পাথ নির্ম্মিত হয়। যাই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে সেণ্ট পিটার্স্বর্গের পথগুলি অনেক ভাল হইয়াছে।

সেণ্ট পিটার্স্বর্গ নগরের মধ্যে জলযুদ্ধ-ব্যবস্থাপক-সমাজ-প্রাসাদই (Admiralty) সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই প্রাসাদ নিভা নদীর তটে অবস্থিত।

* অত্যন্ত শীতের সময় যখন তাপমান (Thermometer) যন্ত্রের পারদ খুব নীচে নামিয়া পড়ে এবং বাতাস বন্ধ হয়, তখন আকাশ হইতে অনবরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফখণ্ড পড়িতে থাকে। উহাতে রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্স্বর্গও তদ্রূপ স্থান সকল কতক কতক আচ্ছন্ন হয়। প্রত্যেক বরফ টুক্রা ছয়টি সমভুজ ও সমকোণবিশিষ্ট। প্রত্যেকের আকার একটি মটরের আধ খানি।

† ড্রস্কি এক রকম বেঞ্চ-সাজানো গাড়ী। ইহাতে শকটচালক ব্যতীত ৪ হইতে ৬ জন লোক পিঠাপিঠি করিয়া বসিতে পারে। বেঞ্চের শেষ ভাগে কোচম্যান বসিয়া গাড়ী হাঁকায়।

ইহা দীর্ঘে ১৪০০ এবং প্রস্থে ৬৭২ ফুট। যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য এখানে চারিটি স্থান আছে। এই প্রাসাদের মধ্য হইতে তিনটি বড় বড় রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে।

ইহার পরেই উইণ্টার প্রাসাদ (Winter Palace) গণ্য। ইহাও নিভা নদীর তীরে সুশোভিত। ইহার যে অংশ নদীর দিকে, তাহার দৈর্ঘ্য ৭২১ ফুট। ১৮৩৭ খৃঃ এই রাজপ্রাসাদ অগ্নি-সংযোগে দগ্ধ হইয়াছিল। পরে পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। উইণ্টার প্রাসাদের বাহিরের ও ভিতরের গঠন-সৌন্দর্য্য খুব চমৎকার।

উইণ্টার প্রাসাদের কিঞ্চিৎ দূরে বড় হার্মিটেজ্ ও ছোট হার্মিটেজ্ নামে অপর দুইটি সুন্দর প্রাসাদ আছে। একটি সুচারু সেতু পথের উভয় পার্শ্বস্থ এই দুইটি প্রাসাদকে এক করিয়া রাখিয়াছে।

ইহা ছাড়া সেণ্ট্ পিটার্সবর্গে আরও অনেকগুলি রাজপ্রাসাদ আছে। তন্মধ্যে মর্ম্মর-প্রাসাদ (Marble Palace) এবং টৌরিডা প্রাসাদ (Taurida Palace) অতি পরিপাটি। রুসরাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারাইন্ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়পাত্র কাউণ্ট্ অর্লফের জন্য মর্ম্মর-প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে সম্রাট পলের সময় পোলণ্ডের শেষ রাজারা এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন। সেনাপতি পোটেম্‌কিন্ কর্ত্তৃক টৌরিডা প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রুসীয় ইতিহাসে লিখিত আছে যে, পটেম্‌কিন্ ক্রিমিয়া-যুদ্ধে গিয়া প্রাণ হারাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই প্রাসাদে মহারাণী ক্যাথারাইন্‌কে একটি মহা-ভোজ দিয়াছিলেন।

১৮২৫ খৃঃ গ্রাণ্ড্ ডিউক্ মাইকেলের একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। ইহাও সেণ্ট্ পিটার্সবর্গের অন্যতম অলঙ্কার স্বরূপ।

রুস-গবর্ণমেণ্টের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সেণ্ট্ পিটার্সবর্গে অনেকগুলি বড় বড় অট্টালিকা আছে। তন্মধ্যে ইস্‌হাক্ স্কোয়ারে সিনেট্ হাউস নামক অট্টালিকাটি অন্যতম।

এটাট্ মেজর্ (*Etat Major*) নামক অট্টালিকা খুব প্রকাণ্ড। এই স্থানে যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা হয়। তা' ছাড়া রুস-রাজ্যের মানচিত্র (Map) অঙ্কিত হয়। মানচিত্র আঁকিবার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত

আছে। ঐ সকল মানচিত্র বিক্রীত হয়। তা ছাড়া এ স্থলে মুদ্রাযন্ত্র আছে। উহাতে রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় কাগজপত্র ছাপা হয়। এটাট্ মেজর অট্টালিকায় একটি বৃহৎ লৌহগৃহ আছে। উহা ২৫০ ফুট দীর্ঘ, ১০০ ফুট প্রস্থ এবং ৭০ হইতে ৮০ ফুট উচ্চ। ঐ লৌহ-গৃহে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কাগজগুলি এরূপ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে যে, প্রয়োজন হইলে তৎক্ষণাৎ যে কোন কাগজ বাহির করা যায়। এটাট্ মেজরে ১২০০ লোক কর্ম্ম করে। তন্মধ্যে ১০০০ লোক সেইখানে বরাবর থাকে। ২০০ লোক কার্য্য করিতে আসে, কার্য্য সারিয়া বাড়ী যায়।

সেণ্ট মাইকেল প্রাসাদে সম্রাট পল্ ষড়যন্ত্রীদের হস্তে গোপনে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত রুসিয়ার কোন রাজা বা রাজবংশীয় লোক সেখানে বাস করেন না। এক্ষণে এই প্রাসাদে "হোটেল্ ডু জিনী" (Hotel du Genie) নামে একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। ইঞ্জিনিয়ারেরা ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা করে।

নূতন ও পুরাতন অস্ত্রাগার, অস্ত্রনির্ম্মাণাগার, পোষ্ট আফিস্ এবং টঙ্কশালা এই কএকটি অট্টালিকাও দেখিবার যোগ্য। উইণ্টার প্রাসাদের সম্মুখ দিকে একটি দ্বীপের উপর নগর রক্ষার্থ যে দুর্গটি নির্ম্মিত হইয়াছে, উহাও অতি বৃহৎ ও চমৎকার।

বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য সেণ্ট পিটার্সবর্গে কএকটি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে। প্রত্যেকটিই দেখিবার যোগ্য। তাহাদের মধ্যে রাজকীয় বিজ্ঞান-মন্দিরটিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। পিটার দি গ্রেট্ নিভা নদীর দক্ষিণ তটে এই অট্টালিকাটি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী সংগৃহীত আছে। ইহাতে পশুশালা, খনিজ পদার্থশালা, আসিয়িক ও মিশ্রদেশীয় চিত্রশালা, শুষ্ক উদ্ভিজ্জ ও শুষ্ক কীটসংগ্রাহিকা, প্রাচীন মুদ্রা-সংগ্রাহিকা, আসিয়িক রুসীয় এবং অন্যান্য দেশীয় বর্ত্তমান মুদ্রাসংগ্রাহিকা, এবং একটি বৃহৎ পুস্তকালয় সমেত অদ্ভুত দ্রব্যশালা আছে। এই বিজ্ঞান-মন্দিরে পিটার দি গ্রেটের একটি সামগ্রীকক্ষ আছে। উহাতে তাঁহার নিজের হস্তকৃত অনেকগুলি শিল্প-সামগ্রী ও

তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে। তিনি পল-টোয়াতে যে আরবীয় অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই অশ্ব এবং আর দুইটি তাঁহার স্নেহের পাত্র কুক্কুরের মৃতদেহ জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

নিভা নদীর দক্ষিণ তটে রাজকীয় শিল্পাগারটিও খুব বড়। রাণী এলিজা-বেথ কর্ত্তৃক ইহার ভিত্তি স্থাপন হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ রাণী দ্বিতীয় ক্যাথা-রাইনের সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই আগারে বহুসংখ্যক চিত্র, খোদিত মূর্ত্তি সজ্জিত আছে। এখানে প্রতি তৃতীয় বৎসরে দেশীয় শিল্পকরদের কারুকার্য্যের একটি প্রদর্শনী হইয়া থাকে। এই শিল্পাগার-সংলগ্ন একটি শিল্প-বিদ্যালয় আছে। উহাতে সম্রাটের ব্যয়ে তিন চারি শত ছাত্র শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করে। যথাসময়ে যে ছাত্র যে বিষয়ে উপযুক্ত হয়, তাহাকে সরকার হইতে সেইরূপ কার্য্য দেওয়া হইয়া থাকে। আবার যে সকল ছাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহারা রুস গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষার মাত্রা পূর্ণ করে। সূক্ষ্ম-শিল্প সম্বন্ধে অপরাপর সভ্যদেশা-পেক্ষা রুসিয়া যে, এখনও নীচে পড়িয়া আছে, তাহা এই পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। যা'ই হউক, এক্ষণে রুসসম্রাট রুসছাত্রগণকে বিদেশে গিয়া শিল্প শিক্ষা করিবার যে প্রথা বাহির করিয়াছেন, ইহা রুসিয়ার মঙ্গলের বিষয়।

ইহার পর "হোটেল দিস্ মাইন্‌স্" (Hotel des Mines) নামক শিক্ষা-লয়। এখানে রাজ্য ও সৈন্যসংক্রান্ত কার্য্য পাইবার জন্য অনেকগুলি ছাত্র আকরিক ইঞ্জিনিয়ারি শিক্ষা করে। এখানে প্রায় ৩।৪ শত ছাত্র শিক্ষা পায়।

প্রথম আলেক্‌জান্দারের সময় সেণ্ট্ পিটার্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাজকীয় রুসবিদ্যালয় নামে আর একটি উচ্চ দরের বিদ্যালয় আছে। সে-খানে দেশীয় সাহিত্যের উন্নতিবিষয়ক চর্চ্চাটা বেশী হইয়া থাকে। তা ছাড়া সেণ্ট পিটার্সবর্গে দুইটি স্ত্রীবিদ্যালয় আছে। একটি সম্ভ্রান্ত নারী-বিদ্যালয়, অপরটি ক্যাথারাইনের বিদ্যালয়। প্রথমটিতে আট শত এবং দ্বিতীয়টিতে ছয় শত ছাত্রী অধ্যয়ন করে। রাজ্ঞী ক্যাথারাইন্ এই দুইটি বিদ্যালয়ের চিরস্থায়িত্বের জন্য অনেক টাকা দিয়া গিয়াছেন।

সেণ্ট পিটার্সবর্গে "আওয়ার্ লেডি অব্ কজান", সেণ্ট আলেকজান্দার নিউস্কি, সেণ্ট পিটার্, সেণ্ট পল, ক্যাথলিক্ গির্জ্জা, ইংলিস্ চার্চ্চ্, আরমানী গির্জ্জা, লুথারীয় গির্জ্জা এবং একটি মহম্মদীয় মসিদ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

বগো ডি লুইমা হাসপাতাল, দরিদ্রের হাসপাতাল প্রভৃতি কএকটি চিকিৎসালয়ও প্রশংসার যোগ্য। প্রথম চিকিৎসালয়টিতে প্রায় দুই হাজার রোগী থাকিতে পারে।

ইস্‌হাক স্কোয়ারের মধ্যস্থলে সেণ্ট পিটার্সবর্গের স্থাপনকর্ত্তা পিটার দি গ্রেটের একটি বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। ১৫০০ টন ওজনে এক খণ্ড বৃহৎ লোহিত প্রস্তরের চূড়ার উপর পিটার দি গ্রেটের মূর্ত্তি স্থাপিত। একটি বৃহৎ পিত্তল-নির্ম্মিত ঘোটকীর উপর পিটার দি গ্রেটের পিত্তলনির্ম্মিত মূর্ত্তি। দেখিলে বোধ হয় যেন মহাবীর পিটার পর্ব্বতের উপরেও অবলীলাক্রমে অশ্বারোহণে ধাবিত হইতে পারিতেন। ২ ক্রোশ দূর হইতে ঐ বৃহৎকায় লোহিত প্রস্তর-খণ্ড আনীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ক্যাথারাইনের আদেশে ফরাসী ভাস্কর "ফাল্‌কনেট্ এই অদ্‌ভুত পর্ব্বত ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতগাত্রে ল্যাটিন ও রুস ভাষায় লিখিত আছে :—

"To Piters the First, Catherine the Second, 1782."

ক্রন্‌ষ্টাড্।

সেণ্ট পিটার্সবর্গের দশ ক্রোশ দূরে নিভা নদীর মোহানাস্থিত একটি দ্বীপের উপর ক্রন্‌ষ্টাড্ নামক নগর ও দুর্গ স্থাপিত। দুর্গটির চারি ধারে বহুসংখ্যক কামান আছে। এই নগরস্থ নদীগর্ভে রুসীয় যুদ্ধ পোতগুলি থাকে। এই নগরের বারাকগুলিতে ২৫ হাজার সৈন্য থাকিবার স্থান আছে।

সারস্‌কোসিলো।

সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে ২২ ভার্ষ্ট দূরে এই নগর অবস্থিত। এখানে ইষ্টকনির্ম্মিত ও পঙ্কের কাজ করা একটি বৃহৎ রাজপ্রাসাদ আছে। উহার সম্মুখভাগে প্রায় ৮০০ ফুট জমী। সেই জমীর উপর ইতস্ততঃ থাম, খিলান ইত্যাদি শোভা পাইতেছে। রাণী এলিজাবেথ এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ

করিয়াছিলেন। রাণী ক্যাথারাইন জীবনের শেষভাগে এই প্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেন। এই প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানগুলি ইংরেজি ধরণে নির্ম্মিত। প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলি ফ্রেমশূন্য নানাবিধ চিত্রপটে সজ্জিত। ঐ সকল গৃহের যে গৃহটিতে প্রিন্‌স্ পটেম্‌কিন্ থাকিতেন, উহার মেজে কাষ্ঠের অদ্ভুত কারুকার্য্যে সুশোভিত। ইহার অন্তর্গত নৃত্যশালা দীর্ঘে ১৪০ এবং প্রস্থে ৫২ ফুট। ইহা দ্বিতল গৃহ। ইহা ভিন্ন আর একটি গৃহ আছে, তাহার নাম সিস্-মহল (Cabinate of Mirrors)। ঐ গৃহের মধ্যে দর্পণসজ্জিত ২৬০ ফুট দীর্ঘে একটি কাষ্ঠমঞ্চ (Gallary)। এই প্রাসাদের যেখানে যেখানে প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই প্রাসাদের অন্তর্গত ভজনালয়টি নানাবিধ মনোরম সজ্জায় সজ্জিত। ভজনালয়টি আগাগোড়া গিল্‌টী করা কাষ্ঠে গঠিত। অর্লপ চেসমীর জলযুদ্ধে তুর্কীদিগকে পরাজিত করাতে, তাঁহার সম্মানের জন্য এই প্রাসাদসংলগ্ন একটি উদ্যানে বৃহৎ জলস্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। ঐ স্তম্ভ দেখিবার যোগ্য।

নবগরদ।

নবগরদ নগরে যতগুলি সুন্দর জিনিষ আছে,তন্মধ্যে সেণ্ট সোফিয়ার গির্জ্জা একটি। কনস্তান্তিনোপল নগরে জষ্টিনিয়াস্ যেরূপ ধরণের একটি বৃহৎ ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার অনুকরণ। বোধ হয়, নবগরদের সেণ্ট সোফিয়া গির্জ্জা রুসরাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মমন্দির। ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্লডিমির দি গ্রেট কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয়। তার পর ১০৫১ বা ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে নবগরদের গ্রেট ডিউক ব্লডিমির যারস্‌লাভিচ্ প্রস্তর বা ইষ্টকে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা করেন। অনন্তর ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে এই গির্জ্জা অগ্নিতে পুড়িয়া যায়। নবনির্ম্মিত গির্জ্জার সঙ্গে তদানীন্তন গির্জ্জার কোন কোন অংশ আজিও দৃষ্ট হয়। এই গির্জ্জায় আজিও অনেক পুরাতন চিত্র আছে। সেই সকল চিত্রে মেরী, যিশুখৃষ্ট ও অন্যান্য সেণ্টদের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ডাক্তার ক্লার্ক বলেন, খৃষ্টধর্ম্মান্তর্গত চিত্রপটই রুসিয়ায় খৃষ্টধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়াছে। ঐ সকল ছবি আসিবার পূর্ব্বে সেখানে পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ৯৯১ খৃষ্টাব্দে ব্লডিমির দি গ্রেট

খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ব্লডিমির প্রথমে পুত্তল, পূজক ছিলেন। তাঁহার ৮০০ প্রণয়িনী ছিল। কিন্তু গ্রীক সম্রাটের ভগিনীর সহিত যখন তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হয়, তখন তাঁহাকে পুত্তল-পূজা ও ঐ ৮০০ প্রেমিকার প্রেম বিসর্জ্জন দিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এরূপ না করিলে তাঁহার এই খৃষ্টানী বিবাহ হইবার উপায় ছিল না। তার পর, বিবাহের দিন ব্লডিমিরের ২,০০০০ কুড়ি হাজার প্রজা ও ছয়টি পত্নীর গর্ভজাত বারটি পুত্র এক সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ব্লডিমির গ্রীকরাজ-ভগিনীকে বিবাহ করাতেই সেই সময় হইতে রুসিয়ায় আজ পর্য্যন্ত গ্রীক চর্চ্চ মতানুযায়ী খৃষ্টধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। এক দিনে এত লোকের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ আর কোথাও হইয়াছে কি না, তাহা আমরা জানি না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা তা বলিতে পারেন।

নবগরদ ও রুসরাজ্যের অন্যান্য স্থানে গ্রীক চর্চ্চ মতানুসারে যিশুখৃষ্ট ও সেণ্টগণের খোদিত মূর্ত্তি এবং চিত্রপট পূজিত হয়। ঐ সকল দেখিতে সুন্দর ও তাহাদের ভাস্করীয় এবং চৈত্র কার্য্য রুস কারিকরগণের ক্ষমতা-পরিচায়ক।

নবগরদের দুর্গটি যদিও মোটামুটি ধরণের, কিন্তু শত্রু-বিজয়ের গঠন-প্রণালীতে হীন নহে। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে মস্কাউ নগরের ক্রেমলিন্ নামক দুর্গের ধরণে ইহার অনেকটা নূতন আকার হইয়াছে।

ভাইস্নি ভলোসক্।

এই স্থান বড় বড় খালের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐ সকল খাল কাস্পীয় হ্রদ ও বল্টিক্ সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে। উহাদের দৈর্ঘ্য মোটের উপর প্রায় ৫০০০ ভার্ষ্ট অর্থাৎ ৩৭৫০ ক্রোশ। প্রতি বৎসর ঐ সকল খালে পাঁচ ছয় হাজার বাণিজ্য-নৌকা যাতায়াত করে। ইহাতে স্থানীয় অন্তর্বাণিজ্যের বড় সুবিধা হইয়াছে।

টর্শক্ বা টর্জক্।

এই নগর ভাইস্নি ভলোসক্ হইতে ৭১ ভার্ষ্ট দূরে অবস্থিত। এখানে উত্তম জুতা, পরিষ্কৃত চর্ম্ম এবং সোনা রূপার জরির কাজ করা কোমরবন্ধ

প্রস্তুত হয়। ওক্ গাছের ছালের সহিত মোটা চামড়াকে পাতলা করা হয় এবং উহাকে লালরঙে রঞ্জিত করিবার জন্য এক প্রকার পোকা শুকাইয়া রাখা হয়। সুগন্ধ করিবার জন্য এক প্রকার ঔদ্ভিজ্জ তৈল উহাতে মাখান হইয়া থাকে। এই চর্ম্ম "রুসচর্ম্ম'' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া এই নগর রুস্ খৃষ্টানদের একটি তীর্থ। এখানে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। তদুপলক্ষে প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত কুড়িটি গির্জ্জা স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে যাত্রীরা আসিয়া এখানে ধর্ম্মোৎসব করে।

ভার্।

টর্শকি নগর হইতে ৬৩ ভার্ষ্ট দূরে ভল্গা নদীর উপর ভার্ নগর অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বড় বড় বাড়ী ও দোকান আছে। ইতালীদেশস্থ পর্য্যটক ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া নগরবাসীদিগকে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় করে।

মস্কাউ (মস্কো)।

সেণ্ট পিটার্সবর্গের পরেই এই নগরটির প্রশংসা করা করা যায়। কিবিট্কি (Kibitki)* শকটে আরোহণ করিয়া ভার্ নগর হইতে ১৫ ঘণ্টায় মস্কাউ নগরে যাওয়া যায়। এই নগরের প্রায় ৪ ভার্ষ্ট দূরে পেত্রোস্কির রাজপ্রাসাদ। সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে মস্কাউ নগরে যাইবার সময় রুস্-সম্রাটেরা ঐ প্রাসাদে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। প্রাসাদটি যদিও ইষ্টক-নির্ম্মিত ও যদিও উহার গঠনপ্রণালী তেমন সুন্দর নয়, তথাপি খুব প্রকাণ্ড।

মস্কাউ নগরে এসিয়া ও ইউরোপের অন্তর্গত অনেক স্থানের স্থপতি ও ভাস্করীয় কার্য্যের নমুনা দেখা যায়। সুদূর উত্তর সমুদ্র-তীরস্থ স্থান হইতে কাষ্ঠগৃহ; সুইডেন ও ডেন্মার্ক হইতে পঙ্খের কাজ করা ইষ্টকালয়; টাই-রোল হইতে চিত্রিত প্রাচীর; কনস্তান্তিনোপল হইতে মসিদ; বুকারিয়া

* এই শকট প্রাচীন শক (Sythian) জাতি ব্যবহার করিত। এক্ষণে কালমুখ ও নগাই তাতার জাতির মধ্যে ইহার বেশী প্রচলন। তাহারাই ইহাকে কিবিট্কি বলে। রুসিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র এই শকট দৃষ্ট হয়।

হইতে তাতারী মন্দির ; চীন হইতে কাষ্ঠমন্দির, বারাণ্ডা ও মণ্ডপ ; স্পেন হইতে কাবারেৎ ; ফ্রান্স হইতে সৌড়ঙ্গিক কারাগার (Dungeon), কারাগার ও সাধারণ কার্য্যালয় ; রোম হইতে স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ ; নেপল্‌স্ হইতে ছাদ, চাতাল ও বাগানের রেলিং আসিয়া মস্কাউ নগরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এখানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের গৃহ, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদধারী লোকের ভিড়ে রাজপথগুলি সর্ব্বদা অস্থির হইতে থাকে। গ্রীক্, তুর্কী, তাতার, কসাক, চীনে, মস্কোভীয়, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালীয়, পোল, জর্ম্মণ প্রভৃতি বহু জাতির লোক মস্কাউ নগরে বাস করে। এখানে নানাবিধ মনোহর ছবি বিক্রয় হয়।

ক্রেমলিন্ দুর্গের সম্মুখভাগে "প্লেস ডি গালিজিন" নামক একটি বৃহৎ ভূখণ্ডে হাট বসে। ঐ স্থানে শ্বেত ময়ূর, পালকের পাখা, পায়রা, সকল প্রকার কুক্কুর, গায়কপক্ষী, বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি বিক্রীত হয়।

মস্কাউ হইতে ২০ ক্রোশ দূরে ট্রিনিটির কন্‌ভেণ্ট (The Convent of Trinity) অবস্থিত। উহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য অনেক। উহার এক ক্রোশ দূরে আর একটি কন্‌ভেণ্ট আছে। উহার প্রাচীরাবেষ্টনের মধ্যে একটি গথিক গির্জ্জা নির্ম্মিত। ঐ গির্জ্জা একটি উন্নত স্তূপের উপর শোভা পাইতেছে। স্তূপের তলদেশে একটি মন্দির মধ্যে লেজারসের মোম-নির্ম্মিত চমৎকার প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ক্রেম্‌লিন্ দুর্গের সম্মুখে সেণ্ট বেসিল্ গির্জ্জা দাঁড়াইয়া আছে। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইভান্ বাসিলোভিচ্ তাতারীয় রুচি অনুসারে ঐ গির্জ্জা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ গির্জ্জার মধ্যে সুবর্ণরসরঞ্জিত অনেকগুলি ক্রুশ আছে। সেগুলির শোভা বড় মনোহর।

মস্কাউ নগরে যতগুলি প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তন্মধ্যে ক্রেম্‌লিন্ বা ক্রেমল্ দুর্গ একটি। ইহার প্রধান ফটকের নাম পবিত্র তোরণ (Holy Gate)। এই স্থানের গৌরব বড়, সুতরাং মাথার টুপী হাতে না লইয়া কেহই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। এই দুর্গের মধ্যে একস্থলে ভূগর্ভে একটি বিরাট ঘণ্টা আছে। ঐ ঘণ্টা ঢালাই হইয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত এক স্থানেই পড়িয়া আছে। উহা এত ভারি যে, আজ পর্য্যন্ত কোন স্থলে

টাঙানো হইতে পারে নাই। ক্রেমলিন্ দুর্গে এক সময় আগুন লাগাতে ঐ ঘণ্টা বড় তাতিয়া উঠে। তত্রস্থ লোকেরা ঠাণ্ডা করিবার জন্য উহাতে জল ঢালিয়া দেয়। গরমে নরম—কাজেই ঘণ্টার গায়ে একটা ভয়ানক চিড় ফুটিয়া কতকটা অংশ ভাঙিয়া গিয়াছে। আজিও সে দাগ্‌টা রহিয়াছে। ঐ বিরাট ঘণ্টার পরিধি (বেড়) ৬৭ ফুট ৪ ইঞ্চি, ব্যাস (বেড় লম্বাই) ২২ ফুট ৫⅝ ইঞ্চি এবং উচ্চতা (খাড়াই) ২১ ফুট ৪½ ইঞ্চি। ঐ ঘণ্টা ওজনে ৪,৪৩,৭৭২ পাউণ্ড *। যদি ১৷৷০ টাকা হিসাবে প্রতি পাউণ্ড ধরা যায়, তাহা হইলে উহার মূল্য ৬,৬৫,৬৫৮ টাকা হয়। ঐ ঘণ্টাতে পিত্তল, রূপা ও কতকটা সোণা আছে শুনা যায়। পাঠক মহাশয়! আমাদের দেশে, "হাতীর গলায় ঘণ্টা" বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, কিন্তু রুসিয়ায় "ঘণ্টার গলায় হাতী" প্রবাদটা খাটিতে পারে কি না?

রুসিয়ার সামান্য লোকেরা প্রতি বৎসর এক দিন ঘটা করিয়া ঐ ঘণ্টাকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ ও সেলাম করে। যাই হউক, এরূপ একটা প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ডতর ঘণ্টা পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

ইহা ছাড়া মস্কাউ নগরে আরও কএকটি বৃহৎ ঘণ্টা আছে। তন্মধ্যে সেণ্ট ইভানের বেল্‌ফ্রিতে যে মহাঘণ্টাটা টাঙানো আছে, তাহার ওজন সাতান্ন টনেরও বেশী। ঐ ঘণ্টা যখন বাদিত হয়, তখন সমস্ত মস্কাউ নগর গম্ভীর শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

ক্রেমলিন্ দুর্গে বিরাট ঘণ্টা ছাড়া একটি বিরাট কামান আছে। উহার কাঁড় এত বড় যে, এক জন মানুষ সটান হইয়া তন্মধ্যে বসিতে পারে। ঐ কামান ১৮½ ফুট লম্বা এবং উহার পাটী ১০ ইঞ্চি পুরু। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিরাট কামানের নিকট আরও কতকগুলি বৃহৎ কামান আছে। যদিও সে গুলির ব্যাস (বেড়) তত বড় নহে, কিন্তু দৈর্ঘ্য ঐ কামানের অপেক্ষা বেশী।

ক্রেমলিন্ দুর্গে রুস্‌সম্রাটদের প্রাচীন বাসগৃহ আছে। উহা গথিক ধরণে নির্ম্মিত। দুর্গস্থ রাজকীয় ধনাগার খুব প্রশংসার যোগ্য নহে। উহার গঠনপ্রণালী মোটামুটি রকমের। ক্রেমলিন্ দুর্গের পুরাতন রাজপ্রাসাদে

* ইংরেজি ২ পাউণ্ডে বাঙ্গালা ৮৶১০ ছটাক হয়।

পিটার দি গ্রেটের জন্ম হইয়াছিল। নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট মস্কাউ নগরে অবস্থান কালে এই প্রাসাদেই বাস করিয়াছিলেন। পর্য্যটকেরা এই প্রাসাদকে "বেলভিডিয়ার প্রাসাদ" বলিয়া থাকে।

রুসকর্তৃক পরাজিত কজান, সাইবিরিয়া, অস্ত্রাকান্, ক্রিমিয়া প্রভৃতি রাজ্যের রাজমুকুট এই দুর্গস্থ রাজভাণ্ডারে সংরক্ষিত আছে। রুস্ সম্রাজ্ঞী এন্ এবং সম্রাট দ্বিতীয় পিটার প্রভৃতিরও রাজ-মুকুট এখানে রহিয়াছে। কিন্তু মূল্যবান্ মাণিক্যাদি রত্নগুলি অনেক মুকুটে নাই। সেগুলি লইয়া তাহাদের স্থানে অল্প মূল্যের প্রস্তর সংলগ্ন করা হইয়াছে। রাজভাণ্ডারের এক স্থানে একখানি হস্তিদন্তের বড় চিরুণী ও সোণা রূপার নানাবিধ কুঁজা, বাটি, গেলাস, রেকাব প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। রুসিয়ার পূর্ব্বতন রাজারা সেই চিরুণীতে শ্মশ্রু পরিষ্কার করিতেন। এক স্থানে একটি গোলাকার রৌপ্য বাক্স আছে। পিটার দি গ্রেটের পিতা আলেক্সিস্ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আইন কানুন সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন।

একটি কক্ষে পূর্ব্বতন দেশোদ্ধারকারীদের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার সজ্জিত আছে। অলঙ্কারগুলি বহুমূল্য নানাবিধ রত্নে মণ্ডিত হওয়াতে তত্তাবতের শোভা ও চাকচিক্য বিশেষরূপে বৃদ্ধি হইয়াছে। এক স্থলে মেরী মাগ্‌ডেলিনের অস্থি সংগৃহীত রহিয়াছে। রুসেরা বলে, ঐ সকল অস্থির রোগ প্রভৃতি বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে। অপর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ওনিক্স নামক মণির উপরে ভার্জ্জিন মেরী ও যিশুখৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। ঐ মণিটির আকার দীর্ঘে ৩½ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ২ ইঞ্চি। ঐ কক্ষের এক স্থানে অনেকগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত বৃহদাকার জালা আছে। সম্রাট পল ঐ সকল জালা দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ষোলটি জালা এত বড় যে, তন্মধ্যে তিন হইতে চার গ্যালন পর্য্যন্ত তৈল থাকিতে পারে। ঐ সকল জালায় উৎকৃষ্ট পবিত্র তৈল আছে। মস্কাউ হইতে ঐ তৈল চালান হইয়া সমস্ত রুসিয়ার অন্তর্গত গ্রীক চর্চ্চে ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্রেমলিন্ দুর্গের অন্তর্গত একটি ধর্ম্মমন্দিরে গ্রীক ও স্লাভোনিক ভাষার অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি আছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত ভাষারই পুঁথি অধিক। তা ছাড়া সেখানে মাইকেল ফিওডরোভিচের কন্যা এনের

স্বহস্ত-লিখিত একখানি বাইবেল আছে। উহার কাগজ, কালি ও লেখা বড় সুন্দর।

সেণ্ট পিটার্সবর্গের চিত্রশালায় পিটার দি গ্রেটের স্বহস্তনির্ম্মিত অনেকগুলি জিনিষের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মস্কাউ নগরের ক্রেম্‌লিন্ দুর্গেও তৎকৃত অনেকগুলি জিনিষ আছে। তন্মধ্যে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সের ভিতর পিটার দি গ্রেটের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আছে। তিনি ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে হলণ্ডের অন্তর্গত সার্ডম্ হইতে মস্কাউ নগরস্থ ধর্ম্মাধ্যক্ষকে উহা লিখিয়াছিলেন।

ক্রেম্‌লিন দুর্গে আর একটি অপূর্ব্ব সামগ্রী আছে। উহা "ক্রেম্‌লিন্ দুর্গের আদর্শ"। রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারাইনের আদেশে ও ব্যয়ে জনৈক পারিস হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত রুস-ভাস্কর উহার নির্ম্মাণ-ভার লইয়াছিলেন। নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ না হইতেই উহার একটি ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে। সুতরাং রাণীর আদেশে নির্ম্মাণ-কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। যাই হৌক্, উহা যত দূর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার রুবল খরচ পড়িয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ হইলে ৫,০০,০০,০০০ পাঁচ কোটি রুবল ব্যয় হইত।

এইবার মস্কাউ নগর সম্বন্ধে আরও কএকটি কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাউক।

মস্কাউ নগর একটি বিস্তৃত সমতলভূমির উপর অবস্থিত। ইহার পরিধি ১৩ ক্রোশ, দৈর্ঘ্য ৪ ক্রোশ এবং বিস্তার ৩ ক্রোশ। এখানে মস্কুয়া, যাওসা ও নেগ্‌লিনিয়া নামে তিনটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। ১৮১২খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির রুষিয়া আক্রমণের সময় এই নগরের তিন ভাগের দুই ভাগ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তার পর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আবার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা চারি ভাগে বিভক্ত, ১ ক্রেম্‌লিন্ বা ক্রেমল* ; ২ কিতাই-গরদ ; ৩ বিলয়-গরদ বা শাদা শহর ; এবং ৪ জেম্‌লিয়ানয়-গরদ বা মাটীর শহর। তা ছাড়া "শ্লবডি" অর্থাৎ শহরতলী আছে।

প্রথম।—ক্রেম্‌লিন্ বা ক্রেমল্। মস্কুয়া নদীর উত্তর তটে এই অংশ

---

* তাতার ভাষায় ক্রিম্ বা ক্রেম্ অর্থে দুর্গ, কেল্লা, গড়। তা হইতেই ক্রেম্‌লিন্ বা ক্রেমল হইয়াছে।

অবস্থিত। ইহার চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর। ক্রেমলিন্ ত্রিকোণাকার, প্রত্যেক কোণে বৃহৎ গোলাকার স্তম্ভ আছে। ক্রেমলিনের অন্তর্গত গৃহগুলি প্রায় প্রস্তর-নির্ম্মিত। যেগুলির সমস্ত ভাগ প্রস্তরের নয়, তাঁহাদের ভিত্তি প্রস্তরের ও উপরিভাগ ইষ্টকের। গৃহগুলির গায়ে শাদা, নারেঙ্গী, হলুদে, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানাবিধ রঙ্। ক্রেমলিন্ বিভাগে যত অট্টালিকা আছে, তৎসমস্তই রুস্ গবর্ণমেণ্টের নিজের। এখানে অপর লোকের একখানিও বাড়ী নাই। ক্রেমলিনে ভার্জিন্ মেরী, সেণ্ট মাইকেল প্রভৃতি চারিটি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমন্দির আছে। ক্লার্ক সাহেব অত্রস্থ প্রাচীন রাজপ্রাসাদের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তা ছাড়া এখানে একটি নূতন রাজপ্রাসাদ আছে। রাণী এলিজাবেথ্ উহা আরম্ভ করেন, কিন্তু সম্রাট পলের সময়ে উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির সময়ে ঐ রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হইয়া যায়। তার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আলেক্জান্দার কর্তৃক উহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত সম্রাট ইহা ছাড়া ক্রেমলিনে রাজকীয় চিত্রশালা নামে একটি বৃহৎ ও পরিপাটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। প্রাচীন রাজপ্রাসাদস্থ অনেকানেক অদ্ভুত সামগ্রী সেই বাটীতে আনীত হইয়াছে। অত্রস্থ অস্ত্রাগার খুব বড়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে উহার কিয়দংশ বারুদাগ্নিতে উড়িয়া যায়। মস্কাউ হইতে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির হটিয়া যাইবার সময় রুস-সৈন্যগণ তাঁহার ৯০০ কামান কাড়িয়া লইয়াছিল। ঐ সকল কামান ক্রেমলিনের অস্ত্রাগারের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত আছে। ক্রেমলিনে অনেকগুলি সরকারী আফিস আছে, তন্মধ্যে রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারাইন্ কর্তৃক স্থাপিত সিনেট-গৃহই খুব উৎকৃষ্ট। কুডোফ্ মনাষ্টারি ও ভস্নেসেন্স্কই ননারিও দেখিবার যোগ্য।

দ্বিতীয়।—কিতাই-গরদ বা চীনে শহর। ইহা মস্কাউ নগরের দ্বিতীয় অংশ, কিন্তু ক্রেমলিন্ বিভাগ অপেক্ষা আকারে বড়। অত্রস্থ গৃহগুলি ইষ্টক ও প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং নানা বর্ণে চিত্রিত। গৃহগুলির উপরে লোহার ছাদ। কিতাই-গরদের মধ্যস্থলে একটি উচ্চ স্তম্ভ আছে। সম্রাট পল, মিনিন্ ও পোজার্স্কি নামক দুই জন রুস-বীরের নামে উহা উৎসর্গ করিয়া

গিয়াছেন। ঐ দুই বীর সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মস্কাউ হইতে পোল-দিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই বিভাগে ৯।১০ হাজার দোকান আছে। ঐ সকল দোকানে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হয়। ক্রেতারা দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, বাহিরে দাঁড়াইয়া ইচ্ছামত সামগ্রী ক্রয় করে। রাত্রিকালে কোন দোকানের মধ্যে আগুন বা আলো রাখিবার হুকুম নাই।

কিতাই-গরদে অনেকগুলি গির্জ্জা আছে, তন্মধ্যে সেণ্ট নিকোলাস্ নামক গির্জ্জাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তত্রস্থ লোকদের বিশ্বাস যে, মথি, মার্ক, লুক, জন, টাইটস্ ও অপর কএক জন খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকের মৃত দেহ সেই গির্জ্জায় প্রোথিত আছে।

মস্কাউ প্রদেশের শিশুনিবাস (Foundling Hospital) এই স্থানে আছে। উহা ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই শিশুনিবাসে প্রতি বৎসর প্রায় ১৫।১৬ হাজার দরিদ্র বালক ও বালিকা সরকারী খরচে খাইতে পরিতে পায়। বালকেরা ২৪ বৎসর এবং বালিকারা ২০ বৎসর পর্য্যন্ত এখানে থাকে। তার পর তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হয়। এই শিশুনিবাসের একটি ফণ্ড্ আছে। ফণ্ডের টাকা অনেক। আর্চডিকন্ কক্স বলেন, ডিমিডফ্ নামে এক জন ধনী রুস ঐ ফণ্ডে এককালে কুড়ি লক্ষ টাকা দান করেন।

তৃতীয়।—বিলয়-গরদ বা শাদা শহর। পূর্ব্বে এই বিভাগের চতুষ্পার্শ্ব শাদা দেওয়ালে ঘেরা ছিল বলিয়া এই নাম হয়। এক্ষণে শাদা দেওয়াল নাই। এখানে ধনীদের অনেক বাড়ী ও বড় বড় প্রাসাদ আছে। এই স্থলেই গবর্ণর-জেনেরলের প্রাসাদ, মেডিকো-চিরর্জিকাল একাডেমি, পোষ্ট আফিস, থিয়েটার প্রভৃতি শোভা বিস্তার করিতেছে। অত্রস্থ সামরিক ব্যায়াম-মন্দির (Military excercise house) অতি প্রকাণ্ড। শীতকালে হাজার হাজার সৈন্য এক সঙ্গে সেই বাটীর প্রাঙ্গণে যুদ্ধ শিক্ষা করে।

চতুর্থ।—জেমুলিয়ানয়-গরদ বা মাটীর শহর। এখানে প্রশংসার যোগ্য এমন কিছুই নাই।

পঞ্চম।—স্লবডি বা মস্কাউ নগরের শহরতলী। এখানে পল, গালিট্-জিন্, সিরিমেটীফ্ প্রভৃতির স্থাপিত হাসপাতাল ও অনেকগুলি গির্জ্জা আছে। তা ছাড়া অত্রস্থ জেলখানা ও হরিণবাড়ীও দ্রষ্টব্য বটে।

ব্যবহারিক শিল্প সম্বন্ধে পাঠক মহাশয়কে কএক স্থলের বিবরণ দেওয়া গেল। কিন্তু রুস রাজ্যের অনেক স্থানে আরও যে কতরূপ কাণ্ডকারখানা আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লেখা অসম্ভব।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জাতি।

রুসিয়ায় নানাবিধ মানুষের বাস। নানা জাতি; কাজেই ভাষা, আচার ব্যবহার, রীতি নীতিও নানাবিধ। প্রধানতঃ ককেশীয় ও মঙ্গোলীয় বংশ হইতে রুসিয়ার সমস্ত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ককেশীয় বংশোদ্ভব লোকদিগের সংখ্যা অনেক বেশী। মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভব জাতির সংখ্যা রুসিয়া রাজ্যের সমস্ত লোকসংখ্যার শতাংশের একাংশ মাত্র।

রুসিয়ায় স্লাভোনীয় সুদ বা ফীন্, তাতার বা তুর্কী, জর্ম্মণ, য়িহুদী এবং গ্রীক জাতি ককেশীয় বংশোদ্ভূত। সমস্ত লোকসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ স্লাভোনীয় জাতি। স্লাভোনীয়েরা রুস, পোল, লিথুওনীয়, লেট্টি, বল্গচীয় এবং সার্ভীয় প্রভৃতি বংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক রুসেরাই সমস্ত লোকসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ হইবে। রুসেরা প্রধানতঃ রাজ্যের মধ্যস্থলে অর্থাৎ নিপার এবং ভল্‌গা নদীর মধ্যবিভাগে বাস করে। তাহারা অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়াও কালক্ষেপ করিয়া থাকে। রুসেরা বড় রুস (Great Russians) এবং ছোট রুস, (Little Russians) এই দুই ভাগে বিভক্ত। উক্রেন নামক দেশে ছোট রুসেরা বাস করে। কসাক জাতি উহাদেরই সন্তান।

পোলেরা প্রধানতঃ পোলণ্ড প্রদেশে বাস করে। তা' ছাড়া বলিনিয়া, পোডোলিয়া এবং গ্রড্‌নো রাজ্যেও তাহাদিগকে দেখা যায়। যদিও উহাদের আচার ব্যবহার রুসদের অপেক্ষা অনেক অংশে ভাল, কিন্তু ব্যবহারিক শিল্প জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের তুল্য নয়।

উইল্না এবং মিংস রাজ্যে লিথুওনীয়েরা বাস করে। উহারা কৃষি-ব্যবসায়ী। কিন্তু আজিও তেমন সভ্য হইতে পারে নাই। লিথুওনিয়দের বাসস্থানের উত্তরে কৌর্‌লণ্ড এবং লিভোনিয়া প্রদেশে লেট্টি জাতির বাস। রুসীয় ও লিথুওনীয় জাতির সহিত তাহাদের ভাষা মিলে না। উহারা কৃষিকার্য্য বই অন্য কার্য্য করে না। উহাদের মধ্যে যাহারা কৌর্‌লণ্ডে বাস করে, তাহারা 'কূর' নামে অভিহিত হয়। সম্রাট আলেকজান্দারের সময় পর্য্যন্ত লিথুওনীয় ও লেট্টি জাতি জর্ম্মণদিগের অধীন ছিল।

ব্লেচ্ বা বল্লচীয় জাতি তুরস্কদেশের সীমাবর্ত্তী বিশ্বারাবিয়া রাজ্যে বাস করে। কতকগুলি সার্‌ভীয় জাতীয় লোককে তাহাদের সহিত বাস করিতে দেখা যায়। এস্থোনিয়া, ফিন্‌লণ্ড, ল্যাপলণ্ড ও লিভোনিয়া প্রদেশে সুদ বা ফিন জাতির বাস। সুদ জাতির দুইটি বিভাগ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। প্রতীচ্যদিগকে বল্‌টিক ফীন্ বলে। প্রাচ্য সুদেরা ইউরাল পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে এবং মধ্য-ভল্‌গা নদীর তীরে বাস করে। কিন্তু এই উভয় সুদ বা ফীন্ জাতির মধ্যে ২॥০ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া রুসেরা বাস করে। কিরূপে বা কখন্ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সুদ জাতির এরূপ স্বতন্ত্র ঘটিয়াছে, বলা যায় না।

রুসিয়াবাসী ককেশীয় বংশের তৃতীয় শাখা তুর্কী। তাহারা সচরাচর তাতার নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহাদের ভাষা তুর্কী ভাষা। তাহারা পূর্ব্বে রুসিয়ার কোন অংশে বাস করিত না। নবম এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল এবং অন্যান্য বিজেতৃজাতির সহিত তথায় আগমন করে। এক্ষণে রুসিয়ায় যে সকল তুর্কী আছে, উহারা কজানের তাতার, বস্কীর, মেসেরিয়েক এবং নগে তাতার এই চারি ভাগে বিভক্ত। এই চারি প্রকার তুর্কীর মধ্যে কজানের তাতারগণ বিশেষ সভ্য। বস্কীরগণ ইউরাল পর্ব্বতের দুই পার্শ্বে বাস করে। আজিও তাহারা সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। মেসে-রিয়েকগণ বস্কীরদিগের সহিত একত্র বাস করে। এবং পশুচারণ ও মধু-চক্রের ব্যবসায় করিয়া থাকে। নগে * তাতারেরা ক্রীমিয়া এবং তত্রস্থ

* বোধ হয়, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পৌরাণিক নাগবংশ ছিল। পণ্ডিতবর টড্ বলেন, তাতার দেশীয় নাগস্ নামক এক ব্যক্তির বংশধরগণ বোধ হয় হিন্দুপুরাণের নাগ ও তক্ষক জাতি। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা দি গায়েন্ কর্ত্তৃক তক্ষকগণ তক্যাক মোগল নামে অভিহিত হইয়াছে।

ষ্টেপে বাস করে। উহারা আজব্ সমুদ্র এবং ককেশস্ পর্ব্বতের মূল পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক পরিশ্রম করে এবং অপরগুলি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

যাহারা টিউটানিকবংশীয়, সম্ভবতঃ তাহারা তুর্কীদের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী। টিউটানিকবংশীয়েরা জর্ম্মণ ও সুইড্। উহাদের সহিত কিয়দংশে জর্ম্মণ ও দিনেমারেরা মিশ্রিত হইয়াছে। জর্ম্মণবংশীয় অনেকগুলি লোক বল্‌টিক সাগরের নিকট, রুস রাজ্যের দুইটি রাজধানী, ভল্‌গা নদীর মধ্যাংশে এবং সমুদ্র-বন্দরে বাস করে। ফিন্‌লণ্ড উপসাগরের উত্তর এবং বোথ্নিয়া উপসাগরের পশ্চিম তীরে সুইড্‌গণকে দেখা যায়। ভিল্‌না, গ্রড্‌নো, ভলিনিয়া এবং পোডোলিয়া প্রদেশে য়িহুদীরা বাস করে। ঐ সকল স্থানের নগরেই ইহাদিগকে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে গ্রীক জাতির বাস। তত্রস্থ গ্রীকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করে। ক্রীমিয়া উপদ্বীপের কোন কোন গ্রাম কেবল গ্রীক জাতির দ্বারাই পরিপূর্ণ। ঐ সকল গ্রামবাসী গ্রীক কৃষি ও উদ্যানের কার্য্য করিয়া থাকে।

কালমুখ বা কাল্মক * নামক জাতির শারীরিক গঠন দেখিলে ও ভাষা শুনিলে, উহাদিগকে মঙ্গোল বংশোদ্ভব বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়। ১৭৭০ এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে চীন গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণে কালমুখেরা সুঙ্গোরিয়া নামক স্থানের সমতল-ভূমিতে গিয়া বাস করিয়াছিল। রুসিয়া রাজ্যে যে সকল কালমুখ আছে, উহারা সুঙ্গোরীয় যাত্রীদিগের অবশিষ্ট। ইহারা রুসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ উষর-ভূমিতে (Steppe)এ বাস করে। কালমুখ জাতি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই পাঁচ ভাগের প্রথম ভাগের পরিবার সংখ্যা ১২,০০০; অবশিষ্ট চারি ভাগের লোকসংখ্যা একত্র করিলেও প্রথম ভাগের অপেক্ষা কিছু কম। গ্রীষ্মকালে ঐ জাতির এক দল সৈগা নামক হরিণ শিকার করিয়া বেড়ায়। কিন্তু শীতকালে কেবল গৃহপালিত পশুদিগের উপরই নির্ভর করে। উহারা পর্ব্বতশৃঙ্গে পশু চারণ করিয়া থাকে। যে প্রদেশে অত্যল্প মাত্রও চাষযোগ্য ভূমি না থাকে, সেখানেও উহারা ৩০,০০,০০০ ঘোড়া, গরু, উট, ভেড়া, ছাগল লইয়া বাস করিতে পারে। উহাদিগের অঞ্চল হইতে যে সকল

* পুরাণে এই জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সামগ্রী রুসিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানি হয়, তদ্দ্বারা ১৫,০০,০০০ টাকা পাওয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে পশম, কেশ, বসা, মেষ ও মেষ-শাবকের চর্ম্ম এবং অন্যান্য চর্ম্মই বেশী। কালমুখেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্বে তিব্বত দেশের লাশা নগরস্থ দলোই লামার ধর্ম্মব্যবস্থা-মতে উহারা চালিত হইত। কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পল উহাদিগকে ইচ্ছামত স্বীয় লামা পছন্দ করিয়া লইতে বলেন। সেই নূতন লামার বিধি অনুসারে এক্ষণে উহারা বৌদ্ধধর্ম্ম মানিয়া আসিতেছে। কালমুখেরা প্রকৃত পক্ষে অস্ত্রাকানের শাসন-কর্ত্তার শাসনে চলে না। উহাদিগের এক জন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলপতি আছেন। সেই দলপতির উপাধি খাঁ। তিনি সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে সম্রাট-প্রেরিত এক ব্যক্তি এবং আট জন মন্ত্রী ও বিচারপতির সহিত সমস্ত শাসন-কার্য্য করেন।

কালমুখেরা ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি জন্তুর কাঁচা মাংস পর্য্যন্ত খায়। উহারা অশ্বদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ হইতে কৌমিস্ (Koumiss) নামক সুরা প্রস্তুত করিয়া পান করে। কালমুখ জাতির আকার দেখিয়া হঠাৎ স্ত্রীপুরুষ প্রভেদ করা যায় না। উহারা যদিও অসভ্য, তবু ল্যাপলাণ্ডার জাতি অপেক্ষা অনেক সভ্য। উহাদের তাঁবুতে অনেক প্রকার তৈজস পত্র, মাদুর ও বস্ত্র সজ্জিত থাকে। সেই সকল জিনিষ দেখিতে সুন্দর, উহাতে শিল্পকার্য্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কালমুখ জাতি আর এক বিষয়ে প্রশংসার যোগ্য। উহারা বহুকাল হইতে কামানের বারুদ সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। কালমুখীয় স্ত্রীলোকেরা অশ্বারোহণ করিয়া পুরুষদের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে পারে। কালমুখেরা ঘোড়দৌড়, কুস্তি, শিকার প্রভৃতি আমোদেই সর্ব্বদা কাল যাপন করে। তাস, সতরঞ্চ খেলাতে উহারা নিকৃষ্ট নহে; তবে জুয়া খেলাটা দোষের মধ্যে গণ্য করে না।

কালমুখ জাতি সঙ্গীত ভালবাসে। বললাইকা নামে উহাদের এক প্রকার তন্ত্রযন্ত্র আছে। উহাতে কেবল দুই গাছি তাঁত বাঁধা থাকে। উহারা ঐ বললাইকা বীণা বাজাইয়া নাচ গাওনা করে। নাচিবার সময় উহাদের পা নড়ার চেয়ে হাত ও গা-ই বেশী নড়ে।

রুসরাজ্যে যত প্রকার জাতি আছে, তন্মধ্যে কালমুখ জাতির শরীর-

গঠন, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি অদ্ভুত। উহাদের আকার দেখিলে যেন দৈত্য বলিয়া বোধ হয়। কালমুখের চুল মোটা, রঙ কালো, ভাষা কর্কশ। লাপ্লাণ্ড জাতি কালমুখ জাতি অপেক্ষা অনেক খর্ব্ব। কালমুখ জাতি রুস-রাজ্য ব্যতীত তিব্বত, ভারতবর্ষ ও পারস্যের উত্তর সীমার বহির্ভাগে এবং চীনদেশেও অবস্থান করে।

কসাক জাতি কালমুখ জাতির সম্মান করে। এই সূত্রে ঐ উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। কালমুখগণের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। এই জন্য খাস রুসিয়ার লোকেরা কালমুখ জাতীয় ভৃত্য রাখে। কালমুখেরা অন্যাপেক্ষা অল্প দিনের মধ্যে চিত্রবিদ্যা শিখিতে পারে।

রুসিয়ায় গ্রীশীয় বা মেলো-রুস নামে আর এক জাতীয় লোক আছে। ইহাদের বাসস্থান দক্ষিণে এয়ি (Ao) নদী ও উত্তরে আজব সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। তা' ছাড়া অন্যান্য স্থানেও ইহাদের বসতি আছে। মেলো-রুসেরা রুসিয়ার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক সভ্য, পরিশ্রমী, সৎ, দয়ালু, নম্র, সাহসী, অতিথিসৎকারী ও ধার্ম্মিক। ইহারা এরূপ অদ্ভুত পরিশ্রমী যে, যে স্থান ঊষর-মরু সদৃশ, সেখানেও শস্য উৎপন্ন করিতে পারে। মেলো-রুসেরা গরুর গাড়ি করিয়া প্রত্যহ ১১।১২ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করে। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহাদের ঘরবাড়ীও পরিষ্কার ও চূণকাম করা।

মেলো-রুসদের আকার ও মুখশ্রী পোলজাতির ন্যায়। কসাক জাতিও এইরূপ। মেলো-রুস ও ডন্-কসাকদের অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ একই রূপ। মেলো-রুসজাতি বড় আমোদপ্রিয়।

রুসসাম্রাজ্যে কসাক নামে এক প্রকার জাতি আছে। উহারা কএক শাখায় বিভক্ত। ডন নদীর বিস্তৃত তীর-ভূমিতে ডন্-কসাক জাতির বাস। ইহারা অতি তেজস্বী ও যুদ্ধপ্রিয়। শান্তি অপেক্ষা ইহারা সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে বড় ভালবাসে। সাব্‌লা (Sabla) নামক অস্ত্রই ইহাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। পোল এবং মেলো-রুসেরা এই অস্ত্রকে সাবেল* (Sabel) বলে। ইহাদের পরিচ্ছদ দেখিতে ভাল, বিশেষতঃ টুপী অতি সুন্দর। টুপীতে কালো পশমের থোপ ও পালক সাজান থাকে। রুস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কসাকগণ

* আমাদের "সাবল" নামক মৃৎখননাস্ত্রের সহিত এই অস্ত্রটার নামের ঐক্য আছে।

শস্যের জন্য নিষ্কর ভূমি ও মৎস্যের জন্য জলাশয় পায়। ইহাদিগকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। যাহারা রাজসরকারে সৈন্যসংক্রান্ত কার্য্য করে, তাহারা পঁচিশ বৎসরের পর সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়; পরে আর চাকুরি করিতে হয় না।

ডন নদীর তীরস্থ কজনকায়া ও তুষ্‌লোসকায়া নগরে কসাকজাতীয় অনেক গণ্য মান্য লোক বাস করে। কসাকেরা মৎস্য-ধারণে বড় নিপুণ। কসাকজাতীয় একটি অষ্টমবর্ষীয় বালকও ডন নদী হইতে আধ পাউড * বা আধ পুড্ ওজনের মৎস্য ধরিতে পারে।

কসাকজাতীয় স্ত্রীলোকেরা বড় সুন্দরী। উহারা পুরুষদের সঙ্গে একত্র হইয়া নৃত্য করে। কসাকীয় নৃত্য, তাতার ও চীন জাতির নৃত্যের ন্যায়। কসাকেরা সঙ্গীতামোদের সময় ব্যাগ্‌পাইপ্ (তুব্‌ড়ী যন্ত্রবিশেষ) নামক বাদ্য-যন্ত্র বাজায়। ডন্‌-কসাকজাতীয় লোকেরা নৃত্য গীতের সময় অশ্লীলতা ব্যবহার করে। এরূপ দোষ প্রায় সকল জাতিরই দেখিতে পাওয়া যায়।

ডন্‌-কসাক জাতির প্রধান নগরের নাম সর্কাস্ক, অপর নাম শ্চর্‌চাস্কয়। কসাকেরা বড় সুরাপায়ী। যদি প্রস্তুত সুরা বড় তীব্র হয়, তবে ইহারা উহাতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করে।

পূর্ব্বে কসাকেরা রুসীয় সৈন্যদলে প্রবিষ্ট ছিল না। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে ইহারা রুসীয় সৈন্যসংক্রান্ত কার্য্যে প্রবেশ করে। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে কসাকেরা অন্য স্থান হইতে ভল্গা নদী তীরস্থ প্রদেশে সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। এক্ষণে কসাক জাতির এই কয়টি শাখা দেখিতে পাওয়া যায়—ডন্‌-কসাক, মেলো-রুসীয় কসাক, কৃষ্ণসাগরীয় বা চার্ণোমর্স্কি কসাক, ভল্গার কসাক, গ্রিবেন্‌স্কয়ের কসাক, ওরেন্‌বর্গের কসাক, ইউরাল্ আল্প্‌সের কসাক ও সাইবিরিয়ার কসাক।

ডন্‌-কসাকজাতির সাইবিরিয়ার কসাক-শাখাই সর্ব্বপ্রধান। ষোড়শ শতাব্দীতে ডন নদীর তীর হইতে এক দল বীর্য্যশালী কসাক-সৈন্য পূর্ব্ব দিকে বহু দূর গমন করিয়াছিল। ঐ সৈন্যদলের সংখ্যা ছয় সাত হাজার। দলপতি

* রুসীয় ওজন পরিমাণ। এক পাউডে ইংরেজি ৩৬ পাউণ্ড্ বা বাঙ্গালা ১৭৸৹ সাড়ে সতর সের হয়।

বা সেনাপতির নাম জের্মাক্। তিনি সেই সৈন্যগণকে লইয়া, পার্ম্মিয়া দেশ ভেদ করিয়া যেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানই আজ সাইবিরিয়া নামে প্রসিদ্ধ। মহাবীর জের্মাকের বীর্য্যবলে এসিয়ার সমস্ত উত্তর ভাগ—সাইবিরিয়া দেশ এক্ষণে রুসিয়ার অধিকার-ভুক্ত।

কসাক জাতির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শারীরিক গঠন ইত্যাদি দেখিলে, উহাদিগকে আমাদের পুরাণ-বর্ণিত 'শক' জাতিকে মনে পড়ে। নামের সঙ্গেও ঐক্য দেখা যায়। *

তাতার দেশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। মুসলমানেরা পশ্চিম ভাগকে তুরাণ কহে, ইহাকে পাশ্চাত্য তুর্কীস্তানও বলে। তুরাণ কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজার রাজ্য ছিল; কিন্তু সম্প্রতি রুসিয়ার জার সেই সকল রাজাকে পরাজয় করিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। তাতারের পূর্ব্ব ভাগ চীনের অধীন, ইঙ্গরেজেরা উহাকে চাইনিজ্-টার্টারি অর্থাৎ চীন-তাতার বলে। তুরাণ বা তুর্কীস্তান ছয় ভাগে বিভক্ত; তুর্কীস্তান, খিবা, বুখারা, খোকন, তুর্কমানিয়া ও কুন্দজ। তুরাণে নানা জাতির বসতি। তন্মধ্যে তাজিক ও উজবেগ নামক দুইটি জাতি অপেক্ষাকৃত সভ্য ও পরিশ্রমী। ইহারা বুখারা, খোকন ও কুন্দজ প্রদেশে বাস করে। পারস্য, ভারতবর্ষ, তিব্বত ও চীনদেশের লোকের সহিত ইহারা বাণিজ্য করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সমুদায় অধিবাসী অসভ্য। পাশুপাল্যই উঁহাদিগের একমাত্র জীবিকা। যখন যেখানে তৃণ ও জলের সুবিধা দেখে, তখন সেইখানে গিয়া অবস্থিতি করে।

* হরিবংশের ১১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কালযবন শক, তুখার, দরদ, পারদ, খশ ও পহ্লব প্রভৃতি শত শত পার্ব্বতীয় ম্লেচ্ছগণের সহিত মথুরাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এ দিকে দেখা যাইতেছে, শক=Sythians. জাক্জার্টিস্ ও অক্সস্ নদীর মধ্যস্থলে তোখারিস্তানের লোক তুখার বা তুষার; দর্দ্দিস্তানের লোক দরদ; পারদ=Parthians; পহ্লব=পারস্যের পূর্ব্বে ইহাদের বাস, ইহাদের ভাষা Pehlvi বা পাহ্লী। এই সকল জাতির নিবাস মধ্য-এসিয়ায়। হিন্দু-পুরাণে শকদ্বীপ বলিয়া যে একটি স্থানের কথা লিখিত আছে, উহাও মধ্য-এসিয়ায় অবস্থিত। হিরোডোটস্, টাসিটস্, প্লিনি, টলেমি প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঐ স্থানকে সিথিয়া বলিয়া গিয়াছেন। আরও তাঁহারা ঐ প্রদেশে শকি (Sacœ) নামে একটি জাতির কথা বলিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় বর্ত্তমান কসাকেরাই প্রাচীন শকিদের সন্তান। যাবনিক ভাষায় "কো" শব্দের অর্থ পর্ব্বত। পর্ব্বতে বাস করিত বলিয়া কো-শক বা কসাক্ নাম হইয়াছে।

সেখানকার সমুদায় নিঃশেষ হইলে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। এইরূপে উহাদিগকে সর্ব্বদাই স্থান ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং উহাদিগের নিয়মিত বাসস্থান নাই, মেষ-মাংস উহাদিগের প্রধান আহার; অশ্বমাংস পরম সুখাদ্য। উহারা সচরাচর গবী, অশ্বা, ছাগী, হরিণী ও উষ্ট্রীর দুগ্ধ পান করে। উহাদের কেহ কেহ অশ্ব, উষ্ট্র ও উর্ণা বিনিময় করিয়া অন্যদেশীয় লোকের নিকট হইতে অস্ত্র ও অন্যান্য প্রকার দ্রব্য লইয়া থাকে। দাস-বিক্রয় উহাদের এক প্রধান ব্যবসায়। রুসিয়া ও পারস্যের প্রান্তভাগে কি স্ত্রী কি পুরুষ, যাহাকে দেখিতে পায়, সুযোগ পাইলে তাহাকে ধরিয়া আনে। পরে ঐ হতভাগ্য ব্যক্তিকে দাসরূপে বিক্রয় করে। এ দেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী।

তুরাণের লোকেরা ছয় সপ্তাহ অন্তর কোন এক নূতন স্থানে গমন করে। উহাদের স্ত্রীলোকেরাই স্থানান্তরে যাইবার সময় তাঁবু খুলিয়া বাঁধে এবং উটের পিঠে উঠাইয়া দেয়। অভীষ্ট স্থানে গিয়া পুনর্ব্বার তাঁবু স্থাপন করে। কিন্তু পুরুষেরা অতি অলস, কেবল তাঁবুর নিকট বসিয়া ধূম-পান ও মদিরা-পান করে। স্ত্রীলোকেরা কৃষিকার্য্য ও পশুপালন করিয়া থাকে। পুরুষেরা অশ্বারোহণ করিতে ভালবাসে বলিয়া অশ্বগণকেই অবিরত যত্ন করে। তাতারদেশীয় লোকেরা অশ্বারোহণে সর্ব্বাপেক্ষা পটু। তুরাণে উত্তম রূপ কৃষিকার্য্য হয় না বলিয়া, পশু-মাংসই তুরাণীদের প্রধান খাদ্য। অশ্বমাংসের ন্যায় উহারা গোমাংস ও মেষমাংসও ভক্ষণ করে। এ দেশে চা-পান খুব প্রচলিত। তুরাণীরা চৈন-পরিচ্ছদই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে। চীন দেশের সম্রাট তাতার-বংশোদ্ভূত।

রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত অস্ত্রাকান প্রদেশে তাতার, রুস, হিন্দু এবং আরমাণীরা বাস করে। উহারা সামুদ্রিক মৎস্য ও লবণের বাণিজ্য করিয়া থাকে।

তুর্কমান তাতারেরা অন্যান্য তাতারগণের ন্যায় নহে। ইহারা বুখারা ও পারস্যের মধ্যগত দেশে মনুষ্য চুরি করে। বুখারায় ঐ সকল অপহৃত মনুষ্য ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হয়। তুর্কমান তাতারেরা সশস্ত্রে দলবদ্ধ হইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পারস্যের কোন এক নগরে আপতিত হয় এবং শত শত মনুষ্য

ও পশু অপহরণ করিয়া আপনাদের তাঁবুতে পলায়ন করে। এই জাতি বড় নিষ্ঠুর; ইহারা যাহাদিগকে ধরিয়া আনে, তাহাদের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধ থাকে, তাহাদিগকে নিহত করে। বৃদ্ধ ক্রীতদাসের মূল্য বেশী হইবে না বলিয়াই পাপিষ্ঠেরা এইরূপ নৃশংসের কার্য্য করে। দুরাত্মারা চৌর্য্য-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলে অপহৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এক জনকে আপনাদিগের দেবতার নিকট বলি দেয়। দুরাচারেরা মুসলমান ধর্ম্ম মানে বটে, কিন্তু কোরান বা মসিদের কোন ধার ধারে না। ডাকাতি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ডাকাতি করিবার জন্যই ইহারা অশ্বারোহণ ও যুদ্ধ-শিক্ষা করে। তুর্কমান-তাতারেরা অন্যান্য তাতারদের ন্যায় তেমন অশ্ব-মাংস-প্রিয় নয়, কিন্তু মেষমাংস খুব ভালবাসে। যখন ইহারা কোন অতিথিকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে, তখন একটা বৃহৎ কটাহে একটা গোটা ভেড়া সিদ্ধ করে। তার পর ঐ মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ঝোল সমেত এক একটা কাষ্ঠপাত্রে কতকটা করিয়া ঢালে। প্রত্যেক পাত্রে দুই জন লোক আহার করিতে বসে। ইহারা পাত্র হইতে হস্তদ্বারা মাংসখণ্ড তুলিয়া লয় এবং কুকুরের ন্যায় মাংস-মাখা ঝোল চাটিয়া খায়। তুর্কমান-তাতারদের পুরুষেরা কৃষ্ণ মেষচর্ম্মের টুপী এবং স্ত্রীলোকেরা উচ্চ শ্বেত পাগ্‌ড়ী পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা উত্তমরূপ সূচীকার্য্য জানে। তাহাদের কৃত ভাল ভাল গালিচায় তাঁবুগুলি সজ্জিত হয়।

রুসিয়ার অন্তর্ভুক্ত সারকেসিয়া প্রদেশে সারকেসীয় জাতির বাস। পৃথিবীর মধ্যে এই স্থানের লোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অতিথি-ভক্ত। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারদিগের মধ্যেও একটি করিয়া অতিথিশালা আছে। কোন কোন অতিথিশালায় ১০টি হইতে ১০০টি টেবিল সাজান থাকে। অতিথিরা দলবদ্ধ হইয়া তথায় আহার করে। সারকেসীয় স্ত্রীলোকেরা বড় সুন্দরী। কিন্তু এরূপ সুন্দরী হইলেও হিন্দু, চীন এবং তুরস্কদেশীয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় অবরুদ্ধ থাকে না। তাহারা অতিথিশালায় গিয়া অতিথিগণের সহিত সাক্ষাৎ করে না। কিন্তু অতিথিরা নিমন্ত্রিত হইয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাস-বাটীতে আইসে। দেহের চমৎকার রূপই সারকেসীয় রমণীদের এক প্রকার কালস্বরূপ। কারণ নিষ্ঠুর তুর্কীরা অনেক সুন্দরী সারকেসীয়

রমণীকে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। সারকেসীয় বালিকারা পর্য্যন্ত পশম, শণ ও পাট দ্বারা উত্তম উত্তম কাপড় বুনিতে পারে।

সারকেসীয় পুরুষেরাও পরম সুন্দর। যুদ্ধই উহাদিগের প্রধান কার্য্য। কৃষিকার্য্য এবং গৃহকার্য্য স্ত্রীলোক, বালক এবং ক্রীতদাসগণের প্রতি অর্পিত হয়। পুরুষেরা যুদ্ধ-কার্য্যেই লিপ্ত থাকে। প্রত্যেক পুরুষের সঙ্গে বন্দুক, পিস্তল, ছোরা ও তরবারি থাকে। সম্ভ্রান্তদিগের সঙ্গে ধনু ও বাণপূর্ণ তূণ থাকে। এই সকল অস্ত্র দ্বারাই তাহাদিগের মধ্যে ভদ্রাভদ্র চিনিতে পারা যায়। সারকেসীয়দিগের পরিচ্ছদ কৃষ্ণবর্ণ, তাহার গঠন মোটামুটি। মেষ বা ছাগ-চর্ম্মের টুপী বড় আদরের জিনিষ।

বালকেরা শৈশব অবস্থা হইতেই শরীর শক্ত করিতে শিক্ষা করে। তিন বৎসর বয়সের সময় অভিভাবকেরা বালকদিগকে গৃহে না রাখিয়া এক জন অপরিচিত লোকের হস্তে সমর্পণ করে। বাটীতে থাকিলে পিতা মাতার অত্যন্ত আদরের হইবে বলিয়া এইরূপ করা হইয়া থাকে। সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে পালক-পিতা বলে। সেই ব্যক্তি প্রতিপাল্য বালককে অশ্বারোহণ এবং লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দেয়। বালক অশ্বারোহণে পালক-পিতার সহিত উচ্চ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে শিক্ষা করে; ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় উপত্যকা মধ্যে ধাবিত হয়। এইরূপে ক্রমাগত শিক্ষা লাভ করিয়া বয়ঃস্থ ও সবল হইলে পর পিতা মাতার নিকট গমন করে।

জর্জ্জিয়া রাজ্য রুসিয়ার অন্তর্গত। সারকেসিয়া অপেক্ষা এই রাজ্য অধিক উর্ব্বর। কিন্তু অত্রস্থ লোকেরা তেমন সুন্দর ও পরিশ্রমী নহে। সারকেসীয় রমণীরা যেমন সূচীকার্য্যে নিপুণা, জর্জ্জিয়ার রমণীরা সেইরূপ শয়ন-সুখাভিলাষিণী। এই সকল রমণী আপন আপন মুখে ও ভ্রূতে নানা-বিধ চিত্র করিয়া থাকে। মস্তকে টিয়ারা (Tiara) নামক এক প্রকার অনুন্নত মুকুট ধারণ করে।

জর্জ্জিয়ার লোকেরা অত্যন্ত সুরাপায়ী। এক জন সামান্য মজুরও প্রত্যহ পাঁচ বোতল মদ্য পান করে। ইহাদিগের মদের পিপাও অতি অদ্ভুত। ইহারা একটা মহিষের লাঙ্গুল ও পদ সমেত আদত চামড়ার খোলে সুরা পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। উহা দেখিলে বোধ হয়, যেন একটা জীবন্ত মহিষ শুইয়া আছে

জর্জ্জিয়ার লোকেরা রুসিয়ার গ্রীক-চর্চ্চ-মতাবলম্বী খৃষ্টান।

সাইবিরিয়ায় যে কএক প্রকার জাতি আছে, তন্মধ্যে অস্তিয়াক্ ও সাময়েদ্ জাতিই অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। অস্তিয়াক্‌দের গৃহ বাক্‌সের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। গৃহে একটি মাত্র দরোজা থাকে; কিন্তু উহা এত ক্ষুদ্র যে, অল্পবয়স্ক বালক বালিকা ব্যতীত অন্যকে অনেকটা নত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। দরোজার ন্যায় গৃহের জানালাও একটি। উহাতে কাচের বদলে মাছের ছাল আঁটা থাকে। গৃহের মধ্যে একটি গর্ত্তে দিবা-রাত্র অগ্নি জ্বলে। সাইবিরিয়ায় অত্যন্ত শীত বলিয়াই এইরূপ ধরণে গৃহ নির্ম্মিত হয়। অস্তিয়াকেরা একটা বৃহৎ গামলায় খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া সকলে এক সঙ্গে আহার করে। কখনও কখনও তাহাদের কুক্কুরেরাও তাহা-দের সঙ্গে আহার করিয়া থাকে। অস্তিয়াক্ জাতির বাড়ীতে স্বতন্ত্র কুঠরী থাকে না, ঘোড়ার আস্তাবলের ন্যায় কাঠের বেড়া থাকে। উহারা তন্মধ্যে মৃগচর্ম্ম পাতিয়া শয়ন করে। প্রত্যেক লোক নিজের ঘেরায় আহার, উপবেশন ও শয়ন করে। কেবল আগুন পোহাইবার সময় সকলে একত্র হয়।

অস্তিয়াক্ জাতি যদিও দরিদ্র, তথাপি তাহাদের অনেক কুক্কুর আছে। ঐ সকল কুক্কুর খুব চতুর, ও তাহারা অশ্বের কার্য্যও করে। এক জন অস্তি-য়াক্ একটা কুক্কুরের উপর আরোহণ করিয়া স্বীয় গন্তব্য স্থানে গমন করিতে পারে। কুক্কুরকে বেত্রাঘাত করিতে বা তাহার মুখে লাগাম দিতে হয় না। ইঙ্গিত-বাক্য বলিলেই সে আরোহীর ইচ্ছানুসারে যায়, আসে ও থামে। ঐ সকল কুক্কুর শ্বেত বর্ণ, গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল দাগ। উহাদের শরীরের অপেক্ষা লাঙ্গুলের লোমই দীর্ঘ ও মনোহর। কখন কখন দুইটা কুক্কুর জোয়াল কাঁধে করিয়া স্বীয় প্রভুর চক্রহীন শকট টানিয়া লইয়া যায়। বৃহৎ চক্রহীন গাড়ী টানিতে হইলে ১২টি কুক্কুরের প্রয়োজন হয়। যখন কুক্কুরদিগকে সাজ পরাইবার প্রয়োজন হয়, তখন তাহাদিগকে কাছে ডাকি-লেই আপনারা ঘাড় পাতিয়া দেয়। ঘোড়ার ন্যায় ধরা বাঁধা করিয়া সাজ পরাইতে হয় না। কিন্তু ঐ সকল কুক্কুর গাড়ী টানিবার সময়ে প্রথমতঃ ভয়ানক চীৎকার করিতে থাকে, কিয়ৎকাল পরে নীরব হয়। অস্তি-

য়াকেরা একটা উচ্চ স্থান নির্ম্মাণ করিয়া খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করে। পাছে তাহাদের কুক্কুরেরা খাদ্যদ্রব্য চুরি করে, এই জন্য এইরূপ উচ্চ স্থানের প্রয়োজন হয়। অস্তিয়াকেরা পশমী পরিচ্ছদের জন্য কখন কখন উৎকৃষ্ট কুক্কুর নিহত করে।

অস্তিয়াকদের কুক্কুর ব্যতীত বল্গা-হরিণ সম্পত্তিও আছে। উহারা অতি শান্ত। অস্তিয়াকেরা সহজে উহাদের দ্বারা শকট-চালনা করে। এক একখানি বৃহৎ শকটে সারি বাঁধিয়া চারিটি বল্গা-হরিণ সংযোজিত হয়। যে হরিণটি সর্ব্বপ্রথমে থাকে, কেবল তাহারই মস্তকে বল্গা (লাগাম) বাঁধা থাকে। পশ্চাদ্বর্ত্তী তিনটি হরিণ কম্পাসের মধ্যে অবস্থান করে। বল্গা-হরিণেরা শকট লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে। দৌড়িয়া যাইবার সময় লাফাইয়া যায়। বহু দূর গিয়া যখন ক্লান্ত হয়, তখন শুইয়া পড়ে। কিয়ৎকাল বরফের উপর মুখ চাপিয়া রাখে; শীতল হইলে আবার শকট টানিতে থাকে। বল্গা-হরিণের পৃষ্ঠ অপেক্ষা স্কন্ধদেশ দৃঢ়, এই জন্য অস্তিয়াকেরা উহার স্কন্ধোপরি আরোহণ করে। বল্গা-হরিণদিগকে কোন খাদ্য দিলে খায় না। উহারা পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিয়া এক প্রকার শৈবাল ভক্ষণ করে। কেহ হাতে করিয়া উহা তুলিয়া দিলে মুখ বন্ধ করিয়া থাকে। সাইবিরিয়ার বল্গা-হরিণেরা আমাদের দেশের স্বপাকভোজী না কি?

বল্গা-হরিণ জীবনে মরণে অস্তিয়াক্‌দের ব্যবহারে লাগে। মৃত বল্গা-হরিণের চর্ম্মে অস্তিয়াক্ জাতির পরিচ্ছদ হয়। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই চর্ম্মে আপাদমস্তক আবৃত করে, কেবল মুখ খোলা থাকে। তা'ও আবার হস্তসংলগ্ন সলোমচর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানায় বারংবার ঢাকিতে হয়, নহিলে শীতের দাপটে ফাটিয়া যায়। অস্তিয়াক্‌দের ধনুক নিজেদের আকার অপেক্ষা লম্বা। উহারা সেই ধনুকে লৌহফলা-সংযুক্ত লম্বা লম্বা তীর বসাইয়া নিক্ষেপ করিয়া বন্য পশু বিনাশ করে। রুস্ সম্রাটের নিকট প্রতি বৎসর প্রত্যেক অস্তিয়াক্‌কে দুইটি করিয়া শাবল (শাবর) জন্তুর চর্ম্ম করস্বরূপ পাঠাইতে হয়। এই জন্য উহারা অন্য জন্তু অপেক্ষা শাবল শিকার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে। শাবলের লোমে রুসীয় সম্ভ্রান্তদের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়।

অস্তিয়াকেরা যখন বন্যা-হরিণের চর্ম্মে আপাদমস্তক আচ্ছাদন করিয়া শিকার করিতে বাহির হয়, তখন তাহাদিগকে শাদা ভালুকের মত দেখায়। শিকারের সময় উহারা বরফ-জুতা পায়ে দেয়, নহিলে বরফে ডুবিয়া মরে। দুইখানা চওড়া কাঠে বরফ-জুতা প্রস্তুত হয়। উহার দুই মুখ নৌকার ন্যায়। অস্তিয়াকেরা ঐ জুতা পায়ে বাঁধিয়া ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে পারে, কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

অস্তিয়াক্ জাতির ধর্ম্মও অদ্ভুত। উহারা এক ঈশ্বর স্বীকার করে, কিন্তু অন্যান্য দেবতারও পূজা করিয়া থাকে। তা' ছাড়া আরও ব্যাপার আছে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, আত্মীয়েরা তাহার কাঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক ক্রমাগত তিন বৎসর কাল পূজা করিয়া শেষে ভূগর্ভে প্রোথিত করে। পুরোহিতের মৃত্যু হইলে তিন বৎসরে পূজা শেষ হয় না—পাঁচ ছয় বৎসর লাগে। কখন কখন কোন মৃত পুরোহিতের কাষ্ঠমূর্ত্তি চিরকালের জন্য পূজিত হয়। এ-তো গেল মরা মানুষ-পূজার কথা। মরা পশুও অস্তিয়াক্ জাতির দেবতা! উহারা ভালুক, নেকড়ে বাঘ বা অন্য কোন হিংস্র জন্তু নিহত করিলে, তাহার অন্ত্রাদি বাহির করিয়া লয়। অন্ত্রশূন্য উদরে খড় কুটা পুরিয়া যেমন পেট তেমনি করে। পরে সকলে মিলিয়া সেই মৃত পশুটাকে লাথি মারে, মুখভঙ্গি করে, তাহার চোকে মুখে থুথু দেয়। অবশেষে সেটাকে কুটীরের একটা কোণে দাঁড় করাইয়া ভক্তিভরে পূজা করে। এরই নাম "জুতো মেরে দণ্ডবৎ!"

অস্তিয়াকেরা পূজার সময় চীৎকার করিয়া নৃত্য ও অস্ত্রচালনা করে। ইষ্ট দেবতাকে সোণা, রূপা, পশুলোম ও বন্যা-হরিণ উপহার দেয়। দুরাত্মারা দেবতার তৃপ্তির জন্য বন্যা-হরিণকে অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় নিহত করে। থামিয়া থামিয়া গাত্রে অস্ত্রাঘাত করাতে নিরীহ হরিণ যার-পর-নাই কষ্ট পায়।

রুসসম্রাট অস্তিয়াক্‌দিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য বস্ত্র ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন। অল্পসংখ্যক অস্তিয়াক্ লোভে পড়িয়া খৃষ্টান হইয়াছে। রুসসম্রাট এ দিকে যেমন, আর দিকে তেমন নহেন। তিনি টাকার লোভে অস্তিয়াক্-দের নিকট মদ পাঠাইবারও অনুমতি দেন। একে তো অস্তিয়াকেরা যার-পর-নাই অসভ্য, তার উপর আবার মদ! ইহাতে শুভ না অশুভ ঘটে? আমা-

দের ইংরেজরাজও এ বিষয়ে টেক্কা দিয়াছেন! "এক ভস্ম আর ছার; দোষ গুণ ক'ব কা'র?"

সাইবিরিয়ার সর্ব্বোত্তরে উত্তর সাগরের নিকট সামোয়েদ জাতির বসতি। এই জাতি রুসসম্রাটের অধীন বটে, কিন্তু রুসজাতিকে কদাচিৎ দেখিতে পায়। ভয়ঙ্কর শীত বলিয়া রুসেরা ইহাদের দেশের দিকে যাইতে চাহে না। সামোয়েদগণ বল্গা-হরিণের চর্ম্মে তাঁবু নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। ইহারা অস্তিয়াক্ জাতি অপেক্ষা অধিকতর অসভ্য। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অদ্ভুত রকমের পরিচ্ছদ পরিধান করে। সেই পরিচ্ছদে নানা প্রকার পশুলোম ও চর্ম্ম সংযুক্ত থাকে। মস্তকে থোপ্পাদার টুপী। মস্তকের পশ্চাতে চুলের বেণী সহিত গ্লটন নামক জন্তুর সুদীর্ঘ লাঙ্গূল ঝুলিতে থাকে। সেই বেণী ও লাঙ্গূলের শেষ ভাগে পিত্তল-চাক্তির গোছা ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজে।

যেমন বেশ ভূষা, তেমনি খাদ্য! সামোয়েদ জাতির পোশাক দেখিলে হাসি আসে, খাবার দেখিলে ভয় পায়। ক্ষুধার সময় একটা বল্গা-হরিণ হত্যা করিয়া সকলে মিলিয়া তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। খাইবার সময় সকলের মুখে গালে কাঁচা মাংসের কাঁচা রক্ত মাখামাখি হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠে। হাড় হইতে মাস কামড়াইবার কায়দা দেখিলে বাঘেও লজ্জা পায়।

সাইবিরিয়ার পূর্ব্ব দিকে লীনা নদীর নিকটে ইয়াকট্ নামে এক জাতি আছে। ইহাদের বল্গা-হরিণ বা কুক্কুর সম্পত্তি নাই। ইহারা অশ্ব ও গো লইয়া কালক্ষেপ করে। ইহারা বৃষের উপর আরোহণ করে এবং অশ্বমাংস খায়। অশ্বমুণ্ড ইহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য! ইহাদের গাভীগুলি একটি স্বতন্ত্র কুঠরীতে থাকে, কিন্তু ইহারা গোবৎসগণের সহিত আর একটি কুঠরীতে অবস্থান করে।

বুরেইৎ নামে আর এক প্রকার জাতি আছে। উহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং তাঁবুতে বাস করে।

সাইবিরিয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে কাম্কাট্কা বা কাম্স্কট্কা উপদ্বীপ। অত্রস্থ লোকদিগকে কাম্কাদেল্ বলে। ইহারা পরিশ্রম করা অপেক্ষা সুরা ভালবাসে। কাম্কাদেল্ জাতি সমুদ্রতটে গিয়া সিন্ধুঘোটক শীকার করে, এবং তাহাই বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যা'ই হউক, এই জাতি

অতিথির প্রতি দয়ালু ও উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞ। কেহ ইহাদের উপকার করিলে, ইহারা কখন তাহা বিস্মৃত হয় না; এক সময়ে না এক সময়ে তাহার প্রত্যুপকার করে। কাম্‌কাদেলের বাটীতে কোন অতিথি আসিলে, গৃহস্বামী নিতান্ত দরিদ্র হইলেও, তাহাকে পাঁচ ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত আহার করায়। যখন আর সুবিধা না থাকে, তখন মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না; অতিথিকে খাদ্যসামগ্রীর তারতম্য দেখায়। অতিথি গৃহস্বামীর অনাটন বুঝিতে পারিয়া অন্যত্র প্রস্থান করে।

বিংশ অধ্যায়।

উদ্ভিদ্ ও জন্তু।

রুসিয়ায় প্রয়োজনাপেক্ষা শস্য জন্মে। রাইসরিষাই অন্যান্য শস্যাপেক্ষা বিদেশে রপ্তানি হয়। দক্ষিণে নিপার নদী ও উত্তরে ভল্গা নদী, ইহার মধ্যস্থ ভূখণ্ডে অধিক পরিমাণে রাইসরিষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বার্লি, জই, গম প্রভৃতি শস্যও যথেষ্ট জন্মে। ওকা, ডন, ও দেশ্‌না নদীর নিকট মিলেট (Millet) জন্মিয়া থাকে। রুসিয়ার দক্ষিণ প্রদেশে ভারতবর্ষীয় শস্য পাওয়া যায়। ইউরোপের অন্যান্য দেশাপেক্ষা রুসিয়ায় পাট ও শণের চাষ অধিক। উক্রেইন্ অঞ্চলে তামাক উৎপন্ন হয়।

রুসিয়ায় শস্যের ন্যায় সুমিষ্ট ফল ভাল জন্মে না। উত্তর দিকের জলবায়ু অত্যন্ত শীতল বলিয়া কেবল বন্য বেরি ও মন্দ আপেল জন্মে; কিন্তু দক্ষিণ দিকের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া পিচ, আপ্রিকট্, কুইন্স্, তুঁত ও আখ্‌রোট্ প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। ক্রিমিয়ার উদ্যানগুলিতে বাদাম ও ডালিম জন্মে। অল্প স্থানেই আঙুর ফল উৎপন্ন হয়। তরকারির মধ্যে আলু, কপী, গাজর, সাল্‌গম, শশা, লাউ, মূলা, কাঁকুড়, শতমূলী ও চিচিঙ্গা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

রুসিয়ার বনবিভাগে অনেক আয় হইয়া থাকে। বন সমূহে বাহাদুরী-

কাষ্ঠ, জ্বালানিকাষ্ঠ, টার, পিচ্ ও পটাশ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। রুসিয়ার উত্তরভাগে যত অরণ্য আছে, দক্ষিণভাগে তত নাই; এমন কি, উভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে শেষের ভাগে অরণ্য নাই বলিলেও চলে।

রুসিয়ায় নানাবিধ জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অশ্বই সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। মেষ ও ছাগের ভাগও বড় কম নয়। উহাদের চর্ম্ম বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। বিশেষতঃ রুসিয়ার ছাগ-চর্ম্মে মরোক্কো-চর্ম্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। শূকরের সংখ্যা বড়ই কম। যে সকল জাতি মরুভূমিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের উষ্ট্র-সম্পত্তি যথেষ্ট। উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ১০০০ এক হাজার উষ্ট্র আছে। অস্ত্রাকান প্রদেশে মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সংখ্যায় কম। হংস, রাজহংস এবং কুক্কুট সংখ্যায় অনেক। যে সকল স্থলে অনেক হ্রদ ও পুষ্করিণী আছে, তত্তৎস্থানে হংস ও রাজহংসের সংখ্যা বড় বেশী। উত্তরপ্রদেশেই কেবল বল্গা-হরিণ দেখা যায়। বিয়ালোভিজা নামক স্থানের অরণ্যপ্রদেশে বাইসন্, সর্ব্বোত্তরভাগে নানাবিধ হরিণ, খরগোস্ ও বন্য শূকর আছে। চর্ম্মের জন্য যে সকল হিংস্র ও বন্য জন্তু শিকার করা হয়, তন্মধ্যে ভল্লুক, ক্ষুদ্র ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, গ্লটন্, নকুল, মেরু-বিড়াল, কাঠবিড়ালী, এবং ভোঁদড় প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক। ঊষরভূমিতে নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ, শৃগাল ও বন্য শূকর অনেক দেখা যায়। রুসিয়ায় নানাবিধ পক্ষী আছে।

একবিংশ অধ্যায়।

রুসিয়ার পূর্ব্ব-কথা।

নবম খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের পূর্ব্বে রুসিয়া, ইতিহাসের মধ্যে স্থান পায় নাই। ৮৫০ খৃষ্টাব্দে নবগরদবাসীদের সহিত প্রতিবেশিগণের ভয়ানক

বিবাদ সংঘটিত হয়। প্রতিবেশীদের পীড়নে নবগরদস্থ লোকেরা যার-পর-নাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। এই জন্য তাহারা রুরিক্ নামক এক জন প্রবল-ক্ষমতাপন্ন দস্যুকে তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করে। রুরিক্ এক জন বল্টিক্-দস্যু বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি রুসিয়ায় আসিয়া নব-গরদনিবাসিগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।

অনন্তর রুরিক্ রুসিয়ার অধিকাংশ ভূখণ্ডের অধিপতি হইয়া একটি রাজবংশ স্থাপন করিলেন। সেই রাজবংশ ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে চলিয়া আসিল। রুরিক্‌বংশীয় সেণ্ট ব্লডিমির দি গ্রেট (৯৮০-১০১৫) রুসিয়ায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় বেসিলের ভগিনী এনাকে বিবাহ করেন। বিবাহের সময় তাঁহাকে গ্রীক্-চর্চ্চ-মতানুসারে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ব্লডিমির বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় বলে পার্শ্ববর্ত্তী অনেক প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার জয়-লব্ধ রাজ্যগুলি খণ্ডীকৃত হইয়া যায়। তা'র পর (১০৫৭-৭৫) শ্বেত-রুসিয়ার অধিপতি প্রথম এণ্ডু আপনাকে রুসিয়ার প্রধান অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন।

১২২৩ খৃষ্টাব্দে তাতারবংশীয় প্রসিদ্ধ জেঙ্গিস্ খাঁর পুত্র তৌশি ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ তাতার-সৈন্য লইয়া রুসিয়ায় প্রবেশ করেন। আজব সমুদ্রের নিকট কাল্কা নদীতটে রুসিয়ার রাজবংশ যুদ্ধে পরাজিত হয়।

অনন্তর ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে তাতাররাজবংশীয় তাতার খাঁর মৃত্যু হইলে রুসিয়ার পুনর্ব্বার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সেই সময় হইতে (১৪৮০) তৃতীয় ইভানের সময় পর্য্যন্ত রুসীয় পরাজিত রাজারা তাতারদের সহিত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধোপলক্ষে ১৩৮২ ও ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে মস্কাউ নগর দুই বার ভস্মীভূত হয়।

তৃতীয় ইভানের সময় হইতে রুসিয়ার ইতিহাসে নূতন যুগ আরম্ভ হইল। তিনি পোল ও লিথুনীয়গণকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন, কজানের তাতার-গণকে করদ করিলেন এবং রুসিয়ার অন্তর্গত হৃত রাজ্যগুলি একচ্ছত্র করি-লেন। তিনি আপনাকে রুসসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে (১৫০৫-৩৩) চতুর্থ বেসিল্,

(১৫৩৩-৮৪) চতুর্থ ইভান্ ও (১৫৮৪-৯১) ফিওডোর রুসসাম্রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। চতুর্থ বেসিল্ ক্রমাগত পোল ও তাতারদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। চতুর্থ ইভান্ সর্ব্বপ্রথম রুস-রাজ-বংশে জার (Czar) উপাধি প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে কজান এবং ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে অস্ত্রাকান প্রদেশ জয় করিয়া লন। অনন্তর ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে ডন্‌কসাকগণকে অধীন করিয়া, তাহাদের সাহায্যে সাইবিরিয়া জয় করেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। চতুর্থ ইভান্ যথেষ্ট ক্ষমতাপন্ন রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা তাঁহার ব্রত ছিল। ফিওডোর বড় দুর্ব্বল রাজা ছিলেন। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতেই রুসিয়ার রুরিক্ রাজবংশের পুরুষ-শাখার শেষ হয়। রুরিক্‌বংশের পুরুষ-শাখা ৭৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬ জন রাজা হইয়াছিলেন।

ফিওডোরের শ্যালকের নাম বোরিস্। তিনি ফিওডোরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ফিওডোরের মৃত্যুর পর রুসিয়ার ধর্ম্মযাজক ও সম্ভ্রান্তগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসন দান করিলেন। তিনি ১৫৯৮ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর হইয়াছিলেন। ফিওডোরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ক্রমাগত নয় বৎসর কাল রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী লইয়া প্রতিযোগিতা ও বিবাদ চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে রুরিকের দৌহিত্রবংশীয় মাইকেল্ রোমানফ্ সকলের সম্মতিক্রমে রাজা হইলেন। ইহাঁ হইতেই রুসিয়া প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় রাজ্য মধ্যে গণ্য হইল। ১৬১৪ হইতে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাইকেল্ রোমানফ্ নিজ শক্তি বিস্তার ও পূর্ব্বপরাজিত রাজ্য সমূহ পুনরুদ্ধার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁকে বাধ্য হইয়া সুইডেনের রাজাকে ইঙ্‌গ্রিয়া ও কেরিলিয়া, এবং পোলণ্ডের অধিপতিকে স্মলেন্‌স্ক্ নামক প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের অপেক্ষা রোমানফের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসন অতি সুন্দর ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা যে সকল কার্য্যের জন্য সাধারণের নিকট নিন্দনীয় হইয়াছিলেন, ইনি সেই সকল অন্যায় কার্য্য উঠাইয়া দেন। ইনি ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে

ফ্রান্সের সহিত এবং ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি করিয়া স্বদেশের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন।

রোমানফের অন্যতম পুত্র আলেক্‌সিস্। ইনি ১৬৪৫ হইতে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর পত্নীর নাম সোফিয়া। সুপ্রসিদ্ধ পিটার্ দি গ্রেট্ ইহাঁদের পুত্র। পিটার দি গ্রেট ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারূঢ় হইয়া মাতার তত্ত্বাবধানে ভ্রাতা ইভানের সহিত ৭ বৎসর কাল একত্রে রাজ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি জীবনের অবশিষ্ট ভাগ একাধিপত্যে যাপন করেন। সে বিষয় এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট।

বীরত্রয়ের বলাবল।

ফরাসী ও রুষ দুই জনের উপরই ইংরাজকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হই-য়াছে। কোন্ দিন রুষ ককাশস হইতে কাবুল লঙ্ঘিয়া কাশ্মীরে আসিয়া পড়েন, কোন্ দিন ফরাসী আনাম হইতে লেয়স লঙ্ঘিয়া আভায় আসিয়া পড়েন, এই ভাবনায় বৃটিশ-সিংহকে ব্যাকুল করিয়া ফেলিয়াছে। ভারতের ভাবনায় ইংরাজকে বরাবরই ব্যাকুল থাকিতে হইয়াছে। ইংরাজের পর-রাষ্ট্র লইয়া যত গোলযোগ, তাহার অধিকাংশই ভারতের জন্য। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ যত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, প্রায় সমস্তই ভারতের জন্য। পাছে রুষ তুরস্ককে পদানত করিয়া ভারত-যাত্রার পথ প্রশস্ত করিয়া লয়েন, এই ভয়েই ইংরাজ ক্রিমিয়া-ক্ষেত্রে তুরস্কের হইয়া রুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। মিশর স্বায়ত্ত করিয়া না রাখিলে ভারতের পথ স্বায়ত্ত থাকিবে না, এই জন্য ইংরাজ মিশর লইয়া মত্ত হইয়াছেন। ভারতের ভয়েই ইংরা-জকে আফগানস্থানে তিন বার অর্থ-শোণিতের শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে। এখনও ভারতের জন্য ইংরাজকে পূর্ব্ব পশ্চিমের দিকে নিরন্তর চকিত-নেত্রে চাহিয়া থাকিতে হইয়াছে। পশ্চিমে প্রবল রুষভল্লুক; পূর্ব্বে প্রবল ফরাসি-শার্দ্দূল। দুই দিকে দুই বীর। মধ্যে, ভারতে বীর ইংরাজ বিরাজ করিতে-ছেন। এক বার তিন বীরের বলাবলটা আলোচনা করিলে ক্ষতি কি?

ফরাসীর বল।

প্রথমে ফরাসীরই বলাবল পরীক্ষা করিয়া দেখিব। ফরাসীর বলবিক্রম বড় বাড়িয়াছে। প্রুষের নিকট পরাজিত হইয়া অবধি ফরাসী নিজের বল ক্রমেই বাড়াইতেছেন। সৈনিক সংগ্রহের সুবিধার জন্য যেরূপ আইন কানুন করিতে হয়, ফরাসী ১৮৭৫ অব্দে তাহা করিতে অমনোযোগী হন নাই। যে কিছু ত্রুটী অভাব ছিল, ১৮৮২ অব্দে তাহা দূর করিয়াছেন। বিংশ হইতে চত্বারিংশ পর্য্যন্ত বয়সের যত ফরাসী-পুরুষ আছে, নিতান্ত

দুর্ব্বল এবং বিকলাঙ্গ না হইলে সকলেই গভর্মেণ্টের আদেশে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য। ফরাসী-সেনা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, যুদ্ধারম্ভ হইলে ইহাদিগকেই অগ্রে যাইতে হয়; অপর ভাগ ইহাদিগের সাহায্যার্থ প্রস্তুত থাকে। হয় এক ভাগে, না হয় অন্য ভাগে কার্য্য করিতে প্রত্যেক ফরাসীই বাধ্য। পূর্ব্বে অনেকেরই অব্যাহতি ছিল। যিনি পরিবারের একমাত্র রোজগারী, তাঁহার অব্যাহতি ছিল। টাকা দিয়াও অনেকে অব্যাহতি পাইত। এখন আর সেরূপ অব্যাহতির পথ নাই। ফরাসী গভর্মেণ্ট স্বদেশের সামরিক বল বাড়াইবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছেন। অতি কঠোর আইন প্রণয়নেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু এরূপ আইনের কঠোরতাতেও ফরাসী জাতি অসন্তুষ্ট নহে, জাতীয় বলবৃদ্ধির জন্য সকলেই লালায়িত।

ফরাসীর যুদ্ধার্থ প্রস্তুত সৈন্যের মধ্যে ৫১৮৬৩২ পদাতিক, ১৩০১৪৬ অশ্বসাদী। ইহাদিগের সাহায্যার্থ রক্ষিত সৈন্যের (Reserve) সংখ্যা অনেক অধিক। দুই রকমে ফরাসীর ২৫০০০০০ সৈন্য উপস্থিত আছে। যাহারা এখন কোন সৈনিক-বিভাগে নাই, অথচ যাহাদিগকে গভর্মেণ্ট মনে করিলেই ডাকিতে পারেন, এমন যুদ্ধনিপুণ সৈনিক অনেক আছে। তাহাদিগকে লইয়া হিসাব করিলে ফরাসীর সৈনিক-সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার হইবে। কুরুক্ষেত্র-সমরে পাণ্ডবদিগের সাত এবং কৌরবদিগের ১১, মোটে এই ১৮ অক্ষৌহিণী সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। প্রত্যেক অক্ষৌহিণীতে ২১৮৭০ রথী, ২১৮৭০ গজী, ৬৫৬১০ তুরঙ্গমী, ১০৯৩৫০ পদাতি; মোট ২১৮৭০০ সৈনিক ছিল। সুতরাং দুই পক্ষে কুরুক্ষেত্রে ৩৯৩৬৬০০ সৈনিক উপস্থিত ছিল। ফরাসী যে মনে করিলেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত করিতে পারেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

রণতরীও ফরাসীর অল্প নহে। ইংরাজের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। ফরাসীর ৩০২ খানা রণতরীতে ২৮০২ টা কামান লাগান আছে। রণতরীর জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার সৈনিক প্রস্তুত আছে। ফরাসী জলে স্থলে বল বাড়াইয়াছেন। এত অল্প দিনের ভিতর এত বল আর কেহই কখনও বাড়াইতে পারেন নাই। সামরিক ব্যয়ও অনেক বাড়িয়াছে। স্থল-সৈনি-

ক্কের ব্যয় ১৮৬৯ অব্দে ১৫৩৬৬২৯৭০ টাকা ছিল, আর বৎসর ২৪২১২২৮০০ টাকা হইয়াছে। রণতরীর বার্ষিক ব্যয় ৮১৮২৮১৫০ টাকা। আয় যথেষ্ট আছে, ব্যয়ও যথেষ্ট হইতেছে।

ফরাসীর	বার্ষিক	আয়	১৪২৩৩৭০৪৬০
		ব্যয়	১৪২৩২৬৬২০০
		স্থিতি	১০৪২৬০

ফরাসী গভর্মেণ্ট এত ব্যয় করিয়াও দেউলিয়া নহেন। তাঁহাদের আয় ক্রমেই বাড়িতেছে। সাহস ও বিক্রম ফরাসীর যে কম নহে, তাহা সকলেই জানেন। বিজ্ঞানে ফরাসী কাহারই কাছে ছোট নহেন, সুতরাং অস্ত্রশস্ত্রে, রণতরীর উৎকর্ষে, সমরবিদ্যায় ফরাসী কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। ফরাসী শক্র ইংরাজের উপেক্ষণীয় নহে।

রুষের বল।

রুষেরও বিষম বল। সৈন্য সংগ্রহে রুষরাজ ক্রমেই অধিক আগ্রহশালী হইতেছেন। ২১ বৎসর অতিক্রম করিলেই প্রত্যেক রুষ পুরুষকে সামরিক বিভাগে কার্য্য করিতে হয়। যাঁহারা শিক্ষিত; তাঁহারা যদি ১৭ বৎসর বয়সে ভলণ্টীয়র হইয়া সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন কার্য্য করেন, তবে তাঁহাদিগের পরে কিছু সুবিধা হয়। সৈনিক বিভাগে কার্য্য ছোট বড় সকলকেই করিতে হয়। কসাক প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় রুষপ্রজাদিগকেও যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, ইঁহাদিগকে কর দিতে হয় না, যুদ্ধে বরাদ্দমাফিক সৈনিক-সাহায্য প্রদান করিতে হয়।

শান্তির সময়ে রুষের সৈনিক সংখ্যা ৭৭০০৪০, যুদ্ধের সময় ২২০০০০০, মিলিশিয়া ধরিলে যুদ্ধের সময় রুষের সৈন্য-সংখ্যা ৩২ লক্ষ। মনে করিলে রুষগভর্মেণ্ট সৈন্য-সংখ্যা যে আরও বাড়াইতে পারেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইঁহারা যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর অপেক্ষাও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহাও সহজেই বুঝা যাইতেছে।

রণতরীর সংখ্যা রুষের সকলের অপেক্ষা অধিক। বল্‌টিক্‌ সাগরে ২১৬ খানা, কৃষ্ণ সাগরে ১০০ খানা, সাইবীরিয়ার ১৬ খানা, আরল হ্রদে ৬

খানা, কাস্পীয় হ্রদে ২৭ খানা, পালওয়ালা ৮ খানা, মোট রুষের এই ৩৭৩ খানা রণতরী। কিন্তু রুষ-রণতরীর মধ্যে অধিকাংশই দুর্ব্বল এবং ক্ষুদ্র। রুষরণতরীতে মোট ৭৫৭ টা বই কামান নাই। সামুদ্রিক সমরে রুষ এখনও তাদৃশ শক্তিলাভ করেন নাই। অস্ত্রশস্ত্র বিষয়েও রুষ ইংরাজ ও ফরাসীর অপেক্ষা হীন। অর্থবলও তত নাই। কিন্তু সামরিক ব্যয় কম নহে। স্থল-সেনায় রুষগভর্মেণ্টের ২৭৫৮৪২৮০০ টাকা খরচ, রণতরীতে ৪৩৭৬১৭১০ টাকা খরচ। রুষের

বার্ষিক আয়	১০৬৩২২৯৭৯০
বার্ষিক ব্যয়	১১১২১৫০৬০০
স্থিতি	৪৮৯২০৮১০

রুষের বৎসর বৎসর প্রায় ৫ কোটী টাকা ধার হইতেছে, টাকার বাজারে পসার একেবারে কমিয়া গিয়াছে, অধিক সুদে টাকা ধার করিতে হইতেছে, তবুও সামরিক শক্তি ক্রমে বাড়ান হইতেছে। যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালীর দশাই এই। পরিণামে রুষ-জারকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু সে ভয় এখন তাঁহাকে কিছুমাত্র শান্ত বা সাবধান করিতে পারিতেছে না, এরূপ অশান্ত এবং অসাবধান শত্রু সহসা গোলযোগ ঘটাইতে পারে। সুতরাং এরূপ শত্রুও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। শত্রুও ভয়ের পাত্র।

ইংরাজের বল।

ফরাসী বা রুষের মত ইংরাজ যত ইচ্ছা সৈন্য স্বরাজ্যে সংগ্রহ করিতে পারেন না। ফরাসী ও রুষগভর্মেণ্ট প্রত্যেক পুরুষকেই সামরিক কার্য্যে জোর করিয়া টানিয়া লইতে পারেন, ইংরাজ তাহা পারেন না। রুষ বা ফরাসীর মত ইংরাজ গভর্মেণ্টের একটা বৃহতী সেনা বরাবর পোষণ করিবার অধিকার নাই। ১৬৯০ অব্দের অধিকার-বিধি (Bill of Rights) সে ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছে। পাছে রাজা সৈন্যসাহায্যে ষ্টুয়ার্টদিগের মত প্রজাদের স্বাধীনতাহরণে অগ্রসর হন, এই ভয়ে ইংরাজ জাতি রাজশক্তি এইরূপে সংকোচিত করিয়া দিয়াছেন। সৈন্যরক্ষার ক্ষমতা গভর্মেণ্টকে

প্রতি বৎসর কমন্স হাউসের নিকট গ্রহণ করিতে হয়। কমন্স হাউসের অমতে গভর্মেণ্ট একটীও অতিরিক্ত সৈনিক নিযুক্ত করিতে পারেন না।

খাস সৈনিক ছাড়া, ইংরাজের মিলিশিয়, ইয়োম্যানুরি এবং ভলণ্টীয়র এই তিন প্রকার অতিরিক্ত সৈন্য আছে। ইহাদিগের বিদেশে যাইবার অধিকার নাই। স্বদেশরক্ষার্থই ইহাদিগের অবস্থিতি। খাস সৈনিক দুই ভাগে বিভক্ত, লড়াইয়ে এবং রক্ষিত। খাস সৈনিক নিজ রাজ্যে এবং উপনিবেশে কাজ করে। ভারতের জন্য স্বতন্ত্র খাস ইংরাজ সৈনিক বরাদ্দ আছে। ১৮৮৪ অব্দে ইংরাজ গভর্মেণ্টের কোন্ সৈন্য কত থাকিবার কথা, প্রকৃত প্রস্তাবে কত ছিল, তাহার একটা হিসাব দিতেছি।

রকম	কত বরাদ্দ	কত ছিল
খাস লড়াইয়ে সৈন্য		
স্বরাজ্যে ও উপনিবেশে	১২৭৬১১	১২৬৮৫৩
রিসার্ভ বা রক্ষিত		
১ম শ্রেণী	৩৩৫০০	১৯৬৮৭
২য় শ্রেণী	৯০০০	৯৬৯৩
মিলিশিয়া	১৪২৮৭৪	১১৭৮২৩
ইয়োম্যানুরি	১৪৪০৪	১১২৬৭
ভলণ্টীয়র	২৪৭৯২১	২০৭৩৩৬
মোট	৬৭৫৩১০	৪৯২৬৫৬
ভারতে	৬১৬৪১	৬২৭৭৯
মোট	৬৩৬৯৫১	৫৫৫৪৩৫

সহসা সৈন্যবৃদ্ধি করিবার অধিকার গভর্মেণ্টের নাই। পার্লেমেণ্টের মত হইলেও শীঘ্র সৈন্য সমবেত করিবার শক্তি ইংরাজের নাই। ভলণ্টীয়র প্রভৃতি ত্রিবিধ সৈনিকদিগের স্বদেশেই অবস্থিতি। স্বদেশরক্ষার্থ পেশাদার সৈনিক রাখা চাই। সুতরাং বিদেশে গিয়া ইংরাজ যে, যত ইচ্ছা সৈন্য লইয়া লড়িবেন, তাহারাও যো নাই। রুষ ফরাসীর সহিত সৈন্যসংখ্যায় টক্কর দেন, এমন ক্ষমতা ইংরাজের আছে কি না পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

রণতরীর বলেই ইংরাজ এত দিন আধিপত্য রক্ষা করিতেছেন। সেই রণতরীও ইংরাজের ২৪৬ খানা বই নাই। রুষের রণতরীবল সংখ্যায় যেমন, ক্ষমতায় তেমন নহে। কিন্তু ফরাসীর রণতরীবল বড় বাড়িয়াছে। ইংরাজেরা ইহাতে ভীত হইয়াছেন। ভীত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সহসা নিজের বলবৃদ্ধির ক্ষমতা নাই। ইংরাজের রণতরীর উপরই প্রধান ভরসা। রণতরীর সংখ্যা-নির্দ্দেশ বা বলাবল বাঁধিয়া দিবার অধিকার এখনও কমন্স্ হাউসকে দেওয়া হয় নাই। স্বদেশে গোলযোগ বাধাইবার অধিকার না কি রণতরীর তত নাই, বিদেশীয় শত্রুর সঙ্গেই ইহার প্রধান সম্পর্ক, এই জন্যই রণতরীর উপর এখন কমন্স্ হাউসের একাধিপত্য হয় নাই।

ফরাসীর ৩০২ খানা রণতরীতে ১৮০২টী কামান আছে, ১ লক্ষ ৮০ হাজার লোক আছে। ইংরাজের ২৪৬ খানা রণতরীতে কত কামান আছে, আমরা জানি না। কিন্তু ৬৩ খানা প্রধান তরীতে ৬১১টা কামান আছে, তাহা আমরা জানি। সমস্ত রণতরীতে যে ফরাসীর অপেক্ষা অধিক কামান নাই, তাহাও আমরা অবগত আছি। রণতরীর লোকসংখ্যাও ফরাসীর অপেক্ষা অল্প। ফরাসীর ১ লক্ষ ৮০ হাজার আছে, ইংরাজের ভারত এবং উপনিবেশ লইয়াও ৫৮ হাজারের অধিক নাই। ধনবল ইংরাজের যথেষ্ট আছে, কিন্তু ফরাসীরও নিতান্ত কম নহে। ইংরাজ স্থলসৈন্যের জন্য ১৮৮৪ অব্দে ১৫৬০৬৭০০০ টাকা দিয়াছেন, জলসৈন্যের জন্য ১০৬২০৭০০০ টাকা দিয়াছেন।

ইংরাজের বার্ষিক আয়	৮৬৫৪৯০০০০৲
বার্ষিক ব্যয়	৮৬৪৩৬২২৯০৲
স্থিতি	১১২৭৭১০৲

উপসংহার।

ইংরাজ স্বদেশীয় সৈনিক বলে ফরাসী বা রুষের সমকক্ষ নহেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সামরিক বল কম নহে। এখন ভারতে তাঁহার ভারতীয় সৈন্য অধিক নাই, অধিক রাখিবার প্রয়োজনও নাই। স্বদেশরক্ষার জন্য ইংরাজের স্বদেশে যে সৈন্য আছে, তাহাই যথেষ্ট। এই সৈন্য

লইয়াই ইংরাজ এত দিন ইউরোপে প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এইরূপ সৈন্য লইয়াই ওয়েলিংটন অসীম সেনার অধিনায়ক বীরবর বোনা-পার্টিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঘরের ভাবনা ইংরাজের নাই। ভাবনা উপনিবেশ এবং ভারত লইয়া। উপনিবেশের ভাবনাও তত নহে। রুষ ও ফরাসী-ইংরাজের উপনিবেশের উপর আক্রমণ করিবেন না, ভয় ভারত লইয়া। রুষ বা ফরাসী যদি ভারতের সমীপে ইংরাজের সহিত বলপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আর উপনিবেশের উপর আক্রমণ করিবার অবসর পাইবেন না। পাইলেও ইংরাজ, যে সৈন্য আছে, তাহা লইয়াই স্বদেশ এবং স্বোপনিবেশ রক্ষা করিতে পারিবেন। ভারত নিজের বলেই বলীয়ান্। ইংরাজ মনে করিলেই ভারতের সামরিক বল স্বকার্য্য-সাধনে নিযুক্ত করিতে পারেন। ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট রাখিলেই ইংরাজ অতি সহজে স্ববল বাড়াইতে পারিবেন। এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে লোকের অভাব নাই, শৌর্য্যবীর্য্যের অভাব নাই, সাহস এবং রাজভক্তির অপ্রতুল নাই। ফ্রান্সের লোকসংখ্যা ৩ কোটী ৮০ লক্ষও হইবে না; রুষিয়ার লোকসংখ্যা ৮ কোটী ৫০ লক্ষ; আর এই ভারতের লোকসংখ্যা ২৬ কোটীরও অধিক। এই ভারত-সাম্রাজ্যই ইংরাজের প্রধান সহায়, ভারতবাসীই ইংরাজের প্রধান বল।—নববিভাকর, ২৯এ পৌষ, ১২৯১।

রুষের অপরাধ নাই।

ইংরাজ যখন যেখানে অধিকারবৃদ্ধি করিবেন, তখন সেইখানে সভ্যতা, সুশাসন, স্বাধীনতা বিস্তারিত হইবে, অধিকৃত প্রদেশের অধিবাসী-দিগের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে; আর অন্য কোন জাতি কোন স্থানে অধিকার বৃদ্ধি করিলে সেরূপ হইবে না, এ কথা বলিলে জগৎ বিশ্বাস করিবে কেন? ইংরাজ পৃথিবীর চারি দিকে নিজের রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে কোন দোষ নাই, আর রুষ মধ্য-এশিয়াতে অধিকার বিস্তার করিলেই যত দোষ, এ কথা লোকে বুঝিবে কেন? ইংরাজ এশিয়ার মধ্যে সভ্যতম প্রদেশে—(ভারতে) অধিকার বিস্তার করিলেন, তাহাতে পৃথিবীর কেবল মঙ্গলই হইল, আর রুষ এশিয়ার অসভ্যতম প্রদেশে—(মধ্য-এশিয়ার তুর্কমান প্রদেশে)

অধিকার বিস্তার করিলেন, তাহাতে কোন মঙ্গলই সাধিত হইল না, এ কথা বলা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে, সুবুদ্ধির কাজও নহে। ইহাতে লোকে ইংবাজদিগকে স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর বলিয়া মনে করিতে পারে।

ইংরাজ চিরকালই বলিতেছেন, রুষ মধ্য-এশিয়ার স্বাধীনতা হরণ করিয়া পৃথিবীর অমঙ্গল সাধন করিতেছেন। ইহাতে কি রুষ বিরক্ত হইতে পারেন না? সকল ইংরাজ এরূপ পরশ্রীকাতরতা প্রকাশ করেন না সত্য, কিন্তু এরূপ পরশ্রীকাতর ইংরাজের সংখ্যা যে অধিক, সে বিষয়ে ত আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই? রুষকে দোষ দেন না এমন ইংরাজ আমরা অল্পই দেখিতে পাই। রুষকে যাঁহারা দোষ দিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই সংখ্যা অধিক। অধিকাংশ ইংরাজ-লেখকের এই ধূয়া। মার্ভিণ ও ম্যালিসন প্রভৃতি সাহেবেরা এই সুরেই গান ধরিয়া আসিতেছেন। অধিকাংশ ইংরাজ রাজনীতিকেরই এই নীতি। পামারষ্টোন হইতে বীকন্সফীল্ড্ পর্য্যন্ত সকলেই এই রুষবিদ্বেষিণী নীতি অবলম্বন করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, এখনও চর্চ্চিল প্রভৃতি টোরিগণ এই নীতি প্রচার করিতেছেন।

বাস্তবিক এশিয়ায় অধিকার বিস্তার করিয়া ইংরাজ যাহা না করিয়াছেন, রুষ তাহা করিয়াছেন। মধ্য-এশিয়ায় কোন কালে যে সুখ-শান্তি ছিল না, রুষ তাহা প্রদান করিয়াছেন। ইংরাজের যদি ভারত জন্য রুষ-ভীতি না থাকিত, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিতেন। স্বার্থহানির ভয়ই ইংরাজকে অপ্রকৃতবাদে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইংরাজ-লেখকদিগের স্বার্থ-প্রণোদিত অন্যায়বাদ দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই বড় ব্যথিত হইয়া থাকি। ম্যালিসন হউন, মার্ভিণ হউন, আর ম্যাক্‌গ্রেগর হউন, সকলেরই এক ধূয়া। সকলেই রুষকে গালি দিয়া আসিতেছে। কিন্তু মনের ভাব গোপন করা সহজ নহে। আমরা অদ্য অন্য লেখকের কথা ছাড়িয়া দিয়া কর্ণেল ম্যালি-সনকে লইয়াই পড়িলাম। এই মহাপুরুষ সম্প্রতি এই হুজুক পাইয়া এক-খানি ১৯১ পৃষ্ঠা পরিমিত ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রভু রুষ-আফগান প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। মীমাংসার সঙ্গে খোঁজ খবর নাই, কেবল রুষকে আগাগোড়া দোষ দিয়া-ছেন, আর প্রকৃত উদারনীতিক ইংরাজদিগকে গালি দিয়াছেন। ম্যালিসন

নূতন কথা একটীও বলিতে পারেন নাই। তাঁহার ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রায় ৫০০০টী পংক্তি আছে। এই পঞ্চ সহস্র পংক্তির ভিতর এমন একটী কথাও নাই, যাহা শত বার কথিত হয় নাই ; এমন একটীও যুক্তি নাই, যাহা টোরি-সম্প্রদায় সহস্র বার প্রয়োগ করেন নাই। সবই সেই পুরাতন বস্তাপচা পুতিগন্ধময় গোঁড়া টোরিদিগের চিরন্তন কথা, "রুষ দস্যু, দস্যুভাবে আস্তে আস্তে মধ্য-এশিয়ায় প্রবেশ করিয়া লোকের স্বাধীনতা হরণ করিতেছে, খিবা, বোখারা, মার্ব্ব সকল স্থলেই রুষ শঠতার জোরে অধিকার বিস্তার করিয়াছে। যাহা অন্য স্থানে করিয়াছে, আফগানস্থানেও তাহাই করিবে। রুষের একই লক্ষ্য, ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়াই দুষ্ট পাপাত্মা রুষের শেষ উদ্দেশ্য।" এই পুরাতন কাহিনী সকল ইংরাজ-লেখকেরই সম্বল। কর্ণেল ম্যালিসনও এই সম্বল লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জানি না, তাঁহার মুখে এই পুরাতন কাহিনী শুনিয়া ইংরাজ জাতির মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইবে, আমাদের কিন্তু ঘৃণা ধরিয়াছে। ম্যালিসনের গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে, এংলো-ইণ্ডিয়ান লেখকদিগের লেখনী কখনই নিরপেক্ষ ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। আরও ধারণা হইয়াছে, এংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের হৃদয়ে রুষের প্রতি যেন একটা চিরন্তন বিদ্বেষ জন্মিযা গিয়াছে। এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদকদিগের এরূপ একটানা লেখা আমরা ক্ষমা করিতে পারি ; লোককে হুঁজুকে মাতানই ইহাদিগের কাজ। কিন্তু যিনি ঐতিহাসিকের আসনে বসিয়া এরূপ একটানা ধরণে লেখনী চালনা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আমরা কোন মতেই ক্ষমা করিতে পারি না।

আরও বলি, যেখানে হৃদয়ে স্বার্থপরতা উথলিয়া উঠিতেছে, সেখানে লেখকের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাই বা হইবে কিরূপে? ম্যালিসন, মার্ভিণ, ম্যাক্‌-গ্রেগর, হ্যাম্‌লি প্রভৃতি যে যে ইংরাজ রুষ-কথা লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ভাষা ভিন্ন হইলেও সুর সকলেরই এক। "রুষ এশিয়ার যে সকল স্থানে অধিকার বিস্তার করিতেছে, তাহার সামরিক ও বাণিজ্যিক গৌরব বড় অধিক, পরিণামে এই সকল প্রদেশ রুষের আর্থিক ও রাজনীতিক শক্তি যে কত বাড়াইয়া দিবে, তাহার ঠিকানা নাই।" এই সুর ধরিয়া সকলেই আপনাদের হৃদয়ের পরিচয় দিয়া-

ছেন। পাঠক ইহার অর্থ কি তাহা বোধ হয়, অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহার অর্থ, "রুষের ক্রমশঃই সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে, যাহা ইংরাজের পাওয়া উচিত ছিল, রুষ তাহা পাইতেছে, এটা ইংরাজের স্বার্থের অনুমোদিত নহে। ইংরাজ-রাজনীতিকেরা ইহা বুঝিয়াও তাহার প্রতিকার করেন নাই। তাঁহাদের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। রুষকে অগ্রসর হইতে দিয়া ইংরাজ-রাজনীতিকেরা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, স্বদেশের স্বার্থে আঘাত করিয়াছেন।

কেন বাপু, ইহাতে স্বদেশের স্বার্থহানি হইয়াছে? কেন বল দেখি, তুমি রুষকে অগ্রসর হইতে দিবে না? বিধাতা কিছু আর সমস্ত ধরাখানা ইংরাজের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। এতটা স্বার্থপরতা দেখিলে কি পৃথিবী-শুদ্ধ লোকে উপহাস করিবে না? এইরূপ সর্ব্বগ্রাসিনী স্বার্থপরতার জন্যই ত ইংরাজ সমস্ত ইউরোপের সহানুভূতি ও সম্মান হারাইয়া এখন সকলের বিদ্বেষ-পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের বলাবল বুঝিয়া কথা বলা উচিত। কথার দোষেই সমস্ত নষ্ট হইয়া থাকে। রুষবিদ্বেষী, স্বার্থমত্ত, মুখদৃপ্ত, কথা-সর্ব্বস্ব অনুদারনীতিক ইংরাজদিগের দোষে ইংল্যাণ্ডের যে কখন্ কি সর্ব্বনাশ হইবে,তাহা ভাবিয়া আমরা বাস্তবিকই আকুল হইয়াছি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যত দিন না এই সকল গৃহ-শত্রুকে শাসন করিতে পারিবেন, তত দিন বৃটিশ-সাম্রাজ্য নিরাপদ হইবে না।—নববিভাকর, ২৭এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২

অপরাধ ইংরাজেরই অধিক।

অপরাধ রুষের নহে। ইংরাজ কলুষিত নেত্রে এবং কলুষিত হৃদয়ে দেখেন বলিয়াই রুষকে দোষ দিয়া থাকেন। বাস্তবিক নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই রুষের এশায়িক্ নীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যেখানে অরাজকতা ছিল, রুষশাসনে এখন সেখানে সুখ শান্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে দস্যু-ভয়ে লোকে শশব্যস্ত ছিল, এখন সে স্থান নিরাপদ হইয়াছে। ইংরাজের ভারত অধিকারে পৃথিবীর যে উপকার হইয়াছে, রুষের তুর্কস্থান ও ককাশস অধিকারেও সেই উপকার হইয়াছে। তথাপি কতকগুলি লোকের প্রকৃতি কেমন

দূষিত, তাঁহারা রুষের অহরহ নিন্দা করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তেজিত ও বিরক্ত করিতেছেন। রুষকে ভাল বলিতে হয়, তাঁহারা কখনই ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করেন নাই। রুষ বরাবরই ভদ্র-বাক্যে ইংরাজকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেছেন; বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন, "আমরা মধ্য-এশিয়ার অরাজক দেশগুলি অধিকার করিয়া সমাজের মঙ্গলসাধন করিব। আফগানস্থানের উপর আমাদের দৃষ্টি নাই, লোভ নাই। ভারতের চিন্তা আমাদের স্বপ্নেও হয় না।" রুষ-ভীত ইংরাজ কি এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারেন? ইংরাজ ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করিতেছেন, ক্রমাগত রুষকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ১৮৬৪ অব্দে ইংরাজ চরম সীমায় উঠিলেন, রুষকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার জন্য মহাহুলস্থূল লাগাইয়া দিলেন। রুষসচিব প্রিন্স্ গর্চ্চাকফ্ মনে মনে হাসিলেন, ইংরাজের অকারণ অতিভীতি এবং স্বার্থপরতা দেখিয়া একটু বিরক্ত হইলেন। তবুও অধীরতা প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন;

"Russia is now *in the presence* of a more solid and compact, less unsettled and better organized social state, fixing for us with geographical precision the limit up to which we must advance and at which we must halt."

"আমরা এখন একটী অপেক্ষাকৃত শাসিত প্রদেশের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। সেই পর্য্যন্ত গিয়াই আমরা থামিব, সেইখানেই আমাদের ভৌগোলিক সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে।"

গর্চ্চাকফের এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই। ১৮৬৪ অব্দের পর রুষ সারাখস্, খিবা, মার্ভ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এগুলি রুষের প্রতিজ্ঞাত অগন্তব্য প্রদেশের অন্তর্ভূত নহে। এ সকল প্রদেশেই অরাজকতা এবং অত্যাচার বিরাজ করিতেছিল, অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই রুষকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, আর গর্চ্চাকফ ত স্পষ্টই বলিয়াছিলেন;

"Russia is now in the *presence* of a more solid and compact &c. state."

এই রূপ প্রদেশের "নিকট" রুষ উপস্থিত হইয়াছেন, এরূপ প্রদেশের "ভিতর" উপস্থিত হইয়াছেন, এ কথা ত গর্চ্চাকফ বলেন নাই। বাস্তবিক

গর্চ্চাকফ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আফগানস্থানকে লক্ষ্য করিয়া। আফগান-স্থান লইয়াই ইংরাজের ভয়। সেই ভয় নিবৃত্তির জন্যই গর্চ্চাকফকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল, সরাখ্‌স, মার্ভ ও খিবার সহিত ইংরাজের কোন কালে কোন সম্বন্ধ নাই। সে দিকে রুষের গমনে ইংরাজের বাধা দিবারও কোন অধিকার নাই। গর্চ্চাকফের প্রতিজ্ঞার পর রুষ যদি কাসগারিয়ার দিকে যাই-তেন, তাহা হইলে কি ইংরাজের কোন কথা বলিবার অধিকার থাকিত? ভদ্রলোকে গর্চ্চাকফের প্রতিজ্ঞার ইহা ভিন্ন অন্যরূপে অর্থ কখনই করিবেন না। ডিউক অব আর্গাইল, সকল বিষয়ে গ্লাডষ্টোনের নীতির পক্ষপাতী নহেন, তিনিও বৃদ্ধ বয়সে কতকটা প্রেষ্টীজভক্ত এবং যুদ্ধের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়া-ছেন। কিন্তু আর্গাইলও স্বীকার করিয়াছেন, গর্চ্চাকফ ১৮৬৪ অব্দে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ হয় নাই। সে দিন সীমান্ত-বিষয় লইয়া পার্লেমেণ্টে যখন মহান্দোলন হইয়াছিল, তখন আর্গাইল স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া-ছিলেন;

"The Russian advances are all in complete accordance with the policy of Prince Gortchakoff's circular of 1864, which insis-ted on the inevitability in the interest of *order*, of Russia ab-sorbing the semicivilized Central Asian States."

"সুশাসনের খাতিরে রুষ মধ্য-এশিয়ার অর্দ্ধসভ্য প্রদেশগুলি যে অধি-কার করিবেন, তাহা বিধির নির্ব্বন্ধ। গর্চ্চাকফ ১৮৬৪ অব্দে যে ঘোষণা করি-য়াছিলেন, রুষ তাহার তিলমাত্রও অন্যথা করেন নাই।"

আর্গাইলের এ কথার উপর যাহারা কথা কহিবেন, তাঁহারা নিতান্তই দৃপ্ত এবং ধৃষ্ট। টোরি লর্ড সলসবেরি না কি রুষের উপর শঠতা ও বিশ্বাসঘাত-কতার আরোপ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই আর্গাইলকে ন্যায়ের খাতিরে, ভদ্র-তার খাতিরে রুষের পক্ষ সমর্থন করিতে হইয়াছিল। আর্গাইলের মুখে প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়া সমগ্র লর্ড হাউস যখন ছি ছি করিতে লাগিলেন, তখন সলসবেরিকে অগত্যা বলিতে হইয়াছিল, "আমি রুষের প্রতি শঠতার আরোপ করি নাই।"

"I impute no intentional deception to the Russian Govern-ment, but in view of the lessons of history it would be unwise to rest the defence of India on Russian guarantees."

"রুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক ঠকাইতেছেন, এ কথা আমি বলি নাই, তবে রুষের প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া ভারতের সীমারক্ষণে উদাসীন থাকা উচিত নহে ইহাই আমার কথার উদ্দেশ্য।"

আর্গাইলের চাপাচাপিতে প্রধানতম টোরিকে যাহা স্বীকার করিতে হই-

আছে, ম্যালিসন, ম্যাক্গ্রেগর প্রভৃতি টোরি দুর্নীতিকেরা তাহা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ই হারা রুষকে গালি দিবার জন্য অভিধান নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও আমরা বিস্মিত হই নাই। সিংহ ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শীঘ্র থামিয়া যায়, গোমায়ুরব সারা রাত্রি শুনিতে পাওয়া যায়।

এশিয়ায় রুষের পুরাতন অধিকার। রুষ সেই অধিকার-সংলগ্ন অরাজক প্রদেশগুলি অধিকার করিতেছেন, ইহাতে যদি রুষের পাপ হইয়া থাকে, তবে ত ইংরাজের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইংরাজ যেখানে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন, তাহার শত শত যোজন দূরেও ত তাঁহার অতি অতি তস্যাতি বৃদ্ধ পিতামহ বা মাতামহদিগের কোন কালে পদার্পণ হয় নাই। পরদেশাধিকারে ইংরাজকে ত পৃথিবীর কোন জাতিই পরাজিত করিতে পারেন নাই। ডিউক্ অব্ আর্গাইল ত স্পষ্টই বলিয়াছেন ;

"The Russian annexations are insignificant as compared with those of Great Britain of the same period."

"ইংরাজ যে সময়ের মধ্যে যত পরদেশ অধিকার করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় রুষের সেই সময়ের অধিকার অতি সামান্য।"

তবুও এত রাগ! ম্যালিসনী-দলের স্বদেশানুরাগের খুরে নমস্কার। ইঁহাদের যে কত দিনে চৈতন্য হইবে, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই।—নববিভাকর, ২৭এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২

রুষ-সমরে বিষম সঙ্কট।

এবার রুষ সমরে প্রবৃত্ত হইলে ইংরাজকে বিষম সঙ্কটে পড়িতে হইবে। ক্রিমীয় সমরে ইংরাজ যাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছিলেন, এ বার তাঁহাদের সাহায্য পাইবেন না। জর্ম্মণী ও অষ্ট্রিয়া তুরস্ককে ইংরাজের সহিত মিশিতে দিবেন না। এ বার এশিয়ার রাজ্য লইয়া বিবাদ, ইউরোপে যাহাতে না শোণিতপাত হয়, জর্ম্মণী তাহা করিবেন। জর্ম্মণী যাহা করিবেন, অন্যে তাহাতে বাধা দিবেন না বরং সহায়তাই করিবেন। ইংল্যাণ্ড ইতালীর আশা পরিত্যাগ করুন। ইতালী ইংল্যাণ্ডের সহিত যোগ দিলে, ফ্রান্সও রুষের দিকে চলিবেন। এ বার বড়ই অসুবিধা। ইংরাজ কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিতে পাইবেন না। তুরস্ক বস্ফোরসের পথ ইংরাজকে ছাড়িয়া দিয়া কখনই জর্ম্মণীর বিষ-নয়নে পড়িবেন না। ইংল্যাণ্ডকে অবমানিত করিবার মতলবেই বিষমার্ক বটিকা চালন করিতেছেন। অষ্ট্রিয়া, রুষিয়া ও জর্ম্মণী তিন জনের ভিতর ভিতর এক অভিসন্ধি আছে। ইংল্যাণ্ডের সাবধান হইয়া চলা উচিত।

কৃষ্ণ সাগরে প্রবেশ করিতে পাইলেও এবার ইংরাজ সহজে রুষের কিছু

করিতে পারিবেন না। কৃষ্ণসাগরে রুষ পূর্ব্বাপেক্ষা রণতরীর সংখ্যা অনেক বাড়াইয়াছেন। এখন সেখানে রুষের ১০০ খানা রণতরী আছে। কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্ত্তী দুর্গগুলিরও শক্তি অনেক বাড়ান হইয়াছে। ওডেসা এবং খর্সন দুর্গে কামানের সংখ্যা অনেক বাড়ান হইয়াছে। ক্রিমীয়াতেও শিবাষ্টপলের দুর্গ আবার দৃঢ়তর করা হইয়াছে। ক্রিমীয়া ও রুষভূমির মধ্যস্থ পেরিকোপ যোজকটীর ধারে নূতন দুর্গশ্রেণী বিরাজ করিতেছে, কর্চ্চ, য়েনিকেল, কাফা, আজভ এবং তাগানরগ দুর্গে দুর্গম হইয়াছে। একেই ত ইংরাজ কৃষ্ণ সাগরে প্রবেশ-লাভ করিতে পাইবেন না, পাইলেও রুষ-রণতরীর সংখ্যাধিক্য জন্য বাধা পাইতে হইবে। সে বাধা অতিক্রম করিলেও ইংরাজকে চারি দিকে দুর্গ ও কামান-রাজির জন্য বড়ই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে। তাই বলিতেছি, কৃষ্ণ সাগরের দিকে ইংরাজের রুষ-পথ বন্ধ।

আবার উত্তর-পশ্চিমে বল্‌টিক্ সাগরের দিকেও সেই দশা। এবার ইংরাজ বল্‌টিক্ সাগরেও রণতরীর ক্রীড়া করিতে পাইবেন না। জর্ম্মণী সে দিকেও বাধা দিবেন। সুইডেন, দেন্মার্ক ও জর্ম্মণী অনুমতি না দিলে বল্‌টিক্ সাগরে গিয়া রণতরীর ক্রীড়া করেন এমন সাধ্য ইংরাজের নাই। কিন্তু জর্ম্মণী ইহার মধ্যেই ভিতর ভিতর সুইডেনকে নাচাইয়া রাখিয়াছেন। দেন্মার্কও জর্ম্মণীর মন্ত্র ছাড়া চলিতে পারিবেন না। বল্‌টিক সাগরেও সুতরাং ইংরাজের পথ বন্ধ। আর পথ পাইলেও এ বার সে দিকে রুষকে আঘাত করা ইংরাজের পক্ষে বড়ই কঠিন। এবার ডুনামণ্ডী, রেভেল, নার্ভা, ক্রনষ্ট্যাড, ভাইবর্গ, ফ্রেড্রিকশাম, রচেন্‌শাম দ্বীপ, স্বীবর্গ দ্বীপপুঞ্জ, হাঙ্গিয়ুদ, আবো এবং আলাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে রুষ দুর্গাদি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিয়াছেন। উপকূল প্রদেশ চারি দিকেই দৃঢ়তর করা হইয়াছে। সেণ্ট পীটর্সবর্গের কাছে ত ইংরাজের ঘেঁসিবারই যো নাই। সেণ্ট পীটর্সবর্গ একেবারে শত্রুতরীর অস্পৃশ্য। সেণ্ট পীটর্সবর্গের নিকটেই ক্রনষ্ট্যাড দ্বীপ। এই দ্বীপের দুর্গরক্ষার্থ ১৮ মাইল পথে কামান সাজান আছে। দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিক দিয়া দুইটী সাগরশাখা আছে। দুইটীই শত্রুর অধৃষ্য। দুইটীই দুর্গমরূপে রক্ষিত। দক্ষিণ সাগর-পথের ধারে ক্রমাগত দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রথম দুর্গে ৮৮টী বড় বড় কামান সাজান আছে। আবার নিকটবর্ত্তী কট্‌লাইন দ্বীপ হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে ১০০টী প্রকাণ্ড কামান আনা যাইতে পারে। উত্তর দিকের সাগর-পথটী ২০০টী কামান দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। নিজ কট্‌লাইন দ্বীপটীও দুর্গশ্রেণী দ্বারা পরিরক্ষিত। ইহা ছাড়া সাগর-গর্ভে কত টর্পেডো আছে, তাহার ঠিকানা নাই। এখানে রুষ-রণতরীরও সংখ্যা কম নহে। ক্রনষ্ট্যাড এরূপে রক্ষিত থাকিতে কাহার সাধ্য সেণ্ট পীটর্সবর্গে প্রবেশ করে?

রুসিয়ার ইতিহাস।

আবার সেণ্ট পীটর্সবর্গের উত্তর দক্ষিণ দুই দিকই বহু দূর ধরিয়া দুর্গদ্বারা সম্পূর্ণরূপে দুর্ভেদ্য। উত্তরে সেণ্ট পীটর্সবর্গ নগরীতে এবং নীভা নদীর উত্তর-কূলে দুর্গরাজি বিরাজ করিতেছে, দক্ষিণেও নীভা নদীর দক্ষিণ কূলে দুর্গরাজি বিরাজমান আছে। ইহা ছাড়া ইস্থোনিয়ার উপকূলে দুর্গশ্রেণী সজ্জিত আছে। চারি দিকের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলিই দুর্জ্জয় সৈনিক এবং দুর্দ্দান্ত কামান দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। পৃথিবীর আর কোন রাজ্যের কোন নগরই সেণ্ট পীটর্সবর্গের ন্যায় দুর্গম্য এবং দুর্ভেদ্য নহে। ইহার উপর আবার বল্‌টিক্ সাগরে ১৮৫৪ অব্দের অপেক্ষা এখন রুষের রণতরী অনেক বাড়িয়াছে। বল্‌টিক্ সাগরে এখন রুষের ২১৬ খানা রণতরী আছে। ১৮৫৪ অব্দের সময়ে ইংরাজ-পোত-সেনাপতি সার চার্লস্ নেপীয়র বল্‌টিক্ সাগরে যেরূপ মহাগর্ব্বে পোতক্রীড়া করিয়া রুষকে ভীত করিয়াছিলেন, এবার কোন পোতসেনাপতিই সেরূপ করিতে পারিবেন না।

ইংরাজ কৃষ্ণ সাগরে গিয়া কিছু করিতে পারিবেন না, বল্‌টিক্ সাগরেও কিছু করিতে পাইবেন না। রুষ রাজ্যের উপর এ বার ইংরাজ কোন দিকেই আক্রমণ করিতে পারিবেন না। এ বার যুদ্ধ হইলে ইংরাজকেই রুষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এ বার কেবল মধ্য-এশিয়ার আফগান সীমায় ইংরাজ রুষের সহিত বল পরীক্ষা করিতে পাইবেন। সেখানে সৈন্য সমবেত করা কিরূপ দুঃসাধ্য, সে দিকের পথ ঘাট কিরূপ দুর্গম, তাহা আমরা অনেক বার পাঠকদিগকে দেখাইয়া দিয়াছি। ইংরাজ যদি চারি দিক না ভাবিয়া চিন্তিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তবে বড়ই বিষম সংকটে পড়িবেন। ক্রিমীয়া-সমরে যে সকল সুবিধা ছিল, এ বার তাহা নাই। ফ্রান্স, তুরস্ক এবং সার্দ্দিনীয়ার সাহায্য নাই; কৃষ্ণ সাগর ও বলটিক সাগরের পথ খোলা নাই; রুষের দুর্গাদির অবস্থা সেবারকার মত অরক্ষিত নাই। এ বার বড়ই বিষম সমস্যা। সে বার তত সুবিধা থাকিতেও ইংরাজকে যে ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, তাহা মনে হইলে এখনও শরীর কাঁপিয়া উঠে। এ বার সে সকল সুবিধা নাই, বরং অসুবিধা অনেক বাড়িয়াছে। এ বার যুদ্ধ হইলে যে কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা ভাবিলে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইতে হয়। এবার যুদ্ধ বাধিলে ভারতের অর্থ-শোণিত লইয়াই ইংরাজকে কুরুক্ষেত্র শেষ করিতে হইবে। সে সর্ব্বগ্রাসী মহাসমরে ভারতের সর্ব্বস্ব বলি দিতে হইবে। তাই বলিতেছি, এ বার বড়ই বিষম সংকট। এ সংকটে যদি ইংরাজ সাধ করিয়া পতিত হন, তবে জানিব, নিতান্তই বিধি আমাদের প্রতি বাম হইয়াছেন।—নববিভাকর, ২রা আষাঢ়, ১২৯২

সম্পূর্ণ।